BANGLA POST Year: 22 ◆ Issue: 1036 ◆ Friday 15 November - Thursday 21 November 2024 FREE

# বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

# সরকারের কর্মকর্তা টাওয়ার হ্যামলেটস্‌ের তদারকি করবেন

**স্টাফ রিপোর্টার :** একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান একটি ক্ষুদ্র সার্কেল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়রের কাছের লোকজনের আধিপত্য বিরাজ করে। একই সাথে পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলে একটি "বিষাক্ত" এবং গোপন সংস্কৃতি রয়েছে বলে উল্লেখ করে। গার্ডিয়ানের দুইটি রিপোর্টে এই ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছে।

মন্ত্রীরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল পরিচালনার তদারকি করতে সাহায্য করার জন্য পাঠাবেন যেখানে লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বে কাউন্সিল পরিচালিত হচ্ছে।

যাকে আগে ভোট অনিয়ম এবং ধর্মীয় ভয় দেখানোর জন্য সরকারী অফিস থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

টাওয়ার হ্যামলেটস-এর শাসন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আস্থার অভাবসহ বিভিন্ন উদ্বেগের উল্লেখ করে । যেখানে লুৎফুর

রহমান তার পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০২২ সালে আবার সরাসরি নির্বাচিত মেয়র হয়েছিলেন .

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিম ম্যাকমোহন একটি লিখিত বিবৃতিতে বিস্তারিত তথ্য.তুলে ধরেন. অনেক কর্মীদের মধ্যে একটি ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে যে "অনেক ভাল ব্যবস্থাপক সত্য কথা বলার ফলস্বরূপ সংস্থা ছেড়েছিলেন"।

যদিও পরিদর্শকরা দেখতে পান যে কাউন্সিল কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করছে, এটি একটি "দুর্বল এবং বিভ্রান্তিকর" পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংস্কৃতিতে ভুগছে, যেখানে "যথাযথ প্রক্রিয়া প্রায়শই একটি প্রয়োজনীয় চেক এবং ভারসাম্যের পরিবর্তে অগ্রাধিকারের প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হয়"।

অনেক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটি "সন্দেহজনক এবং প্রতিরক্ষামূলক" অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি, যা ব্যাপকভাবে রহমান এবং মিত্রদের একটি ছোট দলকে ঘিরে, পরিদর্শকদের কাছে বিষয়টি "বিষাক্ত" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই সংস্কৃতি মেয়র এবং তার দলকে ছাড়িয়ে গেছে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার অভাব, যা সুশাসনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে"।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "প্রতিটি অ্যাপয়েন্টমেন্টে না হলেও পৃষ্ঠপোষকতার সংস্কৃতি সদস্য, কর্মী এবং নেতৃত্বের পাশাপাশি বহিরাগত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট পরিব্যাপ্ত হিসাবে বিবেচিত হয়।"

কাউন্সিল প্রায়শই প্রতিক্রিয়া দেওয়ার চেয়ে সমালোচনার বিরুদ্ধে পিছনে ঠেলে দেওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী বলে মনে হয়েছিল, এটি আরও যোগ করে: "কিছু বিষয়ে, পরিদর্শকরা কাউন্সিলের আত্ম-উন্নতি করার ক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান।" --১৬ পৃষ্ঠায়

# দুই উপদেষ্টাকে নিয়ে আলোচনার ঝড়

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নতুন দুই উপদেষ্টা আকিজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ বশির উদ্দিন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অতীত রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ও কর্মকান্ড ঘিরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিগত আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর হিসেবে আখ্যায়িত করে অপসারণের দাবিতে গত দুই দিন রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাদের নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও তার অভিনেত্রী স্ত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ছিলেন উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা একে 'আওয়ামী লীগ পুনর্বাসন' হিসেবে বর্ণনা করেন। তারা অনেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে অভিনেত্রী তিশার হাস্যোজ্জ্বল ছবিও সামাজিক যোগাযোগ --১৬ পৃষ্ঠায়

# মার্কিন নির্বাচনে জয়ী ৫ বাংলাদেশি

**পোস্ট ডেস্ক :** এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ নির্বাচনে প্রতিনিধি পরিষদের জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৫ মার্কিন রাজনীতিবিদ। তাদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই ছিলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি নির্বাচনি ফলাফল ও স্থানীয় কমিউনিটি থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে বিজয়ী বাংলাদেশিরা হলেন- নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেট রিপ্রেজেনটেটিভ --১৬ পৃষ্ঠায়

# জামায়াতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে চায় না বিএনপি

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** নির্বাচনি রোডম্যাপের দাবি আরও জোরালো করা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী 'ফ্যাসিবাদী' সরকারের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে এবার দশ সাংগঠনিক বিভাগে বড় সমাবেশের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। সোমবার রাতে দলটির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী মাস থেকে এসব সমাবেশ শুরু হতে পারে। এ নিয়ে শিগগিরই সাংগঠনিক ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে। সেখানে

সমাবেশের তারিখ নির্ধারণ ও তা সফলে 'টিম গঠন' করা হবে। এছাড়া নির্বাচন ইস্যু এবং জাতীয় ঐকমত্যের প্রশ্নে যাতে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য কিংবা দূরত্ব তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে বৈঠকে তাগিদ দিয়েছেন কয়েকজন নেতা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা --১৩ পৃষ্ঠায়

# ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ হিন্দুরা

**পোস্ট ডেস্ক :** ব্রিটিশ হিন্দুরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আয়োজিত দিওয়ালির অনুষ্ঠানের ছবি দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার দিওয়ালি পার্টির আয়োজন করেছিলেন। তার বাসভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় আমলা, রাজনীতিবিদরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে, ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দিওয়ালি উদযাপন করা হয়। কিন্তু গোলমাল হয় অতিথিদের পাতে মাংস আর মদের আয়োজন নিয়ে। এই নিয়েই আপত্তি ব্রিটেনের হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের। যদিও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। ব্রিটেনে বসবাসকারী হিন্দু পণ্ডিত সতীশ --১৩ পৃষ্ঠায়

# মাকে হত্যা করে ফ্রিজে রাখলো পুত্র!

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় দিনে-দুপুরে গৃহবধূ উম্মে সালমা খাতুনকে (৫০) তার নিজের ছেলে সাদ বিন আজিজুর রহমান (১৯) হত্যা করে ডিপ ফ্রিজে রেখেছিল। হাতখরচের টাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর মাকে হত্যার পরিকল্পনা করে --১৩ পৃষ্ঠায়

# শাহজালাল বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু হচ্ছে

**বিশেষ সংবাদদাতা :** হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের কার্যক্রম আগামী বছরের শেষে পুরোদমে শুরুর টার্গেট রয়েছে বেবিচকের। এ লক্ষ্যে এ বছরের মধ্যে জাপানি ২টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হচ্ছে। চুক্তি সম্পন্ন হলে তারা লোকবল নিয়োগ শুরু করবে। দেশটির ৬ কোম্পানিকে কনসোর্টিয়াম করে এ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তারা আগামী ১৫ বছর এর দায়িত্বে থাকবে। এছাড়া দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্যারিয়ার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে ২ বছরের জন্য কার্গো ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় টার্মিনাল চালু হলে আরও ১ কোটি ২০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। বর্তমানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রথম ও দ্বিতীয় টার্মিনালে দিনে ৩০টিরও বেশি উড়োজাহাজ সংস্থার ১২০ থেকে ১৩০টি বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ করে। প্রতিদিন এসব উড়োজাহাজের প্রায় ২০ হাজার যাত্রী বিমানবন্দরের দুটি টার্মিনাল ব্যবহার করেন। এ হিসাবে বছরে প্রায় ৮০ লাখ যাত্রীর সেবা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে চিঠির মধ্যমে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও --১৬ পৃষ্ঠায়

# বিসিএর এসেক্স রিজিওনের নির্বাচন সম্পন্ন

## জামাল উদ্দিন মকদ্দস সভাপতি, আফজাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ আব্দুস ছুফান

বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন ( বিসিএ) এর এসেক্স রিজিওনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

জামাল উদ্দিন মকদ্দসকে সভাপতি, আফজাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক ও আব্দুস ছুফান কে কোষাধ্যক্ষ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- বিসিএর সভাপতি ওলী খান এমবিই, সেক্রেটারী জেনারেল মিঠু চৌধুরী, সাবেক সভাপতি এম এ মুনীম ওবিই ও কামাল ইয়াকুব, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী।

গত ৬ নভেম্বর বুধবার এসেক্স এর ভোজন রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি জামাল মকদ্দস এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন টিপুর পরিচালনায় ১ম পর্বের অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কারী হাফিজ মৌলানা সায়াদ আসিফ আহমেদ।

সভাপতি জামাল উদ্দিন মকদ্দস স্বাগত বক্তব্যে এসেক্স রিজিওনের সকল সদস্য ও কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বিসিএ একটি সুসংগঠিত গতিশীল প্রতিষ্ঠান। বৃটেনব্যাপী এই সংগঠনের শাখাগুলো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিক নির্দেশনায় কাজ করছে। আমাদের লক্ষ্য - বাংলাদেশী কারি শিল্পের নানাবিদ সংকটপূর্ণ সময় সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা। এছাড়াও বিসিএ এসেক্স রিজিওন লোকাল কমিউনিটির সাথে মানবিক ও চ্যারিটি কাজে অনুকরণীয় কাজ করছে।

সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন টিপু তাদের মেয়াদে পরিচালিত নানাবিদ কার্যকম অবহিত করে বলেন, এসেক্স রিজিওন বিসিএর ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি( এনইসি) এর সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে কাজ করছে। আমরা চেষ্টা করেছি- রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে পেশাগত সেতু বন্ধন তৈরী করতে ,যাতে নানাবিদ সমস্যার মাঝেও কারি শিল্পের সাফল্য ধরে রাখা যায়।

তিনি কার্যকরি কমিটির মেয়াদ কালের রিপোর্ট তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিন থেকে কারি শিল্পে সার্বিক সহযোগিতা ও অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি লীডার ড. সিরাজ আলী ও মোহাম্মদ শামস উদ্দিন কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিসিএ এসেক্স রিজিওনে সাফল্যের সাথে দীর্ঘ ১২ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করায় সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন টিপুকে বিশেষ সম্মাননা পদক দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশনার সুলেমান জিপি ও সৈয়দ হাসান। নির্বাচনের পরে নব নির্বাচিত সভাপতি জামাল মকদ্দসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবজাল হোসেন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন টিপুর পরিচালনা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিসিএর সভাপতি ওলী খান এমবিই।

তিনি বলেন, ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিসিএ প্রায় ১২ হাজার রেস্টুরেন্টেএর প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রতিটি রিজিওনে আমাদের অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ কারি ইন্ড্রাস্ট্রির সেবায় নিয়োজিত।

বৃটেনের বিসিএর রিজিওনগুলো- অদক্ষ স্টাফদের প্রশিক্ষণ সহ চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করছে।

সেক্রেটারী জেনারেল মিঠু চৌধুরী বলেন, বিসিএ এসেক্স রিজিওনের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, সময়ের সাথে স্মার্ট পরিকল্পনা, অভিজ্ঞ ও নতুনদের সমন্বয়ে তাদের সাংগঠনিক কাজগুলো লোকাল কমিউনিটিতে একটি আস্থার জায়গা তৈরী করেছে।যা কারি শিল্পের জন্য অত্যন্ত সুখবর।

সাবেক সভাপতি এম এ মুনীম ওবিই বলেন- বৃটেনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের এই সময়ে কারি ইন্ড্রাস্ট্রিও সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। আমাদের নায্য দাবী বাস্তবায়নে সকলের ঐক্যবদ্ধ লবিং জরুরি।

সাবেক সভাপতি কামাল ইয়াকুব- পুরনো কমিটির কাজের প্রশংসা ও নবগঠিত কমিটির অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বৃটেনের বাংলাদেশী কারি শিল্পের বৃহত্তম এই সংগঠনের নতুনদের আরও বেশী করে যুক্ত করার নানাবিদ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশী কারি ইন্ড্রাস্ট্রি বৃটেনের জাতীয় প্রবৃত্তিতে ৪.৫ বিলিয়ন পাউন্ড এর অবদান রাখছে। প্রকৃত অর্থে এই সংখ্যাটি আরও বেশী হওয়ার কথা। কারণ দিন দিন কারি শিল্পের ব্যবসায়িক পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। বিসিএ এই বিষয়ে একটু মনোযোগী হলে- জাতীয়ভাবে এই শিল্পের অবদান আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাবে বলে মনে করি।

এছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার আব্দুস ছুফান, সহ সভাপতি নেজাম উদ্দিন নজরুল, আলতাফ হোসেন ও শেখ এম এ খালিক, বিসিএ মেম্বারশীপ সেক্রেটারী ইয়ামীম দিদার, ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল নাসির উদ্দিন। কেন্ট রিজিওনের সাবেক সভাপতি এম কে জামাল জুয়েল, ক্যামব্রিজ রিজওনের সাধারণ সম্পাদক খালেদ আহমেদ, লন্ডন রিজওন-২ এর সভাপতি ফায়জুল হক, এসেক্স রিজওনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী আব্দুস শহীদ, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী আব্দুল কুদ্দুস, জয়েন্ট সেক্রেটারী জাকারিয়া চৌধুরী হাসান।

রাতের প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিসিএ এসেক্স রিজওনের নব নির্বাচিত কমিটি হলো-

সভাপতি: জামাল উদ্দিন মকদ্দস

সহ-সভাপতি: মো. নাজম উদ্দিন (নজরুল) ও আলতাফ হোসেন

সাধারণ সম্পাদক : আবজল হোসেন

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: জাকারিয়া চৌধুরী হাসান

কোষাধ্যক্ষ: আব্দুস ছুফান

যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ: নুরুজ্জামান

সাংগঠনিক সম্পাদক: আব্দুস সাহিদ

মেম্বারশীপ সম্পাদক: রওশন আহমেদ

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : আব্দুল কুদ্দুস

**নির্বাহি সদস্য:**

ফরহাদ হোসেন টিপু, শেখ এম এ খালিক, আব্দুল হক, শামসু মিয়া (লইলুস), বদরুল উদ্দিন (রাজু), মুহাম্মদ মানিক উল্লাহ (বাবুল), সালেহ আহমেদ,মোহাম্মদ আশিক, আহমেদ হুসাইন বকুল, খায়রুল উদ্দিন (পাপ্পু), শারফুল মোহাম্মদ শামসুদ্দিন (সুমন)

# লন্ডনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

খুলনা বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম- যুক্তরাজ্য,বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নের রূপকার জন নন্দিত নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রয়াত তরিকুল ইসলামের ৬ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেছে।

গত ১১ই নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে, খুলনা বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম - যুক্তরাজ্য এর উদ্যোগে এই আলোচনা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

শেখ নাসির ও মো:আমিনুল হাসান এর যৌথ সঞ্চালনায় এবং সাবেক ছাত্র নেতা পারভেজ মল্লিকের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্য বি এন পি-র সংগ্রামী সভাপতি এম এ মালেক এবং সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, আবুল কালাম আজাদ, তারেক বীন আজিজ, নজরুল ইসলাম, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আব্দুর রহিম উদ্দিন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, মারুফ গিয়াস বাপ্পী, শামীম ইকবাল খান, এ বি এম মাসুদুল আলম, নাহিদ রানা, আল আমীন রিজভী, এনাম আজগর, মোস্তাক মোহাম্মদ শাওন, বাবর চৌধুরী, আফছার উদ্দীন, শামীম, তৈমুজ আলী, শাহীদুল ইসলাম, গোলাম জাকারিয়া, সাইদুর রহমান, অহেদুর জামানসহ আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, হাফেজ মাওলানা বাইজিদ হোসাইন। নেতৃবৃন্দ তাদের আলোচনায় মরহুম তরিকুল ইসলামের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিগ উল্লেখ করেন।

তারা বলেন, ১৯৬৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি সরকারি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ এর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৯৬৮ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করে ৯ মাস কারাভোগ করেছিলেন।

তিনি ১৯৭০ সালে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেছিলেন।

১৯৭১ তিনি সক্রিয় ভাবে মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন মুক্তি যোদ্ধা ছিলেন।

তিনি ১৯৭৩ সালে যশোর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।এবং ১৯৭৮ সালে উক্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

তিনি বি এন পি-র যশোর জিলা শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৭৮ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে হাত দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেছিলেন।

তিনি বি এন পি-র প্রথম আহবায়ক কমিটির ৭৬ সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

১৯৭৮ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও তিনি বি এন পি-র যুগ্মসচিব, ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব, ভাইস চেয়ারম্যান এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন।

তিনি যশোর থেকে ৪ বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ছিলেন এবং বাংলাদেশের ৫টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে ছিলেন।

তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন এবং দৈনিক লোক সমাজ পত্রিকার প্রকাশক।

মরহুম তরিকুল ইসলামের সহধর্মিণী নারর্গিস ইসলাম যশোর সরকারি সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের উপাধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন।বর্তমানে তিনি যশোর জিলার বি এন পি-র আহবায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের ২টি সন্তান, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত এবং সুমিত।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন, মাওলানা ইসমাইল সিরাজী।

# লন্ডনে বরই কান্দি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের মিলন মেলা ও সভা অনুষ্ঠিত

**কামরুল আই রাসেল, লন্ডনঃ** বহুল প্রত্যাশিত ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ সুরমা এলাকার বরই কান্দি আদর্শ গ্রাম এর সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন বরই কান্দি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের এক মিলন মেলা ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার রাতে পুর্ব লন্ডনের একটি হলে এ মিলন মেলা ও সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউকের সভাপতি আকিকুর রহমান আকিকের সভাপতিত্বে এবং সময় টিভি বাংলা ইউকের প্রধান সম্পাদক ইমরান হাসনাত জুমান ও মহসিন নওয়াজের পরিচালনায় অনুষ্টানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাগ্রত নারী উন্নয়ন সংস্থার বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান শাহিন আলম। বক্তব্য রাখেন সাহান চৌধুরী, মোহাম্মদ মুজিব হোসেইন, মহিউদ্দিন আলমগীর, সমশের মিয়া। অন্যান্যদের মাজে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট সফিক আহমেদ, আকতার হোসেন, পুতুল আহমেদ, আজিজুর রহমান মতি, মুমিনুর রশিদ, কুদ্দুস আহমেদ, ফারুক আহমেদ, খালিক আহমেদ, কামাল উদ্দিন, এনাম আহমেদ, মোহাম্মদ শাহজাহান আহমেদ, রুহুল আমিন, বাবর আহমেদ, আতিকুর রহমান লিটন, আমিনুর রহমান, সাফি আহমেদ, তানিম আহমেদ, রুবেল আহমেদ প্রমুখ।

এসময় বিলেতে বরই কান্দি এলাকার অন্য একটি সংগঠনকে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত করে নতুন নাম করণ করা হয় বরই কান্দি ইউনাইটেড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে নামে, আগামিতে যা এই নামেই সকল কার্যক্রম চালিত হবে।

সভায় ২১ সদস্য বিশিষ্ট্য একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। বরই কান্দি ১ নং রোড থেকে আকতার হোসেন, পুতুল আহমেদ, মোহাম্মদ শাহজাহান, মহসিন নেওয়াজ, মোজাহিদ আহমেদ, ইমরান হাসনাত জুমান, রুহুল আমিন, এনাম আহমেদ, বাবর আহমেদ, শাফি আহমেদ।

২ নং রোড থেকে এডভোকেট সফিক আহমেদ, হেলাল আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম, তানিম আহমেদ। ৪ নং রোড থেকে রুবেল আহমেদ, ১০ নং রোড থেকে আজিজুর রহমান মতি, কুদ্দুস আহমেদ, কামাল উদ্দিন, আমিনুর রহমান, মৌলানা মাহবুবুর রহমান, কাজী রুবেল, কাজী লায়েক, কাজী বাবর উদ্দিন, কাজী রুপন।

# ব্রিটেনে ক্বারিয়ানা সনদ পেলেন শতাধিক শিক্ষার্থী

**এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সলঃ** ব্রিটেনে এ বছর ক্বারিয়ানা সনদ পেলেন শতাধিক শিক্ষার্থী। প্রতি বছর সামার হলিডেতে অনুষ্ঠিত হয় দারুল ক্বিরাত ( ইনটেনসিভ তাজবিদ) কোর্স। গত জুলাই - আগস্ট মাসে এবারের সামার হলিডেতে লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, নর্থহ্যাম্পটন, লুটন, পুল, বেডফোর্ড সহ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরের ৫৯টি কেন্দ্রে দারুল কিরাত কোর্স সুষ্টভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রসমূহের সমাপনী অনুষ্ঠানে ছাদিস উত্তীর্ণদের হাতে ক্বারিয়ানা সনদ তুলে দেন কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ।

ব্রিটেনে বসবাসরত হাজারো মুসলিম শিক্ষার্থী এর মাধ্যমে প্রতি বছর শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষার সুযোগ পায়। একজন শিক্ষার্থীকে দারুল ক্বিরাত কোর্স সম্পন্ন করতে হলে ছয়টি ক্লাস সম্পন্ন করতে হয়। এ বছর দারুল ক্বিরাতের সর্বোচ্চ ক্লাস ছাদিস জামাত সম্পন্ন করে ১২৫ জন শিক্ষার্থী ক্বারী এবং কারিয়া হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমান এক সভায় এমন তথ্য জানান। আল্লামা সাহেব কিবলা ফুলতলী (রা.)প্রতিষ্ঠিত দারুল ক্বিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের অধীনে পরিচালিত হয় ব্রিটেনের দারুল ক্বিরাতের শাখাগুলো।

এদিকে গত ২৭ অক্টোবর বার্মিংহাম সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় লতিফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। সোসাইটির সভাপতি মুফতি মাওলানা ইলিয়াস হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাওলানা আশরাফুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নির্বাহী সদস্য মাওলানা বিলালুর রহমান। দারুল ক্বিরাতের এবারের কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন অর্থ- সম্পাদক ক্বারী মুহাম্মদ বদরুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ- সভাপতি হাফিজ মাওলানা হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম -সম্পাদক ও সিরাজাম মুনিরার পরিচালক হাফিজ মাওলানা সাব্বির আহমদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এম এ ফাত্তাহ চৌধুরী ফয়সল, নির্বাহী সদস্য মাওলানা এনামুল হক, মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন, মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী এবং মাওলানা আবিদ উদ্দিন। আগামী বছর দারুল ক্বিরাত যাতে আরও সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এজন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা শেষে মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় মুনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও খতিব সাইয়্যিদ শেখ ফাদি জুবা ইবনে আলী সিরিয়া। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিরাজাম মুনিরার পরিচালক আলহাজ্ব মাওলানা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, পরিচালক শাইখ মাওলানা আবুল হাসান ও ইমাম কারী আহমদ আলী প্রমুখ।

# লন্ডনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউকের (ডোয়াইউকে) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্যা ইউ কের বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ৩রা নভেম্বর রবিবার বেলা সাড়ে বারোটায় ইস্ট লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আ ফ মেসবাহ উদ্দিন ইকো। প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এরিনা সিদ্দিকী এবং মোহাম্মদ কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন মীর বেলাল শরীফ ও গীতা পাঠ করেন হারাধন ভৌমিক।

বার্ষিক সাধারন সভার শুরুতেই সভাপতি প্রশান্ত পুরকায়স্থ বিইএম উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান।

সাধারণ সম্পাদক মেসবাহ উদ্দিন ইকো ২০২৩-২৪ কর্ম-বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড সম্বলিত প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ জাফর হিসাব বিবরণী পেশ করেন। দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান গত দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভায় এসব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে, সভায় ডোয়াইউকের সংবিধান সংশোধন করে আজীবন সদস্যভূক্তির জন্য নিয়মাবলী সংযোজন করা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে বিগত বছরের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা ও এসবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ষোলজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয় এবং উপস্থিত এগারোজনকে উত্তরীয় পরিধান করানোর মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। স্বীকৃতিপ্রাপ্তগন হচ্ছেনঃ মোহাম্মদ আবুল হাসেম, মোহাম্মদ হাবীব রহমান, শাহগীর বখত ফারুক, রাজিয়া বেগম, দেওয়ান গৌস সুলতান, মোহাম্মদ আব্দুর রাকীব, আবু মুসা হাসান, ইসমাইল হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, মাহফুজা রহমান, নাজির উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আবুল কালাম, সৈয়দ সামাদুল হক, সহুল আহমেদ মকু।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হাবিব রহমান, শাহরিয়ার বখত ফারুক, দেওয়ান গৌস সুলতান, মাহফুজা রহমান, ইসমাইল হোসেন, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সাজেদুর রহমান ফারুক, মতিন চৌধুরী ও আসাব বেগ।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে সন্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

# লন্ডনে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকের সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ নভেম্বর সোমবার মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে (এইচ আর পি বি) এর উদ্যোগে সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্নাঙ্গ আন্তজার্তিক বিমান বন্দরে রুপান্তরিত করে অন্যান্য এয়ার লাইন্স অবতরণের সুযোগদানের দাবীতে "কনসাল্টেশন উইথ ইউকে কমিউনিটি লিডার্স" শীর্ষক এক বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। ইস্ট লন্ডনের দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি সাংবাদিক রহমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে উক্ত বিমান বন্দরকে পূর্নাঙ্গ আন্তজার্তিক করণের ব্যাপারে তাদের জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সংগঠনের সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক সলিসিটার ইয়াওর উদ্দিন ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন। সভায় নেতৃবৃন্দ এ বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে অবিলম্বে বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলি অবতরণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। সাথে সাথে সাথে ভাড়া বৈষম্য দূর করে সমতা ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান।

বক্তারা উল্লেখ করেন, সিলেট এমএজি ওসমানী বিমানবন্দর নামে আন্তর্জাতিক হলেও সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলতে যা বুঝায় সামগ্রিক বিবেচনায় তা মনে হয় না। যদি সত্যিকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হত

তা হলে এখানে বহুজাতিক এয়ারলাইন্সগুলোর ফ্লাইটসমূহ সিলেট থেকে সরাসরি আসা যাওয়া করতো বা সেখানে অবতরণ করার সুযোগ থাকতো। শুধুমাত্র বিমানের কয়েকটি ফ্লাইট যুক্তরাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া আসা ছাড়া এখানে আর কোনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সুযোগ নেই।

বক্তারা আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ২০২২ সালের ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর সময় প্রমাণ হয় যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চাইলে বিদেশি যেকোনো এয়ারলাইন্স নামতে ও উঠতে পারে। কেননা সে সময় ঢাকা থেকে ডাইভার্টেড হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ৮টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিলেটে ওঠা-নামা করেছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক যেকোনো ফ্লাইট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে এ বিমানবন্দর সত্যিকার অর্থে ও পূর্ণাঙ্গভাবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে উঠছে না। এর ফলে বহির্বিশ্বে থাকা সিলেটের যাত্রীরা অযথা বৈষম্য ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। যার ফলে বৃটেন থেকে যাত্রীদের বাধ্য হয়ে চড়া দামে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বিমানের টিকিট কিনে সিলেট যেতে হচ্ছে। কাতার বা তার্কিশ এয়ারলাইন্সে যেখানে ৫০০ বা ৬০০ পাউন্ডে লন্ডন থেকে ঢাকা যাতায়াত করা যায় সেখানে বিমানে লন্ডন থেকে সিলেটে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে যেতে গুনতে হয় ১০০০ পাউন্ড থেকে ১৪০০ পাউন্ড পর্যন্ত। অর্থাৎ দ্বিগুণ বা দ্বিগুণের কাছাকাছি। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে- ইংল্যান্ড থেকে বিমান প্রথমে সিলেটে যায়। এরপর যায় ঢাকা। এখানেও ঢাকা থেকে সিলেটের ভাড়া ২০০ থেকে ৩০০ পাউন্ড রহস্যজনক কারণে নেয়া হয়।

সভায় উপস্থিত বক্তাদের অভিমত তাদের মধ্যে রয়েছেন, এইচ আর পি বি এর সহ-সভাপতি শাহ মুনিম, সহ সভাপতি সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, ট্রেজারার মিসবাহ কামাল, ওসমানী ফাউন্ডেশন ইউকের চেয়ারম্যান কবির উদ্দিন, সিলেট গনদাবী পরিষদের সভাপতি শফিকুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান এমবিই, কাউন্সিলর ওসমান গণী, সাবেক মেয়র পারভেজ আহমদ, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, সাবেক কাউন্সিলার আয়েশা চৌধুরী, সাবেক মেয়র ফারুক চৌধুরী, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান, এয়ার লিংক ট্রাভেলস এর সিইও সামি সানাউল্লাহ, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদ ইউকে এর জেনারেল সেকেটারী একাউন্টেন্ট সৈয়দ আহবাব হোসেন, আব্দুল আজিজ, আব্দুল হান্নান, আব্দুল বারী, আক্তার হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, টিপু হোসেন, বালাগঞ্জ ওসমানী নগর এডুকেশন ট্রাস্টের এজাজ হোসেন দিলু , মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল হক, দিলু চৌধুরী, মনজুর চৌধুরী, আবু সুফিয়ান চৌধুরী, আনোয়ার খান, মোহাম্মদ আলী প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক সলিসিটার ইয়াওর উদ্দিন ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন। সভায় নেতৃবৃন্দ এ বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে অবিলম্বে বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলি অবতরণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। সাথে সাথে সাথে ভাড়া বৈষম্য দূর করে সমতা ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান।

বক্তারা উল্লেখ করেন, সিলেট এমএজি ওসমানী বিমানবন্দর নামে আন্তর্জাতিক হলেও সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলতে যা বুঝায় সামগ্রিক বিবেচনায় তা মনে হয় না। যদি সত্যিকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হত তা হলে এখানে বহুজাতিক এয়ারলাইন্সগুলোর ফ্লাইটসমূহ সিলেট থেকে সরাসরি আসা যাওয়া করতো বা সেখানে অবতরণ করার সুযোগ থাকতো। শুধুমাত্র বিমানের কয়েকটি ফ্লাইট যুক্তরাজ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া আসা ছাড়া এখানে আর কোনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের সুযোগ নেই।

বক্তারা আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ২০২২ সালের ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর সময় প্রমাণ হয় যে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চাইলে বিদেশি যেকোনো এয়ারলাইন্স নামতে ও উঠতে পারে। কেননা সে সময় ঢাকা থেকে ডাইভার্টেড হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ৮টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিলেটে ওঠা-নামা করেছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক যেকোনো ফ্লাইট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সক্ষম। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে এ বিমানবন্দর সত্যিকার অর্থে ও পূর্ণাঙ্গভাবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হয়ে উঠছে না। এর ফলে বহির্বিশ্বে থাকা সিলেটের যাত্রীরা অযথা বৈষম্য ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। যার ফলে বৃটেন থেকে যাত্রীদের বাধ্য হয়ে চড়া দামে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বিমানের টিকিট কিনে সিলেট যেতে হচ্ছে। কাতার বা তার্কিশ এয়ারলাইন্সে যেখানে ৫০০ বা ৬০০ পাউন্ডে লন্ডন থেকে ঢাকা যাতায়াত করা যায় সেখানে বিমানে লন্ডন থেকে সিলেটে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে যেতে গুনতে হয় ১০০০ পাউন্ড থেকে ১৪০০ পাউন্ড পর্যন্ত। অর্থাৎ দ্বিগুণ বা দ্বিগুণের কাছাকাছি। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে- ইংল্যান্ড থেকে বিমান প্রথমে সিলেটে যায়। এরপর যায় ঢাকা। এখানেও ঢাকা থেকে সিলেটের ভাড়া ২০০ থেকে ৩০০ পাউন্ড রহস্যজনক কারণে নেয়া হয়।

সভায় উপস্থিত বক্তাদের অভিমত পূর্ণাঙ্গ ও সত্যিকার অর্থে ওসমানী বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক হলে এখানে ব্যবসা-বানিজ্য,পর্যটনের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে। তা ছাড়া হোটেল ব্যবসা ও চাকুরির ক্ষেত্রেও আরও বেশী সুযোগ সৃস্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উক্ত সভায় আলোচিত অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ওসমানীকে যথাযথ মূল্যায়ন করা, প্রবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনাল গঠন, দেশের অন্তর্বর্তী সরকারে ৫ ভাগ ও জাতীয় সংসদে ১০ভাগ প্রবাসী প্রতিনিধি সংরক্ষন রাখা প্রভৃতি।

উল্লেখ্য এ সভায় উত্থাপিত দাবিগুলি বাংলাদেশের বর্তমান অন্তরবর্তী সরকারের সংশ্লিস্ট বিভাগে পাঠানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

উক্ত সভায় সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি এলাইছ মিয়া মতিন ও নছির মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং এইচ আর পি বি এর কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মনজিল মোরসেদের অসুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

## লুটনে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ স্মরণে "সবার প্রিয় রাণী যে তুমি" প্রথম বাংলা গান নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান

**লন্ডন থেকে মতিয়ার চৌধুরীঃ** গেল ৮ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে লুটন টাউন হলের কাউন্সিল চেম্বারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে "সবার প্রিয় রাণী যে তুমি" প্রকাশিত প্রথম বাংলা গান নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ইউনাইটেড নেশন লুটন শাখা ও পূর্বাচল-দ্য ইস্টার্ন স্কাই সাংস্কৃতিক সংস্থা। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন রাজকীয় সম্মানে ভূষিত ড. নাজিয়া খানম ওবিই ডিএল, রাণীকে নিয়ে এই ঐতিহাসিক গানের রচয়িতা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল হক ও এই গানের শিল্পি উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুরকার ও সংগীত শিল্পী সৌম্যেন অধিকারী। শুক্রবার এই অনুষ্টান ঘিরে লুটন টাউন হলে বসেছিল যেন চাঁদের হাট। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনবদ্যে এই গানটি রাজ প্রতিনিধি জানান। রাজ প্রতিনিধি সুজান লোসাডা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গীতিকার ও সুরকারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এই গান তিনি সম্মানীয় রাজার কাছে সযত্নে পৌঁছে দেবেন। এই গানে ব্রিটেন-বাংলাদেশ-ভারতের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কথা লুটন মেয়রের বক্তব্যে উঠে আসে। গানের মধ্য দিয়ে রাণীর বর্ণময় জীবনকথা প্রকাশের দিকটি হাই শেরিফের বক্তব্যেও উঠে আসে। গীতিকার ড. আনোয়ার গানটি রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং এ গান লিখে নিজেকে ধন্য মনে করেন। সুরকার সৌম্যেন অধিকারী বলেন এই গানের কথার অভিনবত্ব তাকে সুর করতে অনুপ্রাণিত করে। এমন একটি সৃষ্টির সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পেরে তিনি কৃতার্থ বোধ করেন। কলকাতার প্রখ্যাত বিঠোফেন রেকর্ডস কোম্পানি এই গানটির প্রকাশক। গানের সাব

লর্ড লেফটেন্যান্ট অফ বেডফোর্ডশায়ার সুজান লোসাডার মাধ্যমে ব্রিটেনের রাজা চার্লসের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ ছাড়াও অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন লুটনের মেয়র কাউন্সিলর তাহমিনা সালীম, হাই শেরিফ অফ বেডফোর্ডশায়ার বাভ শাহ্ ও ইউনাইটেড নেশন লুটন শাখার সম্পাদক ডেভিড চীজম্যান। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ইউনাইটেড নেশন লুটন শাখা এবং পূর্বাচল-দ্য ইস্টার্ন স্কাই এর চেয়ারপারসন ড. নাজিয়া খানমের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে। তিনি বলেন এই গানে রাণীর পৃথিবীময় শান্তির বাণী প্রচারের কথা বলা হয়েছে।

গানটির ভিডিও দেখার পর উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের অনুভূতির কথা টাইটেলে ড. নাজিয়া খানমের করা ইংরেজী অনুবাদ গানটিকে পৃথিবী জুড়ে রাণীর অনুরাগী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত করবে। এরপর রাজ প্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনদের হাতে গানের ডিভিডি তুলে দেন গীতিকার ড. আনোয়ার ও শিল্পি সৌম্যেন অধিকারী। সমাপনী বক্তব্যে ডেভিড চীজম্যান ইংল্যান্ড-ভারত-বাংলাদেশ এর সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর কথা তুলে ধরেন। এই অনুষ্টানে সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন উপস্থিত গুণীজন। সিলভার রুমে সান্ধ্য জলযোগে রাজ প্রতিনিধি সুজান লোসাডা নিজের হাতে কেক কেটেউপস্থিত সকলের মনে রাণীর মমত্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

# লন্ডনে ড. ইউনুস ও উপদেষ্টাদের পদত্যাগের দাবিতে যুবলীগের সমাবেশ

যুক্তরাজ্যের লন্ডনে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে যুবলীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ও রাষ্ট্রদ্রোহী, মানবাধিকার হরনকারী, গণহত্যাকারী বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস ও তাঁর পরিষদের উপদেষ্টাদের পদত্যাগ ও বিচারের দাবিতে গত ১১ ই নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় লন্ডনের কমিউনিটি সেন্টারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান ও যুগ্ম সম্পাদক জামাল খানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ, প্রধান বক্তা ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুজ্জান চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজেদুর রহমান ফারুক, সহ-সভাপতি জালাল উদ্দিন, সহ সভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক নইমুদ্দিন রিয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক কবি মাসুক ইবনে আনিস, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ তারিফ আহমদ, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আনসারুল হক, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ভিপি খসরুজ্জামান খসরু, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক ফয়জুর রহমান, ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সহ-সভাপতি আফজল হোসেন, মোহাম্মদ ফিরোজ, নজরুল ইসলাম, মাহবুব আহমদ, আখতার আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন লিটন, ফজলুর রহমান ফয়েজ, জুবায়ের আহমদ, মতবির আলী চুন্নু, হাফিজুর রহমান সেলিম, সৈয়দ শফিউল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ আলী, প্রচার সম্পাদক মো. আয়াছ, যুবলীগ নেতা দোলন আহমদ, দুলাল আহমদ, আহমদ চৌধুরী নাজিম, আওয়ামী লীগ নেতা রাজ্জাক মোল্লা, রফিক উল্লা, লন্ডন যুবলীগের সভাপতি তারেক আহমদ, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন সুমন, ছাত্রলীগের সভাপতি তামিম আহমদ, সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন জয় ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ সহ প্রমুখ।

সভার শুরুতে জনপ্রিয় শিল্পী গৌরি চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা পর শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে সমাবেশস্থল।

এছাড়াও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের বিভিন্ন শাখার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি যাকে ধরেন ছাড়েন না। তাঁকে দূরে দিয়ে যারা অন্তর্বর্তী সরকার নামে সরকার গঠন করেছে তাদের বিচার হবে। সুদখোর ইউনুস ও তার সহযোগীদের দ্রুত পদত্যাগ করতে হবে। এদের বিচার বাংলার মাটিতে হবে।

যুক্তরাজ্য যুবলীগের সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে এবং শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে দেশের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই অগ্রসর ভূমিকা পালন করবে যুক্তরাজ্য যুবলীগ। অতীতের ন্যায় যুক্তরাজ্য যুবলীগ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার ভ্যান গার্ড হিসেবে কাজ করবে।'

ড. ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারকে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে বক্তারা আরও বলেন, 'ড. ইউনুস একজন রক্তচোষা সুদখোর। এই সুদখোর, রাষ্ট্রদ্রোহী, মানবাধিকার হরণকারী ও গণহত্যাকারীর বিচার বাংলার মাটিতে হবে। ড. ইউনুসসহ তার অবৈধ উপদেষ্টারা যাতে দেশ থেকে পালাতে না পারে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। এরা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর পাহারা দিতে হবে। এদের বিচার বাংলার মাটিতে হবেই হবে।'

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দলীয় নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

# আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্রনেতাদের সভা

**আশরাফুল ওয়াহিদ দুলালঃ** বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রক্ষিতে ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচিনতম ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের প্রতিবাদে এবং বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকারের হত্যা ও মিথ্যা মামলা এবং সংখ্যালঘু সম্পদায়ের উপর ধারাবাহিক নির্যাতনের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহরে বসবাসরত সিলেট জেলা ও মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের মধ্যে এক প্রতিবাদ ও ভবিষ্যতে কর্মকান্ড নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝুনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাব্বির আহমেদ সাব্বির এর পরিচালনায় সভায় প্রথমেই বাংলাদেশে দুর্বৃত্তদের হামলায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন ও ১৯৫২ থেকে অদ্যবতি স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ছাত্রলীগের নির্যাতিত সাবেক ও বর্তমান নেতা কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় এবং দেশ বিরুধী চক্রান্ত প্রতিহত করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহন সহ প্রবাস থেকে জননেত্রীর শেখ হাসিনার পক্ষে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গনসংযোগ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।এছাড়াও বাংলাদেশের বঙ্গভবনে জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানোকে সংবিধান লংঘন উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানানো হয়। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন ইমরান রশিদ, আশরাফুল ওয়াহিদ দুলাল, মিসবাউজ্জামান, মো:রুমেল মিয়া, হুমায়ুন রশিদ লিমন, ছাদিকুর রহমান, আব্দুল হামিদ, আফজাল আদনান, কাওসার রশিদ, সারোয়ার আহমদ সাফি, মো: রুমানুল হক রুমান, মো:ফাহাদ মিয়া, আকমল রনি, হোসাইন আহমদ, মো: ওয়াহিদুর রহমান ফরহাদ, মোস্তফা কাওছার আল আজহার প্রমুখ।

# ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত ও অন্যান্য বিদেশী ফ্লাইট চালুর দাবীতে নিউক্যাসলে সভা অনুষ্ঠিত

গত ১১ই নভেম্বর সোমবার রাত ১০টায় ক্যাম্পেইন কমিটি ইউকে ফর ফুল্লি ফান্কশনেল ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোরটের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল শহরের গোসফোরথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী শাহ ইমলাক আলীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক শাহান চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন - সংগঠণের আহ্বায়ক কে এম আবুতাহের চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক জামান আহমদ সিদ্দিকী, নিউক্যাসল বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ নাদির আজিজ দরাজ, কাউন্সিলার খালেদ মোশাররফ মামুন ও কমিউনিটি নেতা এনাম চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন - বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ৫০লাখ সিলেটবাসীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন করা হচ্ছে । বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সিলেটবাসীর অবদান অপরিসীম। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ও বাংলাদেশের যে কোন দূর্যোগময় মুহূর্তে সিলেটীদের ভূমিকা ইতিহাসের অন্তর্গত।

২২ বছর আগে ওসমানী বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক হলেও কাজে ও মানের দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক নয়। চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমান বন্দরে বিভিন্ন দেশের ফ্লাইট উঠানামা করলেও ওসমানী বিমান বন্দরে বিমান ছাড়া কোন এয়ারলাইনের ফ্লাইট চালু করা হয়নি। লণ্ডন -সিলেট রুটে বিমান অত্যধিক ভাড়া আদায় করছে। আবার বিমানের সিলেটে গেলে অত্যধিক ভাড়া আর ঢাকায় গেলে কম ভাড়া। সেখানেও বৈষম্য করা হচ্ছে।

বক্তারা -ম্যানচেষ্টার থেকে সিলেটগামী একজন রোগী যাত্রীকে দড়ি দিয়ে হাত বেঁধে পুলিশে হস্তান্তর করার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। বক্তারা, অনতিবিলম্বে ওসমানী বিমান বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিনত ও অন্যান্য বিদেশী ফ্লাইট চালু করার জোর দাবী জানান। প্রবাসী সিলেটী কমিউনিটির এ দাবী মানা না হলে তারা বিমান বয়কট কর্মসূচী ঘোষণা করবেন বলে হুশিয়ারী উচ্চারন করেন।

# সরকারের সহায়তা প্যাকেজে একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল

সরকারের বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন রিপোর্ট সম্পর্কে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "আমাদের উন্নয়নের ধারাবাহিক যাত্রায় সরকারের সঙ্গে কাজ করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সরকারের সঙ্গে একটি সহায়তা প্যাকেজে একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই, যেখানে কাউন্সিল তার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।"

কাউন্সিলের পক্ষে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা এলজিএ (লকাল গভর্নমেন্ট এসোসিয়েশন) থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক সমকক্ষ পর্যালোচনা (পিয়ার রিভিউ) এবং ইনভেস্টরস ইন পিপল পরিদর্শনের উন্নত সিলভার রেটিংকে আরও এগিয়ে নিতে মন্ত্রী পর্যায়ের দূতের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

"কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমাদের অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রতিবেদনে (বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন রিপোর্ট) যে বিষয়গুলির জন্য কাউন্সিলের প্রশংসা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা; আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন; বেশিরভাগ সার্ভিসে সন্তোষজনক এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্নত কর্মদক্ষতা প্রদর্শন এবং যেখানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে সেখানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, ট্রান্সফর্মেশন এডভাইজরি বোর্ডের মাধ্যমে বাইরের চ্যালেঞ্জ ও সহায়তা ব্যবস্থা স্থাপন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা।

"আমরা একাধিক উদ্ভাবনী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি, যার মধ্যে রয়েছেঃ দেশব্যাপী একমাত্র কাউন্সিল হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বজনীন বিনামূল্যে স্কুল খাবার প্রদান করা; মহিলাদের ও মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান প্রদান; এবং আমরা লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নতুন আবাসন সরবরাহ করার পথে রয়েছি। আমাদের এই কমিউনিটি-কেন্দ্রিক কাজের ইতিবাচক ফলাফল আমাদের বার্ষিক সমীক্ষায় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

"আমরা আমাদের ৫,০০০ শক্তিশালী কর্মীবাহিনী, এবং আমাদের স্থায়ী কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট টিমের জন্য গর্বিত, যারা সকলেই প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। আমরা সিনিয়র অফিসার লেভেলে (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে) আমাদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পেরে আনন্দিত, জাতিগত সংখ্যালঘু পটভূমির আটজন এখন ডিরেক্টর পর্যায়ে বা তার উপরে কাজ করছেন। আমরা অন্যান্য কাউন্সিল থেকে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে এসেছি। কেবল দুই জন স্থায়ী সিনিয়র কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, যারা আগে টাওয়ার হ্যামলেটসে কাজ করেছিলেন, যা এই সেক্টরের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"এই প্রতিবেদনে সংস্কৃতি (পলিটিক্যাল কালচার) সম্পর্কিত মন্তব্যে কাউন্সিলের মধ্যে সকল দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ের উল্লেখ রয়েছে। এর সমাধান করার দায়িত্ব সব দলের কাউন্সিলরদের।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "কাউন্সিল হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, বাহ্যিক পর্যালোচনা আমাদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আমরা আগের সরকারের দেওয়া বেস্ট ভ্যালু পরিদর্শনের যৌক্তিকতার সাথে একমত হতে পারিনি। বেস্ট ভ্যালু ইন্সপেকশনের পরে যখন আমাদের জানানো হয় যে এটি বারায় উগ্রপন্থা অনুসন্ধানের একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা ছিলো হতাশাজনক। এটি প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ছিল না। ২০২৪ সালের মে মাসে হোম অফিস প্রিভেন্ট ডিউটি অ্যাসুরেন্স রিপোর্টের প্রতিটি বিভাগে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি অর্জন করেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে পরিদর্শকরা তাদের রিপোর্টে কোনও উগ্রপন্থার সংযোগের উল্লেখ করেননি।

"তবে, আমরা স্বীকার করি যে এটা ছিল গত সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা স্থানীয় সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করি। আমরা আগ্রহের সাথে নতুন সরকার এবং তার দূতের সাথে সমান অংশীদারিত্বে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। পাশাপাশি আমরা আমাদের বাসিন্দা ও ব্যবসার উন্নয়নে অবিরাম কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল এবং ঘনবসতিপূর্ণ স্থান এবং লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ বয়সী জনগোষ্টির বাস এখানে। দেশের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক উৎপাদ অঞ্চল টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর একটি এবং দেশের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে।


# বাসার জাগা বিক্রি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন আম্বর খানা মৌজার জালালাবাদ আবাসিক এলাকায় বাউন্ডারী দেয়াল করা টিনশেড ঘর সহ ৭.৫০ (সাড়ে সাত) শতক জমি বিক্রি হবে।

- প্লটের দুই দিকে পৃথক দুটি রাস্তা আছে।
- দুই প্লট করে পৃথক দুটি বাড়ি নির্মাণ করা যাবে।
- আপটুডেট রেকর্ড ও হালনাগাদ খাজনা আদায় করা
- নির্ভেজাল মনোরম পরিবেশ

এখনই ঘর নির্মাণে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করতে পারেন
মৌলানা এম আবদুল মালিক চৌধুরী,
07904278050

# লন্ডনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

লন্ডনে ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। ৭ই নভেম্বর বৃহস্পতি বার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি স্থানীয় হলে যুক্তরাজ্য বিএপি'র আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিকের সভাপতিত্বে ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পারভেজ মল্লিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে ও সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও

সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার ড. খন্দকার মারুফ মোশারফ, যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা সায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস, সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সহ সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, তাজুল ইসলাম, আবেদ রাজা, এম এ মুকিত, জগন্নাথপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু হুরায়রা সাদ মাস্টার, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জান খসরু, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক সালেহ আহমেদ জিলান, এডভোকেট খলিলুর রহমান, মহিলা দলের আহবায়ক ফেরদৌস রহমান, যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক বাবর চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সম্পাদক আজিম উদ্দিন।

আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের পুরো প্রেক্ষাপট এবং শহীদ জিয়ার সাহসী ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে সিভিল ও মিলিটারি উভয় সেক্টরে যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল তখনো ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শহীদ জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সিপাহী ও জনতার সম্মিলিত বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা মুক্ত হোন এবং পরবর্তীতে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশের নেতৃত্ব দেন। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন ও ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

বক্তারা বলেন, ১৯৯০ সালে দেশের সংকটকালে স্বৈরাচার এরশাদের পতনে ঘটাতে এগিয়ে আসেন বিএনপি চেয়ারপার্সন মাদার অফ ডেমোক্রেসি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি দেশকে নিয়ে গিয়ে ছিলেন উন্নয়নের শিখরে। দেশের উন্নয়নের অগ্রজাত্রাকে স্তব্দ করে দিতে দেশি বিদেশী কুচক্রীমহনের সহায়তায়. মইন-ফখর এক এগারো সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে তাবেদারদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই তাবেদার বাহিনী দেশের মানুষের সকল অধিকারকে পদদুলিত করে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশে সৃষ্টি করেছিল এক বিভীষিকাময় পরিস্তিতি। দেশের সর্বত্রই ছিল গুম-খুন, হত্যা-লুণ্ঠত আর রাহাজানি। আয়না ঘর সৃষ্টি করে বিরোধী দলের নেতাকর্মীসহ সমাজের ভিন্নমতের মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। কিন্তু ছাত্র-জনতার গণবিপ্লবে ফ্যাসিবাদের সাম্রাজ ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে, পালিয়ে গেছে ফাসিস্ট মাফিয়া হাসিনা। বর্তমানে দেশ ও জাতির জন্য আরেকটি ক্রান্তিকাল চলছে। দেশ ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে কিন্তু ফ্যাসিবাদের দোসরা আজও সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

বক্তারা বিএনপির প্রস্তাবিত ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের আলোকে সাম্য ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সারা বিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বক্তারা অভিলম্বে বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান সহ সকল নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা দ্রুত প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান।

সভার শেষে বক্তারা বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নিহত সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন।

অনুস্টানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত সাবেক সহ সভাপতি আক্তার হোসেন, উপদেষ্টা ব্যারিস্টার তারেক বিন আজিজ, ঢাকা বিশবিদালয়ের সাবেক সিনিট সদস্য নসরুল্লাহ খান জুনায়েদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মিসবাহুজ্জামান সোহেল, আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মামুন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন ইউরোপের কো-অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত বাদশা, বাবুল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুস সামাদ, শাহিন মিয়া, টিপু আহমেদ, সেলিম আহমেদ(সহদপ্তর সম্পাদক), সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ সালেহ গজনবী, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহীন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, ইস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল্লাহ খান, নিউহাম বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাউথাম্পটন বিএনপির সাবেক সভাপতি মনসুরুর রহমান শাহী, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজি এম এ সেলিম, সাধারণ সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, কেন্ট বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল ইসলাম রুলু, কেমডেন এন্ড ওয়েস্ট মিনিস্টার বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ কবির, জাসাসের সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজবির চৌধুরী শিমুল, প্রচার সম্পাদক ডালিয়া লাকুড়িয়া, স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ জে লিমন আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আখতার মাহমুদ, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক সাদিক হাওলাদার, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার শামসুজ্জোহা, ধর্ম বিষয়ক সাম্পাদক আব্দুস শহিদ, প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ গাজী, মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তৌকির শাহ, সহশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শিবলি শহিদ খোশনবিশ, সহসাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক কদর উদ্দিন সহ প্রচার সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সহ প্রবাসি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আরিফ আহমেদ, সাবেক সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আহবাব হোসেন খান বাপ্পি, সাবেক সহ ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ সরফরাজ আহমেদ সরফু, কার্যনির্বাহী সদস্য শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, সাবেক সদস্য আরিফ মাহফুজ, লন্ডন মহানগর বিএনপিরনেতা আব্দুস সালাম আজাদ. আলহাজ্ব মাস্টার আমির উদ্দিন. এম এ তাহের, রোমান আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব হাসান সাকিব, তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, মোঃ শাহনেওয়াজ জুয়েল, সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, রুমেল আহমেদ, সৈয়দ আতাউর রহমান, আসমা জামান, শামসুল ইসলাম, হাবিবুল গফফার মুক্তা, আশিক বক্স, আমির হোসেন, শেরওয়ান আলী. করিম মিয়া, ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, মোঃ আকছার আহমদ, হালিমুল ইসলাম হালিম, মোঃ রফিক আহমদ, মো পারভেজ মিয়া সুজা, আলী আহমদ লিটন মোড়ল, কবির আহমদ, কামরুল ইসলাম ভূঁইয়া, নিজাম উদ্দিন, মোঃ জাবেদুর রহমান, হারুন আহমদ. জাহেদুল হক, মোহাম্মদ রুবেল, শফিউল আলম সোহেল, মমিনুল ইসলাম মন্ডল, বাবুল হোসেন ভূঁইয়া, নাছির আহমদ, যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল হক রাজ, সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাছিত, বাকি বিল্লাহ জালাল, আক্তার হোসেন শাহিন, শাজাহান আলম, সানুর মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক নুরল আলী রিপন, এমাদুর রহমান চৌধুরী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তাফা, সাব্বির হোসেন সুমন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আতাউর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, সাংগঠনিক সম্পাদক আকমল হোসেন, শেখ সাদেক, আলিফ মিয়া, নুরুল আফসার লিমন প্রমুখ।

# সাউথ আফ্রিকা জমিয়তে উলামার জেনারেল সেক্রেটারী মুফতি ইব্রাহীম বাম এর সাথে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত ও মতবিনিময়

সাউথ আফ্রিকা জমিয়তে উলামার জেনারেল সেক্রেটারী মুফতি ইব্রাহীম বাম, সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে এসেছেন। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনে তাঁর যোগদান করার কথা রয়েছে। লন্ডন সফরকালে মুফতি ইব্রাহীম বাম এর সাথে ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বিশেষ সাক্ষাত ও মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ মতবিনিময় সভা পূর্ব লন্ডনের ক্লযাপটন মদীনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মুফতি ইব্রাহীম বাম, সাউথ আফ্রিকা জমিয়তের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এ দিকে ইউকে জমিয়ত সভাপতি ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদের নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের নেতৃবৃন্দ তাঁদের বহুমুখী কার্যক্রম সম্পর্কে মুফতি ইব্রাহীম বাম কে অবগত করে দোয়া ও দিকনির্দেশনা কামনা করেন। ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম ইউকেতে উলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক ও দ্বীনি কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত সকলের পরিচিতি মেহমানের সম্মুখে তুলে ধরেন। সাক্ষাত ও মতবিনিময়কালে ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, সহসভাপতি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, জেনারেল সেক্রেটারী মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ ও বিশিষ্ট স্কলার মাওলানা ইউনুছ দুধ ওয়ালা উপস্থিত ছিলেন। মুফতি ইব্রাহীম বাম ইউকে জমিয়তের উদ্যোগে লন্ডনে আয়োজিত জমিয়তের শত বার্ষিকী মহা সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতির স্মৃতিচারণ করেন এবং ভবিষ্যতে সাউথ আফ্রিকা জমিয়তের বহুমুখী ও যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে ইউকে জমিয়তের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র সৃষ্টির ব্যাপারে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিশ্ব মুসলিমের মজলুম ও করুন অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মুফতি ইব্রাহীম বাম এর সময় বিশেষ মোনাজাত করেন।

# সিলেটের হাইটেক পার্ক বাতিল, বিবর্ণ কর্মসংস্থানের স্বপ্ন

**সিলেট অফিস :** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ায় সিলেটসহ চার জেলার হাইটেক পার্ক প্রকল্প বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। ফলে হাইটেক পার্ক ঘিরে কর্মসংস্থানের যে স্বপ্ন দেখছিলেন সিলেটবাসী তা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সিলেট ছাড়াও হাইটেক পার্কের প্রকল্প যেসব জেলায় বাতিল হতে যাচ্ছে সেসব জেলার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও কুমিল্লা। সিলেটে হাইটেক পার্ক স্থাপিত হলে প্রায় ৬০ হাজার দক্ষ-অদক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে বিভিন্ন সময় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়।

জানা গেছে, সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বর্ণি এলাকায় প্রায় ১৬৩ একর জায়গা জুড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটি বাস্তবায়ন কাজ করছে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বাহাটেপাক)। ইতোমধ্যে প্রকল্পটিতে মাটি ভরাটসহ বেশ কয়েকটি স্থাপনা নির্মাণ শেষ হয়েছে। কিন্তু হাই-টেক পার্কের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ধরা হলেও প্রকল্পের কাজের খুব কমই নির্ধারিত মেয়াদে শেষ হয়েছে। কাজের অগ্রগতি কম হওয়ায় বাদ পড়তে চলেছে এই প্রকল্প।

২০১৬ সালের ৮ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে এই প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৩৩৬ কোটি টাকা। প্রথমে প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর। পরে মেয়াদ ছয় মাস বাড়িয়ে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে শুরু হওয়া জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন সিলেটসহ ১২টি জেলায় প্রকল্পটি তিন বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সাত বছর পরেও প্রকল্পটির তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বর্তমানে, প্রকল্পটির সার্বিক অগ্রগতি মাত্র ৩৬ শতাংশ হয়েছে এবং চারটি জেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ৩ শতাংশ।

৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হওয়া হাইটেক পার্কগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা ও সিলেট। প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত কম হওয়ায় এই চার জেলার হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ বাতিল করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব জেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ৩ শতাংশ হওয়ায় সরকার মনে করছে, এই চারটি জেলা বাদ দিলে প্রকল্পের ব্যয় কমবে এবং সরকারের ওপর চাপ কিছুটা হ্রাস পাবে।

এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ৯ অক্টোবর পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) রেহানা পারভীনের সভাপতিত্বে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) একটি মিটিং আয়োজন করেছে। সেখানে প্রকল্পের ব্যয় কমানোর জন্য বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এসব পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ঠিক করে দিলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রকল্পের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এ কে এ এম ফজলুল হক বলেন, এই সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য পুনরায় পিইসি মিটিংয়ে আলোচনা করতে হবে। কারণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় অংশীদারও রয়েছে। এই বিষয়ে ইআরডি'র মাধ্যমে ত্রিপক্ষীয় মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, চলতি বছরের ২৩ অক্টোবর ইআরডি, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা এবং ভারতীয় অংশীদারদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির যে প্রস্তাবনা ছিল, তা এখন আর প্রযোজ্য নয়।

ফজলুল হক বলেন, যদি চারটি সাইট বাদ পড়ে তাহলে প্রকল্পের ব্যয় কমবে এবং জিওবি পার্টের ব্যয়ও হ্রাস পাবে। এর ফলে সরকারের আর্থিক চাপ কিছুটা কমে আসবে।

জিওবি পার্টের ব্যয় প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা বাড়ানোর কথা ছিল, তবে তা এখন অর্ধেকে নেমে আসবে। এর মধ্যে ১৭৮৩ কোটি টাকা সিডি ভ্যাট (ভারত থেকে মালামাল আনার জন্য সরকারকে পরিশোধ করতে হয়) অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিডি ভ্যাটটি কমিয়ে আনলে সরকারের প্রায় ১,৩০০ কোটি টাকা খরচ করতে হবে।

# সিলেটে 'মৃত' স্বামী থানায় হাজির, স্ত্রী লাপাত্তা

**সিলেট অফিস :** ছাত্র-আন্দোলনে নিহত দেখিয়ে থানায় মামলা করেছিলেন চতুর স্ত্রী। উদ্দেশ্য ছিলো- এ মামলার মাধ্যমে বাণিজ্য করা। কিন্তু সব ফাঁস করে দিয়েছেন স্বামী। নিজেই হাজির হয়েছেন থানায়, বলেছেন আমি জীবিত। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানায়।

পুলিশ সূত্র জানায়, সোমবার (১১ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে আল-আমিন নামের এক যুবক হঠাৎ হাজির হন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানায়। জানান-তিনি মারা যাননি। তার স্ত্রী মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে আন্দোলনে নিহত দেখিয়ে ঢাকার আশুলিয়া থানায় মামলা করেছেন। ৫ আগস্টের আগে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হয়। এরপর তিনি স্ত্রীকে ছেড়ে সিলেট চলে আসেন। এখানেই ছিলেন এতদিন। সম্প্রতি মামলার বিষয়টি জানতে পারেন।

আল-আমিন বলেন- 'ভাই, আমি মরিনাই, কেউ যদি আমার অজান্তে কাগজে কলমে মাইরা ফালায়, তাহলে আমার কী বা করার আছে? আমারে যে মরা দেখাইয়া মামলা করছে আমার বৌ, তা আমি জানতাম না, যখন শুনলাম তখন ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের নিরাপত্তায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি'।

জানা যায়, শেখ হাসিনার পতনের দিন (৫ আগস্ট) ছাত্র-জনতার আন্দোলনকালে আশুলিয়া থানা এলাকায় যারা মারা যান তাদের মধ্যে একজনের পরিচয় ছিল অজানা। সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নিজের স্বামী আল আমিন দাবি করেন কুলসুম নামের এক নারী। ২৪ অক্টোবর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলাও করেন কুলসুম। পরে সেটি ৮ নভেম্বর আশুলিয়া থানায় এজাহারভুক্ত হয়।

তবে পরবর্তীতে কুলসুমের আচরণে সন্দেহজনক হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। কুলসুমের স্বামী সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় অবস্থান করছেন বলে জানা যায়। একপর্যায়ে আল-আমিনের ভাইয়ের খোঁজও পায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি বাহিনী। ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া যায়- মৃত দেখানো আল-আমিন বেঁচে আছেন।

আল-আমিনের বড় ভাই জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'আমার ভাই বেঁচে আছে। সে তিন দিন আগে আমাকে বলেছে মামলার বিষয়টি। সর্বশেষ সে দক্ষিণ সুরমা থানায় হাজির হয়ে পুলিশের কাছে সব খুলে বলে।'

ছেলের সঙ্গে দক্ষিণ সুরমা থানায় হাজির হন আল-আমিনের বাবাও। জীবিত ছেলেকে মৃত দেখিয়ে মামলার ঘটনায় হতবাক নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমাদের পুরো পরিবার এখন আতঙ্কগ্রস্ত।

আল-আমিন বলেন, মোবাইল ফোনে কথার সূত্র ধরে পরিবারের সম্মতি ছাড়াই ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম কুলসুমকে। ঘরে একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে পারিবারিক কলহ বেড়ে যাওয়ায় সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। দেশের গণ্ডগোলের পুরোটা সময় আমি ও আমার স্ত্রী মৌলভীবাজারের জুড়ীতে অবস্থান করেছি। সেসময় আশুলিয়ায় একবারের জন্যও যাইনি। অথচ আমাকে মৃত দেখিয়ে মিথ্যা মামলা করেছে আমার স্ত্রী।

দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হোসেন মঙ্গলবার বলেন, সোমবার রাত ৯টার দিকে আল-আমিন নামের যুবক থানায় হাজির হয়ে এসব তথ্য জানান। পরে আমরা আশুলিয়া থানাপুলিশকে বিষয়টি অবগত করি। রাতেই তাদের একটি টিম সিলেটের উদ্দেশে রওয়ানা দেয় এবং মঙ্গলবার সকালে আল-আমিনকে নিয়ে ঢাকায় ফিরে।

এক প্রশ্নের জবাবে ওসি আবুল হোসেন বলেন- কুলসুমের বিরুদ্ধে স্বামী কোনো অভিযোগ বা মামলা দায়ের করবেন কি না জানি না, তবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে মামলার করার কারণে ওই নারীর বিরুদ্ধে এমনিতেই পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে কুলসুম নামের ওই নারী এখন লাপাত্তা রয়েছেন বলে জানা গেছে।

# অবশেষে প্রমাণ হলো ঢাকার মাহমুদুরই সিলেটের হারিছ চৌধুরী

**সিলেট অফিস :** ঢাকার সাভারে মাহমুদুর রহমান নামে দাফন করা লাশটিই হারিছ চৌধুরীর। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর এ তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। গত ৬ নভেম্বর আদালতে সেই ডিএনএ রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়।

এর আগে গত ২১ অক্টোবর হাইকোর্টের আদেশে প্রয়াত বিএনপি নেতা হারিছ চৌধুরীর পরিচয় নিশ্চিত করতে তাঁর মেয়ে সামিরা তানজিন চৌধুরী রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি কার্যালয়ে ডিএনএ নমুনা জমা দেন। গত ১৬ অক্টোবর সাভারের বিরুলিয়া ইউনিয়নের কমলাপুর জালালাবাদ এলাকার জামিয়া খাতামুন্নাবিয়্যীন মাদরাসা কবরস্থান থেকে ডিএন পরীক্ষার জন্য মাহমুদুর রহমান নামে দাফন করা লাশটি কবর থেকে তোলা হয়।

বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় হারিছ চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব। ওয়ান-ইলেভেনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হলে আর প্রকাশ্যে ছিলেন না তিনি। ওই ডিএনএ রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) কামারুন মুনিরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আদালতের। তাই এ ব্যাপারে আমাদের কোনো মন্তব্য করার সুযোগ নেই।'

তবে সিআইডি সূত্র জানায়, নমুনা পরীক্ষা করে দুই সপ্তাহ পরেই রিপোর্ট সাভার থানার পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর সাভার থানায় হারিছ চৌধুরীর লাশ উত্তোলন করে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছিল। সেই জিডির রেফারেন্সে ডিএনএ পরীক্ষা হয়।

হারিছ চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হারিছ চৌধুরী ৬৮ বছর বয়সে ২০২১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান। তারপর ঢাকার অদূরে সাভারে একটি মাদরাসায় মাহমুদুর রহমান নামে তাঁকে দাফন করা হয়। তখন আবার হঠাৎ করেই আলোচনায় আসে হারিছ চৌধুরীর নাম।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani
CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608
PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor
For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

# বিজিএমইএ নেতা রাকিবের অর্থ পাচার! কানাডায় বিশাল সাম্রাজ্য

মাত্র এক যুগের ব্যবধানে বায়িং হাউজের কর্মী থেকে বনে গেছেন বিপুল অর্থবিত্তের মালিক। বসেছেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতৃত্বে। টিম গ্র"পের অধিনে দেশে রয়েছে তার গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিসহ এক ডজন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আর পাচারের টাকায় কানাডায় গড়ে তুলেছেন বিশাল সাম্রাজ্য। 'আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ' হাতে পাওয়া এই ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ হিল রাকিব। স্বৈরশাসকের প্রভাব-বলয়ে স্বল্প সময়ে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হওয়ার গল্প এখন তার ঘনিষ্টদের মুখে মুখে। তার এই অস্বাভাবিক ফুলে ফেঁপে ওঠার রহস্যের কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। শুধু দেশে নয়, আমদানি-রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচার করে তিনি কানাডার টরেন্টোতে নিজ ও স্ত্রীর যৌথ নামে কিনেছেন তিনটি বিলাসবহুল বাড়ি। চলতি বছর তিন বাড়ির বাৎসরিক কর পরিশোধ করেছেন ৩৫ হাজার ৪৩৭ কানাডিয়ান ডলার (৩১ লাখ টাকা)। আরও তিনটি বাড়ি নির্মাণ করতে তিনি টরেন্টো সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেছেন। কানাডার স্টক মার্কেটে তার বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু বিদেশে বিনিয়োগ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোনো অনুমোদন নেই তার। মূলত অবৈধভাবে পাচার করা অর্থে কানাডায় সম্পদের পাহাড় গড়েছেন।

জানা গেছে, পুলিশের বিতর্কিত সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের সঙ্গে রাকিবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ আছে–বেনজীরের বিপুল অর্থ পাচারে রাকিবের যোগসাজস রয়েছে। বিজিএমইএর সভাপতি ও আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর এর সাধারণ সম্পাদক এম এ মান্নান কচির হাত ধরেই তার এই উত্থান। তবে কচি আত্মগোপনে চলে গেলেও রাকিব আছেন বহাল তবিয়তে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভোলপাল্টে বিজিএমইএ এর সিনিয়র সহসভাপতির পদ বাগিয়ে নিয়েছেন তিনি। গার্মেন্টস খাতের অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখার নেপথ্যেও তার ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। যুগান্তরের নিজস্ব অনুসন্ধানে উল্লিখিত তথ্য পাওয়া গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি সূত্র জানিয়েছে, আব্দুল্লাহ হিল রাকিব নামে কোনো ব্যক্তির বিদেশে বিনিয়োগ করার অনুমোদন সংক্রান্ত কোনো নথিপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় রক্ষিত নেই। এ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট তিনি বিদেশে কোনো বিনিয়োগ করে থাকলে পাচার করা অর্থেই করেছেন। যেহেতু তিনি নিজের নামে সম্পদ করেছেন, সেহেতু বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ও দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর উদ্যোগ নিলে তার পাচারের অর্থ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, আব্দুল্লাহ হিল রাকিব নামের কাউকে বিদেশে অর্থ বিনিয়োগের কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা গেছে, কানাডার টরোন্টো শহরের বিলাসবহুল এলাকায় তিনটি অভিজাত বাড়ির মালিক আব্দুল্লাহ হিল রাকিব ও তার স্ত্রী আফরোজা শাহীন। টরেন্টো মেট্রোপলিটন ল্যাণ্ড রেজিষ্ট্রি অফিসের দলিল মতে প্রতিটি বাড়ি নিজ ও স্ত্রীর যৌথ নামে কিনেছেন। এছাড়া আরও তিনটি বাড়ি ডেভেলপ করার জন্য তিনি টরেন্টোর সিটি কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করেছেন। ২০১৯ সালের ১১ এপ্রিল আবেদনের শুনানি সংক্রান্ত নথিও পাওয়া গেছে।

কানাডার প্রপার্টি সংক্রান্ত দলিলে রাকিব

দম্পত্তির বাড়ির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, ২৪ কিংসবারি ক্রেস, টরেন্টোতে রয়েছে রাকিবের একটি বাড়ি। এই বাড়িটি টরেন্টো মেট্রোপলিটন রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে রাকিব ও তার স্ত্রী আফরোজা শাহীনের যৌথ নামে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। ২০১২ সালের ৩০ মে কেনা বাড়িটির মোট আয়তন ৭ হাজার ৭৩০ স্কয়ার ফুট। বাড়ির আঙ্গিনার পাশে দৃষ্টিনন্দন সুইমিং পোল। গাড়ি রাখার জন্য আছে দুটি গ্যারেজ। চলতি বছর বাড়িটির বিপরীতে সাড়ে ১৮ হাজার কানাডিয়ান ডলার (১ লাখ ৬০ হাজার টাকা) কর পরিশোধ করেছেন রাকিব।

প্রাপ্ত নথিতে দেখা যায়, রাকিব-আফরোজা দম্পত্তি ২০১৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আরেকটি বাড়ি কিনেছেন। বাড়িটির অবস্থান ৯ ক্রিসেন্টউড রোডে। এটাও টরেন্টো মেট্রোপলিটনে রেজিষ্ট্রি করা। সাগর সংলগ্ন ঘন জংগলে ঘেরা ৩২ হাজার স্কয়ার ফুট আয়তনের বাড়িটি কিনেছেন প্রায় ১৬ লাখ কানাডিয়ান ডলারে। বাংলাদেশী মূদ্রায় ১৪ কোটি টাকার বেশি। সবশেষ চলতি বছর বাড়িটির কর পরিশোধ করা হয়েছে ১১ হাজার ৪৩৭ কানাডিয়ান ডলার (১০ লাখ টাকার বেশি)।

রাকিব-আফরোজা দম্পতির তৃতীয় বাড়িটির সন্ধান পাওয়া যায় স্কারবোরাফ এর ৯ ইষ্ট রোড়ে। এই বাড়ির মোট আয়তন ৪ হাজার ৪৯০ স্কয়ার ফুট। ২০১৮ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রায় আট লাখ কানাড়িয়ান ডলারে (প্রায় পৌণে ৮ কোটি টাকা) তারা এই বাড়িটি কিনেছেন। ২০২৪ সালে বাড়িটির কর পরিশোধ করেছেন ৬ হাজার কানাডিয়ান ডলার (প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা)।

টরোন্টোতে রাকিবের ভূস্বামী হয়ে ওঠা নিয়ে সেখানকার বাংলাদেশ কমিউনিটির একজন নামকরা রিয়েল এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, কানাডার আলোচিত বেগমপাড়ায় পরিচিত মুখ রাকিব। অনেকেই তাকে বেগমপাড়ার 'জনক' বলে ডাকে। বাংলাদেশী কমিউনিটির কেউ বাড়ি বা ফ্লাট বিক্রি করলে প্রথমেই খোঁজ পড়ে তার। বেগমপাড়ায় বাংলাদেশীদের কেনা বেশিরভাগ বাড়িতে সন্তান নিয়ে বেগমরা বিলাসী জীবন কাটায়। আর দেশে কামানো অবৈধ অর্থ পাচার করে সাহেবরা। ওই এজেন্ট আরও বলেন, তিনি (রাকিব) যেহেতু আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সেহেতু আন্ডার ইনভয়েস এবং ওভার ইনভয়েসের মাধ্যমে অর্থ পাচার তার জন্য সহজ। তার প্রতিষ্ঠান থেকে রপ্তানি করা পন্যের অর্থ প্রত্যাবাসিত হয়েছে কিনা তার খবর নিলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।

কানাডার একটি সূত্র জানিয়েছে, কানাডিয়ান স্টক মার্কেটে রাকিবের রয়েছে বিপুল বিনিয়োগ। এইচএসবিসি ব্যাংক হংকং থেকে রয়াল ব্যাংক অব কানাডায় অর্থ স্থানান্তর করা হয়। সেই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে স্টক মার্কেটে। যদিও রাকিবের দাবি–এ তথ্য ঠিক নয়। অনুসন্ধানে দেশে রাকিবের এক ডজন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া গেছে। তৈরী পোশাক শিল্পের বাইরেও বিপুল বিনিয়োগ তার। অভিযোগ আছে–টিম ফার্মাসিউটিক্যাল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ঋন নিয়ে। রাজশাহীতে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের নামে নেওয়া ঋণের বেশির ভাগ অর্থ কানাডায় পাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইনেন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) তদন্ত করলে সব বের হয়ে আসবে। সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের সঙ্গে সখ্য থাকায় তিনি বিজিএমইএতে প্রভাব বিস্তার করতেন। গার্মেন্টস খাতের নামকরা ব্যবসায়ী না হয়েও আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মান্নান কচির হাত ধরে সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হন রাকিব। কচি আত্মগোপনে যাওয়ার পর পদোন্নতি পেয়ে হয়ছেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। বেনজীরের অর্থ পাচারের ঘটনায় রাকিব সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ আছে।

স্থানীয় ও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে 'ট্যাক্স ইবো' নামের একটি বিদেশী বায়িং হাউজের কর্মী হিসাবে চাকরিতে যোগ দেন রাকিব। প্রতিষ্ঠানটির বড় অংকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। আত্মসাত করা অর্থেই ২০০৭ সালে তিনি প্রথম নিজস্ব কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর যেন তার হাতে আসে আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ। চেরাগের ঘষায় দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে তার প্রভাব প্রতিপত্তি। আওয়ামী লীগ নেতা ও বিজিএমইএর পলাতক সভাপতি এমএ মান্নান কচির আস্থাভাজন হিসেবে তিনি সংগঠনটির সহ-সভাপতির পদ ভাগিয়ে নেন। সরকার পতনের পর কচি পালালেও তার দোসর রাকিব এখনো আছেন দোর্দণ্ড প্রতাপে। গোয়েন্দারা বলেছেন, পতিত সরকারের সুবিধাভোগী যেসব গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে শ্রমিক অসন্তোষ জিইয়ে রাখার অপচেষ্টা করছেন রাকিবও তাদের একজন। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে শ্রমিক অসন্তোষের নেপথ্যে অর্থ বিনিয়োগের তথ্যও সরকারের উচ্চ মহলকে অবহিত করেছে একটি গোয়েন্দা সংস্থা।

জানা গেছে, রাকিবের অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক উত্থানে তার কাছের লোকজনও বিস্ময়ে হতবাক। অনেকের প্রশ্ন–এক যুগ আগে বায়িং হাউজে কাজ নেওয়া রাকিব স্বল্প সময়ে কিভাবে দেশে-বিদেশে এত সম্পদ গড়লেন?

জানা গেছে, ১৯৭১ সালের অগষ্টে জন্ম নেওয়া রাকিব এখন বাংলাদেশের টিম গ্র"পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এ গ্র"পের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে–টিম সোর্সিং লি:, গ্রামটেক নিট ডায়িং ফিনিশিং এন্ড গার্মেন্ট ইন্ডা:, সাউথ এন্ড স্যুয়েটার কোম্পানি লি:, ব্রাদার ফ্যাশন লি:, ফোর এ ইয়ার্ন ডায়িং লি:, টিম ফার্মাসিউটিকাল লি:, মারস স্টিচ লি:, টিন এক্সেসরিজ লি:, টুয়েলভ ক্লদিং, ফার্মা আইএমইএক্স লি:, ইনটেলার লি:, টিম ডেভেলপার লি।

আব্দুল্লাহ হিল রাকিবের বক্তব্যঃ জানতে চাইলে বিজিএমইএর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ হিল রাকিব বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই কানাডায় আবাসন খাতে বিনিয়োগের কথা স্বীকার করে বলেন, 'আমার তিনটি নয়, দুটি বাড়ি আছে। একটি বিক্রি করে দিয়েছি। লেখাপড়ার কারণে আমার স্ত্রী সন্তানরা সেখানে থাকেন। আমি গিয়েছিলাম চাকরি নিয়ে। ইনভেস্টর কোটায় আমি কানাডা যাইনি এবং বিনিয়োগ করিনি। দেশ থেকে কোনো অর্থ পাচার করে আমি বাড়িগুলো কিনিনি। ওখানে আমার একজন বায়ারের কাছ থেকে ২ লাখ ডলার ঋণ নিয়ে বাড়ি কিনেছিলাম। এরকমতো আমাদের বিজনেজ বলেন, গভমেন্ট অফিশিয়ালস বলেন, প্রায় সবাই করেছে। স্টক মার্কেটে আমার কোনো বিনিয়োগ নেই।' এক প্রশ্নের জবাবে এক যুগ আগে বায়িং হাউজে কাজ করার কথাও তিনি স্বীকার করেন। ওই প্রতিষ্ঠানের টাকা আত্মসাতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সামনাসামনি বসে কথা বলার প্রস্তাব রেখে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

বায়িং হাউজের কর্মী অবস্থায় ২০০৭ সালে ব্যবসা শুরু করে দেশে-বিদেশে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পেছনে আপনার কোনো ম্যাজিক আছে কি–এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের বায়িং হাউজ কেন্দ্রীক ব্যবসা দিয়ে শুরু। বাংলাদেশীদের মালিকানায় আমাদের টিম সোর্সিং এখনো লারজেস্ট বায়িং হাউজ। এখানে আমরা যে বিজনেস আনি ১০ পার্সেন্ট ট্যাক্স সরকার কেটে রাখে। তারপরও আমাদের এই ইনকাম থেকেই ফ্যাক্টরিগুলো করেছি। ২০০৮-২০০৯ এর পরে আমরা ব্যাংক থেকে বেশ কিছু সিক ফ্যাক্টরি কিনেছি। পরবর্তী সময়ে লোন পে-অফ করে আস্তে-ধীরে এগুলো দাড় করিয়েছি। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির নামে কোনো ব্যাংক ঋণ নেইনি। ২০১৮ সাল থেকে আমাদের এই ফ্যাক্টরিগুলো নতুন ডাইমেনশন পেয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বায়িং হাউজের যত ইনকাম তার পুরোটাই রিইনভেস্ট করেছি।' আরেক প্রশ্নের জবাবে শ্রমিক আন্দোলন জিইয়ে রাখতে ভূমিকা পালন ও বেনজীরের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'আমি এত বড় মাপের লোক না।' বিজিএমইএর সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ নেতা এমএ মান্নান কচির হাত ধরে নানা সুবিধা নিয়েই আসলে আপনার উত্থান–এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি কোনো দিন পলিটিক্স করিনি। ব্যবসা ফোকাসড। আমার যতটুকু মেধা আছে সেটা দিয়েই আমি এগিয়েছি।

## উপদেষ্টা ফারুকী-বশিরের পদত্যাগ চেয়ে আইনি নোটিশ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও ব্যবসায়ী শেখ বশির উদ্দিনের পদত্যাগ চেয়ে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ নোটিশ পাঠিয়েছেন ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী মো. সফিকুল ইসলাম সবুজ খান।

নোটিশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে তাদের পদত্যাগ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। তা নাহলে তিনি উচ্চ আদালতে যাবেন। এছাড়া এই আইনজীবী নিজেকে উপদেষ্টামণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানান তিনি।

নোটিশে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও ব্যবসায়ী শেখ বশির উদ্দিন গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বিগত ১৬ বছর পর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট ও গণহত্যার নায়ক খুনি শেখ হাসিনার পতনের পর সাধারণ ছাত্র জনতা ও দেশবাসী একটি সুন্দর সরকার চেয়েছিল, সব বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে একটি ক্লিন ইমেজ ও সজ্জন ও সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করবেন।

কিন্তু আমরা দেখছি ফ্যাসিস্ট সরকারের উপাদান বিদ্যমান এমন ব্যক্তিদের উপদেষ্টা মণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা দুঃখজনক, অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত। বিতর্কিত ও খুনি হাসিনার সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের উপদেষ্টা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি নোবেলজয়ী ব্যক্তির উপদেষ্টা মণ্ডলীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও তার স্ত্রী তিশা বিগত স্বৈরাচার সরকারের আশির্বাদ পুষ্ট হয়ে অনেক সুবিধার ভাগিদার হয়ে আজকে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের বিজয়ের ভাগিদারও নিতে চায় এবং অন্য উপদেষ্টা বশির উদ্দিন খুনি শেখ হাসিনার নির্দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র হত্যা মামলার ৪৯ নং এফআইআরভূক্ত অন্যতম আসামি এবং আওয়ামী সরকারের এমপির ভাই বিতর্কিত ও বিগত স্বৈরাচারী সরকারের সুবিধাভোগী মুজিববাদ আদর্শের অনুসারীদের উপদেষ্টামণ্ডলী থেকে পদত্যাগের আহ্বান জানাই।

নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, জুলাইয়ের বিপ্লবের নিহত ও আহত শহিদ ছাত্র জনতার তাজা রক্তের প্রতি শ্রদ্ধাপোষন করে অবিলম্বে লিগ্যাল নোটিশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে পদত্যাগের আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ বাংলাদেশের ছাত্র জনতা স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার সুবিধাভোগী বিতর্কিত ও ছাত্র হত্যার আসামিদের উপদেষ্টামণ্ডলীতে দেখতে চায় না। স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার পতনের আন্দোলনে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে গত ১৭টি বছর নানা নির্যাতন হামলা মামলার স্বীকার হয়েছি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ২৬ দিন গুলির মুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করে ফ্যাসিবাদ বিদায় করার গর্বিত অংশিদার হিসাবে আমাকে উপদেষ্টামণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাই।

## বঙ্গভবন থেকে সরানো হলো বঙ্গবন্ধুর ছবি

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপদেষ্টা মাহফুজ আলম গত সোমবার ফেসবুকে এক পোস্টে এ কথা জানিয়েছেন।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টের ওই পোস্টে তিনি বলেছেন, 'দরবার হল থেকে একাত্তর-পরবর্তী ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জার যে আমরা ৫ অগাস্টের পর বঙ্গভবন থেকে তাঁর ছবি সরাতে পারিনি।

'কিন্তু মানুষের জুলাইয়ের চেতনা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তাঁকে কোথাও দেখা যাবে না। শেখ মুজিব এবং তাঁর কন্যা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে যা করেছেন, তা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং বাহাত্তরের অগণতান্ত্রিক সংবিধান থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষ, কোটি কোটি টাকা পাচার এবং হাজার হাজার ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধীকে বিচারবহির্ভূত হত্যার (১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এবং ২০০৯ থেকে ২০২৪) জন্য তাদের ক্ষমা চাইতে হবে।'

ওই পোস্টে মাহফুজ আলম আরো লিখেছেন, 'তার পরে আমরা একাত্তরের আগের শেখ মুজিবের ব্যাপারে কথা বলতে পারি।

গত সোমবার সচিবালয়ে তিন উপদেষ্টার দপ্তর থেকেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে। উপদেষ্টারা হলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন এবং বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলা পোস্ট

**Bangla Post**
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
**Tel: News - 0203 674 7112**
**Sales - 0203 633 2545**
Email: info@banglapost.co.uk
**Web: www.banglapost.co.uk**

**Honorary Chairman**
Sheikh Md. Mofizur Rahman
**Founder & Managing Director**
Taz Choudhury
**Marketing Director**
Sayantan Das Adhikari

**Board of Director**
Kamruz Zaman Shuheb

**Advisers**
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

**Editor in Chief**
Taz Choudhury
**Editor**
Barrister Tareq Chowdhury
**News Editor**
Hasan Muhammad Mahadi
**Head of Production**
Shaleh Ahmed
**Sub Editor**
Md Joynal Abedin
**Marketing Manager**
Mahfuzur Choudhury

**Sylhet Bureau Chief**
Hasanul Hoque Uzzal
**Birmingham Correspondent**
Atikur Rahman

**Sylhet Office**
Abdul Aziz Zafran
**Dhaka Office**
Md Zakir Hossen

# সারাদেশে একই ধরণের জন্ম সনদ জরুরী

জন্ম সনদ বা বার্থ সার্টিফিকেট প্রতিটি মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। জীবনের প্রতিটি ধাপে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু যে এই জন্ম সনদ নিয়ে বিপদে পড়েছে সে জানে জন্ম সনদ ভুল হলে শুদ্ধ করা যে কঠিন কাজ। নতুন বছর সামনে রেখে সন্তানদের স্কুলে ভর্তির ব্যস্ততা শুরু হয়েছে অভিভাবকদের। কিন্তু জন্মসনদ নিয়ে চরম বিড়ম্বনায় পড়েছেন তাঁদের অনেকে। পাসপোর্ট ইস্যু, বিয়ে নিবন্ধন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরিতে নিয়োগ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ নানা কাজে জন্মনিবন্ধনের ব্যবহার অনেকটা আবশ্যকীয়। কিন্তু স্কুলের ভর্তির ক্ষেত্রে সন্তানের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও জন্মসনদ দেখাতে হচ্ছে। এতেই তৈরি হয়েছে জটিলতা ও দুশ্চিন্তা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অক্টোবরে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। অনেক বিদ্যালয়ে নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী, বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুর বয়স শনাক্ত করতে আবেদন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হয় জন্মসনদের ফটোকপি এবং ২০২১ সালের করা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২০০১ সালের পর জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের জন্মনিবন্ধন করাতে হলে মা-বাবার জন্মসনদ থাকা আবশ্যক। ফলে কয়েক মাস আগে থেকে শিশুর ও নিজেদের জন্মসনদ সংগ্রহে অনেক অভিভাবকের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। অনেক অভিভাবকের জন্মসনদ থাকে না, থাকলেও সন্তানের জন্মসনদের তথ্যের সঙ্গে থাকে তারতাম্য কিংবা বানান ভুল। ফলে এই সময়ে জন্মসনদ সংশোধনের প্রক্রিয়ায় ঢুকে পড়তে হয় ভোগান্তিতে।

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে অভিভাবকেরা ভিড় জমাচ্ছেন। সন্তান ও নিজের জন্মসনদ করানো বা সংশোধন করতে একাধিকবার আসতে হচ্ছে তাঁদের। কোনো কোনো কার্যালয়ে এক মাস ধরে ঘুরেও সনদ পাচ্ছেন না। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে জুলাই-আগস্টে দেশজুড়ে জন্মনিবন্ধনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় মোবাইল ইন্টারনেট-সংযোগ বন্ধ ছিল প্রায় ১০ দিন। সরকার পতনের পর বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যানদের অফিস আক্রান্ত হয়। সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের অপসারণ করা হয়। এসব কারণে সেপ্টেম্বর থেকে অনেক জায়গায় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের কাজে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকেও।

কথা হচ্ছে, ডিজিটাল ব্যবস্থা বা অনলাইন-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও জন্মসনদ নিয়ে কেন বারবার ধরনা দিতে হবে? ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অফিসে যেখানে এ কাজ সমাধা হওয়ার কথা, সেখানে কেন আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা প্রশাসনে দৌড়াতে হচ্ছে অনেককে? কাউকে কাউকে এমন প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হচ্ছে, এক বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাচ্ছে জন্মসনদ পেতে। এ দীর্ঘসূত্রতার কারণে কোথাও কোথাও বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগও আছে। আরও গুরুতর প্রশ্ন, সন্তানের জন্মসনদের জন্য কেন অভিভাবকেরও জন্মসনদ জমা দিতে হবে? অভিভাবকত্ব প্রমাণের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স কেন যথেষ্ট নয়? জন্মের পরপরই জন্মসনদ নেয়া আইন কার্যকর করতে হবে। দেশের নির্ধারিত অফিস গুলি থেকে একই কাগজে একই ফরমেটে জন্ম সনদ ইস্যু করতে হবে। দেরিতে জন্ম সনদ নিলে জরিমানার বিধান করতে হবে। সরকারি অফিস গুলোকেও আইন কার্যকরের ব্যাপারে কড়াকড়ি এরূপ করতে হবে.

# নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও বিশ্ববাসীর প্রত্যাশা

**এ কে এম আতিকুর রহমান**

গত ৫ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে এই জয় পান। ট্রাম্প ২০১৬ সালে যখন প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তখনো ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়েছিলেন। দুইবারই তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দুজন নারী এবং উভয়েই ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী।

তবে ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি হেরে গিয়েছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির পুরুষ প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে (বর্তমান প্রেসিডেন্ট)। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছ থেকে ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার কথা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্ববাসী অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এই নির্বাচনটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে আসছে। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যুতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের 'মোড়লগিরি' করার অভ্যাস রয়েছে।

তবে 'অর্থনৈতিক' স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থেই যে সেসব করা হয় তা নয়, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা' দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণের বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যেও করা হয়ে থাকে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হওয়ার ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস যুক্তরাষ্ট্রকে কখনো মানবিক, কখনো আবার অমানবিক করে তোলে। তাইতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে কখনো কোনো রাষ্ট্রের ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে যায় আবার কখনো কোনো রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার প্রয়াসে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলে। ফলে কেউ উচ্ছ্বসিত হয় আবার কারো কপালে উদ্বেগের ভাঁজ পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করে চলতে পারা যেকোনো রাষ্ট্রের, বিশেষ করে কোনো ছোট রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, সে কথা সবাই জানে। আর সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোন পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়, তা বিশ্বের প্রতিটি দেশ এবং জনগণ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সাধারণত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে তেমন বড়সড় পরিবর্তন না ঘটলেও ক্ষমতায় দলের পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু বিষয়ে/ক্ষেত্রে নীতির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আর এসবের অনেকটাই হয়ে থাকে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে বা দলীয় আদর্শ বিবেচনায়।

নির্বাচনের আগে ও পরে ট্রাম্প প্রশাসন কী রকম হবে বা বৈদেশিক ইস্যুগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কোথায় দাঁড়াবে, তা নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে যেমন আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে।

তিনি নির্বাচনী প্রচারণার সময় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল অর্থনীতি, অভিবাসন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু ইত্যাদি। তাই নির্বাচনে জয়ের পরদিন ট্রাম্প বলেন, 'আমি একটি সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে দেশ পরিচালনা করব। সেটি হলো যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেগুলো প্রতিপালন করা। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করব।' অন্যদিকে তাঁর 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলোতে যেমন দেখা যাবে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সব ক্ষেত্রেই ওই নীতি প্রাধান্য পেতে পারে। অনেকেই মনে করে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালে বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি যেসব নীতি অনুসরণ করেছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে সেসবের পুনরাবৃত্তিও ঘটতে পারে।

ট্রাম্প বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলমান যুদ্ধ বন্ধের অঙ্গীকার করেছেন। তিনি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার লড়াই বন্ধ করার উদ্যোগ নেবেন। দুটি দেশকেই তিনি অবিলম্বে স্থায়ীভাবে যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর জন্য আহবান জানাতে পারেন। কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে উভয় পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি করাতে পারলে সেটি শুধু ট্রাম্পের নির্বাচনী অঙ্গীকারের বাস্তবায়নই হবে না, শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবে। তবে এ ক্ষেত্রে ন্যাটো সদস্যদের নিয়ে তাঁকে বসতে হবে এবং যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছাতে হবে।

ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদে ইসরায়েলের পক্ষ নিয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে যেহেতু তিনি যুদ্ধ বন্ধের অঙ্গীকার করেছেন এবং সে আলোকে এরই মধ্যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে যুদ্ধ থামানোর আহবান জানিয়েছেন, তাই আশা করা যায় যে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের চলমান ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হবে। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে তাঁর যে আন্তরিকতা, সেটি ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে না-ও দেখা যেতে পারে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো, বিশেষ করে সৌদিবলয়ে থাকা দেশগুলোর (জিসিসি) সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করার অভিপ্রায় পূরণের জন্য ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পৌঁছানো প্রয়োজন বলে মনে হয়। যেমনটি নেতানিয়াহুর উদ্দেশে ট্রাম্প বলেছেন, 'এসব শেষ করেন। লড়াই বন্ধ করেন এবং শর্তে আসুন।' কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, তিনি কি ইসরায়েলকে সম্মত করাতে পারবেন? পারলে তাতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা হবে কি? অন্যদিকে লেবাননেও যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনি উদ্যোগ নিতে পারেন। আমরাও তাঁর এই অঙ্গীকার এবং ইচ্ছার আশু বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি।

নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বাস করা অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করার কথা বলেছেন। গত মেয়াদেও তিনি এই উদ্যোগটি নিয়েছিলেন। এমনকি সে সময় মেক্সিকো সীমান্তে যে প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছিলেন, সেটি শেষ করার অঙ্গীকারও এবার করেছেন। তবে তিনি আগেও বিষয়টির বাস্তবতা অনুধাবন করেছেন এবং এবারও তাঁকে তা করতে হবে। আর সেই বাস্তবতা হলো এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেটি অনুধাবন ও নির্ধারণ করা। কারণ এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ুক, সেটি নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন না। বিষয়টিতে তিনি হয়তো একটি সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য পথ বেছে নিতে পারেন। তা ছাড়া সব অবৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া খুব একটা সহজ কাজও হবে না। তাই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে গেলে এ ক্ষেত্রে তাঁকে বেশ কিছুটা ছাড় দিতে হতেই পারে।

এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য অনেকগুলো সমীকরণ কাজ করে থাকে। এর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তেমন একটা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কারণ ট্রাম্প তাঁর দেশে যাওয়া চীনা পণ্যের ওপর যদি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা করেন (যেমনটি তিনি এরই মধ্যে ইঙ্গিত করেছেন), তাহলে বিষয়টি দুই দেশের সম্পর্কোন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি চীনা পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের মানুষের ওপর যে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়বে, সে বিষয়টিও তাঁকে ভাবতে হবে। অন্যদিকে তাইওয়ান প্রসঙ্গ নিয়েও চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে যে পথ অনুসরণ করেছেন, ট্রাম্প হয়তো কমবেশি সেভাবেই সম্পর্ক চালিয়ে যাবেন। শুধু দক্ষিণ কোরিয়াকে শঙ্কামুক্ত রাখার জন্যই নয়, চীনা প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য উত্তর কোরিয়ার প্রতি তাঁর নজর দেওয়ার আভাসও পাওয়া যায়। অর্থাৎ চীনাবলয় থেকে কিছু দেশকে কিভাবে নিজের দিকে টানা যায়, সে প্রচেষ্টা যে তিনি অব্যাহত রাখবেন, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষেত্রে সাফল্য কতটুকু আসবে, তা সময়ই বলে দেবে।

ট্রাম্প এরই মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বার্তা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার ইচ্ছা তাঁর রয়েছে। তবে ইদানীং ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের যে উন্নতি লক্ষ করা যায়, তা ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব ফেলবে, সেটিও ভাবার বিষয়। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আগামী সম্পর্কের সমীকরণ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখবে কি না সে প্রশ্নটিও রয়ে যায়। যা হোক, এ ক্ষেত্রে ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত না করে, তাহলে সম্পর্ক যেমন আছে সে ধারায়ই চলবে, খুব একটা হেরফের হবে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে কোন দিকে নিয়ে যাবে, তা দেখার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইরান প্রসঙ্গে ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রথম মেয়াদের মতোই থাকবে বলে মনে হয়। তবে ইরানের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের যে উন্নতি হয়েছে এবং ট্রাম্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করার যে চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, সেসব বিচার করলে বলা যায় না যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রতি নমনীয় হয়েও উঠতে পারে।

# সিলেটের শিশু মুনতাহার জন্য কাঁদছে দেশ

**সিলেট অফিস :** সিলেটের কানাইঘাটে শিশু মুনতাহা খুনের ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েও হলো না। তবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে মুনতাহাকে গলায় রশি পেঁচিয়ে লাশ পুঁতে রাখার কথা স্বীকার করলেও কেন এই হত্যাকাণ্ড সেটি নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছে গ্রেপ্তারকৃত মার্জিয়া সহ অপর তিন আসামি। এ কারণে পুলিশ ধারণা করছে; হত্যাকাণ্ডের গভীরে কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এ কারণে গতকাল দুপুরের পর এ ঘটনায়

গ্রেপ্তার হওয়া আলিফজান বিবি, তার মেয়ে শামীমা বেগম মার্জিয়া, প্রতিবেশী ইসলাম উদ্দিন ও নাজমা বেগমকে সিলেটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মো. আবু জাহের বাদলের আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড চান মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কানাইঘাট থানার এসআই শামসুল আরেফিন। আদালত শুনানি শেষে তাদের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত সোমবার বিকালে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জানিয়েছেন- হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনো চূড়ান্ত বক্তব্য আসামিদের মুখ থেকে মেলেনি। এ কারণে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে। তিনি জানান-হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া চারজনের বাইরে আরও কেউ সম্পৃক্ত রয়েছে কিনা- সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদে সব তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে, এই ধারণা থেকে তাদের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন। কানাইঘাটের বীরদল গ্রামের শামীম আহমদের ৬ বছরের শিশুকন্যা মুনতাহা আক্তার জেরিন। ৩রা নভেম্বর বাড়ির উঠোনে শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল। এ সময় হঠাৎ করে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। কানাইঘাট থানা পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করে। এই অবস্থায় গত শনিবার রাতে পুলিশ সন্দেহজনক হিসেবে একই বাড়ির পার্শ্ববর্তী ঘরের বাসিন্দা মার্জিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে যায়। এতে ভড়কে যান মার্জিয়ার মা আলিফজান বিবি। তিনি রোববার ভোররাতে সবার অগোচরে খালে পুঁতে রাখা মুনতাহার লাশটি সরাতে গেলে জনতার হাতে ধরা পড়েন। পুলিশ গিয়ে আলিফজানকে আটক করে। ৭ দিন মাটির নিচে থাকা শিশুটির লাশ অর্ধগলিত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার দিন গ্রেপ্তার হওয়া আলিফজান ও তার মেয়ে মার্জিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিলেটের এডিশনাল এসপি (ক্রাইম) মো. রফিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার হওয়া আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন; নিখোঁজ হওয়ার দিনই মুনতাহাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গলায় দড়ি পেঁচিয়ে খুন করা হয়। এরপর লাশ পুঁতে রাখা হয় ঘরের পাশের খালে। সেখান থেকে লাশ সরানোর সময় মার্জিয়ার মা আলিফজানকে আটক করা হয়। বিকালে মার্জিয়ার স্বীকারোক্তি মতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত একই গ্রামের ইসলাম উদ্দিন ও নাজমা বেগমকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত সোমবার আদালতে আসামিদের রিমান্ড মঞ্জুরের পর কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. জামসেদ আহমদ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন- লাশ সরানোর সময় হাতেনাতে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুম হওয়া লাশ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে হস্তান্তরের সময় পুলিশ জনগণের সহযোগিতায় প্রধান আসামি আলিফজানকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার করা হয়। খুনের মোটিভটা কী এবং এটার সঙ্গে কারা কারা জড়িত সেটা উদ্‌ঘাটনের জন্য আসামিদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এদিকে শিশু মুনতাহার আলোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আলোচিত হচ্ছে তরুণী মার্জিয়ার নাম। তার মা আলিফজান ও নানী কুতুবজানকে নিয়ে বীরদল গ্রামে মুনতাহার পিতা শামীম আহমদের বাড়িতে ঘর বানিয়ে আশ্রিত হিসেবে বসবাস করতেন। তাদের মূলবাড়ি উপজেলার চতুল এলাকার চাউরা গ্রামে। ২২ বছর আগে তারা বীরদলে এসে শামীমের বাড়িতে আশ্রয় নেন। মার্জিয়ার মা ও নানী দু'জনই পেশায় ভিখারী। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করা মার্জিয়া চার মাস ধরে মুনতাহাকে পড়ালেখা শিখাতো। হাউজ টিউটর হিসেবে সে ছিল। মুনতাহার পিতা ঘটনার সঙ্গে জড়িত মার্জিয়া সম্পর্কে মানবজমিনকে জানিয়েছেন- কয়েক মাস আগে মার্জিয়ার নানা বিষয় নিয়ে তার সন্দেহ হয়। পাশের ঘরের মহিলা হওয়ায় মার্জিয়া প্রায় সময় মুনতাহাকে নিয়ে বাজারে চলে যেতো। না বলে কখন কোথায় যেতো এ নিয়ে আমরা চিন্তায় থাকতাম। এ কারণে মার্জিয়ার কাছে পড়ালেখা বন্ধ ছাড়াও সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এ ছাড়া কয়েক মাস আগে মুনতাহার কয়েকটি জামা চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি হওয়া জামাগুলো মার্জিয়াদের ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বলেন- মা ও নানী এলাকায় ভিক্ষা করলেও মার্জিয়ার তিনটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ছিল। তার কাছে নামে-বেনামে সিম ছিল বেশ কয়েকটি। এ কারণে তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার হওয়া মার্জিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতো। সে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করতো বলে জানিয়ে সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতো। ফিরতো রাতে। কখনো কখনো গাড়িযোগে লোকজন এসে তাকে নামিয়ে দিয়ে যেতো। চালচলনেও ছিল উচ্ছৃঙ্খল ভাব। এ কারণে তার সঙ্গে আশপাশের বাড়ির মহিলারা সম্পর্ক রাখতো না। ঘটনার দিনও চারখাই বাজারে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটায় মার্জিয়া। তবে গ্রেপ্তার হওয়া ইসলাম উদ্দিন ও নাজমা বেগম প্রায় সময় তাদের ঘরে আসা-যাওয়া করতো বলে জানান তারা। পুলিশ জানিয়েছে; গ্রেপ্তার হওয়ার পর দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদে মার্জিয়া ও তার মা আলিফজান খুনের ঘটনা স্বীকার করলেও কারণ সম্পর্কে পূর্ব বিরোধ বলেছে। একই বাড়ির বাসিন্দা হওয়ায় তুচ্ছ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ ছিল বলে জানায় মার্জিয়া ও আলিফজান। থানায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে খুনের ঘটনা স্বীকার করলেও আদালতে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে অস্বীকার করে। এ কারণে তাদের ফের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে।

# সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নাহিদের অবৈধ সম্পদের খুঁজে দুদক

**সিলেট অফিস :** ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন বিপুল অবৈধ সম্পদ। মন্ত্রীর দায়িত্বকালে গড়ে তুলেছিলেন একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। মন্ত্রীত্বকালে গ্রহণ করেন উন্নয়ন প্রকল্পের কমিশনের বিপুল অর্থ। আর এসব অবৈধ অর্থ যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যে পাচারও করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর প্রাথমিক তদন্তে তার দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া গেছে।

আর নাহিদের হলফনামা বলছে, তার সম্পদ বেড়েছে অন্তত ১২ গুণ । বেড়েছে আয়ের পরিমাণও।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম জানিয়েছেন, নুরুল ইসলাম নাহিদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া গেছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অর্থ পাচার করেছেন মর্মেও নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি নামে-বেনামে বহু সম্পদ গড়ে তুলেছেন। এজন্যে দুদক তার দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে।

**লন্ডন-আমেরিকায় অর্থ পাচার**

দুদক সূত্র বলছে, নুরুল ইসলাম নাহিদ তার যুক্তরাজ্য প্রবাসী ভাই ডা. নজরুল ইসলামের মাধ্যমে লন্ডনে অর্থ পাচার করেছেন। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বন্ধু কামাল আহমদের মাধ্যমেও আমেরিকায় পাচার করেছেন বিপুল অবৈধ অর্থ। পরপর দু'বার শেখ হাসিনার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন নাহিদ। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। আর এই অবৈধ টাকায় নিজের নামে রাজধানী ঢাকার উত্তরায় ফ্ল্যাটসহ পাঁচ কাঠা জমি, নিকুঞ্জ আবাসিক এলাকায় তিন কাঠা জমি, তার একক ও যৌথ মালিকানায় সিলেট বিয়ানীবাজারে অকৃষি জমি, বিভিন্ন ব্যাংকে জমা ও বিনিয়োগ, স্ত্রীর নামে সঞ্চয়পত্রসহ বিভিন্ন ব্যাংকে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে বলে তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে। দুদকের প্রাথমিক তদন্তে এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় নুরুল ইসলাম নাহিদের অবৈধ সম্পদের খুঁজে দুদক মাঠে নেমেছে বলে সূত্র জানিয়েছে। তবে, তিনি কি পরিমাণ অর্থ লন্ডন-আমেরিকায় পাচার করেছেন তার কোনো পরিসংখ্যান সূত্র নিশ্চিত করতে পারেনি।

**সম্পদ বেড়েছে ১২ গুণ**

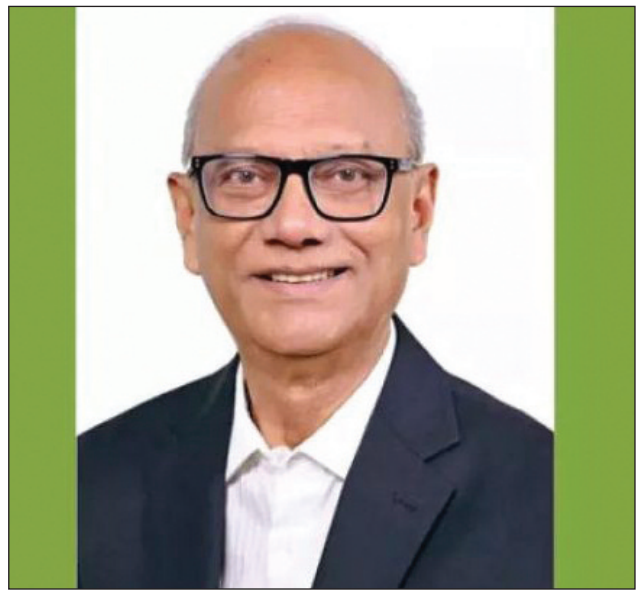

নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ১২ গুণেরও বেশি। আয় বেড়েছে ১৩ গুণ। ২০০৮ সালে তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল ২১ লাখ ৫৭ হাজার ৯১১ টাকা। আর ২০২৩ সালের হলফনামায় উল্লেখ করেন, তার অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৭ লাখ ৯৩ হাজার ১৩২ টাকা।

অবশ্য, স্থাবর সম্পদের পরিমাণ কখনো বাড়লেও আবার কমার হিসেবও পাওয়া গেছে। ২০০৮ সালের হলফনামা অনুযায়ী, তার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ৬৯ হাজার ৯৩৫ টাকা। অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল ২১ লাখ ৫৭ হাজার ৯১১ টাকা আর স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল যৌথ মালিকানায় ৫ একর কৃষি জমি, নিজের নামে ৩ কাঠা জমি এবং যৌথ মালিকানায় রয়েছে ২ একর জমি।

২০১৩ সালের হলফনামায় লিখেছেন তার বার্ষিক আয় ১৭ লাখ ৭২ হাজার ৩০০ টাকা। অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৯৮ লাখ ৫ হাজার ৫৫০ টাকা। স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩১ শতক কৃষি জমি, ৬০ লাখ টাকার অকৃষি জমি ও যৌথ মালিকানায় ৪৫ হাজার ৭৮ হাজার টাকার অকৃষি জমি।

২০১৮ সালের হলফনামায় তিনি লিখেছেন, বার্ষিক আয় ১৬ লাখ ৩০ হাজার ২০৫ টাকা। ১ কোটি ৫৮ লাখ ১৬ হাজার ৯ টাকার অস্থাবর সম্পদ আর ৮৪ লাখ ৪৮ হাজার ৪৪০ টাকার স্থাবর সম্পদ।

আর সর্বশেষ ২০২৩ সালের হলফনামা অনুযায়ী তার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৫০ লাখ ৩০ হাজার ১১৩ টাকা । অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি ৭ লাখ ৯৩ হাজার ১৩২ টাকা। স্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২৭ লাখ ২৮ হাজার ৪৪০ টাকা। এর মধ্যে ঢাকার উত্তরায় প্লটসহ ফ্ল্যাটের দাম ২১ লাখ ৮ হাজার ৪৪০ টাকা বলে উল্লেখ করেন।

বাদ যাননি গাড়ি বিলাস থেকেও একসময়ের বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদ বাদ যাননি গাড়ি বিলাস থেকেও। ২০২৩ সালের হলফনামায় তিনি একটি গাড়ির মূল্য ৬১ লাখ ২৫ হাজার ৪০৫ টাকা উল্লেখ করেন। গাড়ি নম্বর ঢাকা মেট্রো ঘ-১৮-৪৪০০। কিন্তু হলফনামায় গাড়ির ব্র্যান্ড ও সাল উল্লেখ করেননি। এর আগে ২০১৮ সালের হলফনামায় কেবল গাড়ির মূল্য ৫৯ লাখ ৩৩ হাজার ৩২১ টাকা উল্লেখ করলেও গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর, মডেল উল্লেখ করেননি নাহিদ। তারও আগের ২০১৩ সালের হলফনামায় তিনি গাড়ির মূল্য ৩২ লাখ ৯১ হাজার ২৯১ টাকা উল্লেখ করেন। কিন্তু এই গাড়িরও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও মডেল কিংবা কোনো তথ্যই হলফনামায় তিনি উল্লেখ করেননি।

## ফেঞ্চুগঞ্জে কবরস্থান থেকে শিশু উদ্ধার

**ফেঞ্চুগঞ্জ সংবাদদাতা :** ফেঞ্চুগঞ্জে কবরস্থান থেকে এক নবজাতক শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত সোমবার সকালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার ঘিলাছড়া ইউনিয়নের নিজঘিলাছড়া গ্রামের কবরস্থান থেকে নবজাতকটিকে উদ্ধার করা হয়। কবরস্থান থেকে নবজাতক উদ্ধারের খবরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শিশুটিকে একনজর দেখতে ভিড় করেন উৎসুক মানুষ। পরে নবজাতকটিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন শিক্ষিকা তাহমিনা ও এলাকার লোকজন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, মায়ের কবর জিয়ারতে যান এক যুবক। জিয়ারতের মাঝখানে হঠাৎ শুনতে পান নবজাতকের কান্না। ভড়কে যান ওই যুবক। যুবকের চিৎকারে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। কবরস্থানে পাওয়া যায় কান্নারত নবজাতকটিকে। কিন্তু কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেকে। এসময় এগিয়ে যান তাহমিনা নামের এক স্কুলশিক্ষিকা। পরম মমতায় কোলে তুলে নেন নবজাতকটিকে।

# জগন্নাথপুরে দুইপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

**সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা :** সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে ফেইসবুক পোস্ট নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও উভয়পক্ষের কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার জগন্নাথপুর উপজেলার রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের বাগময়না তাজপুর গ্রামে। স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, ফেইসবুক পোস্ট নিয়ে গত ১১ নভেম্বর সোমবার বাগময়না তাজপুর গ্রামের সুজাত মিয়া ও আবদুলকাছ এর লোকজনের মধ্যে প্রথমে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে বড় ধরণের কোন হতাহতের আগেই স্থানীয় শালিসি ব্যক্তিরা উভয়কে সরিয়ে দিলে আর সংঘর্ষ হয়নি। এরই জের ধরে মঙ্গলবার বিকেলে আবারো দুইপক্ষের লোকজন রণসাজে সজ্জিত হয়ে মাইকিং করে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রায় ঘন্টাব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এলাকারণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই বৃদ্ধ সুজাত মিয়া (৭০) সুলফির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত ডা. সৃজনা সরকার তমা তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন, জাবেদ আলী, রেকুল মিয়া, সুনু মিয়া, মহিম মিয়া, সেজুল মিয়া, লিটন মিয়া, হেলাল মিয়া, আবদুল মোমিন, কাজল মিয়া, মারুফ মিয়া, জয়নাল আবেদীন, জুনেদ আলী, হোসেন মিয়া ও সেকুল মিয়া। এর মধ্যে ১৩ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় উভয়পক্ষের কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। আহতরা জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ বিষয়ে জগন্নাথপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান আকন্দ জানান, ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে পুলিশ মোতায়েন আছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে। বিষয়টি নিস্পত্তি হওয়ার পরও কথা কাটাকাটি নিয়ে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

## গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে

# 'ভাড়ায় গিয়ে' হ.ত্যা মামলায় ফেঁসে গেলেন জাউয়ার চাচা-ভাতিজা

পতিত সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার জাউয়াবাজার এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন কথিত আ'লীগ নেতা রেজা মিয়া তালুকদার ও তার ভাতিজা হিরক মিয়া তালুকদারের নেতৃত্বে গঠিত চাচা-ভাতিজা অপরাধী চক্র। এমন অপকর্ম নেই যা তারা করেননি। অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাড়ি-জমি জবরদখল, ঘর বা দোকানকোটা নির্মাণকারীদের কাছে জোরপূর্বক চাঁদা দাবি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)'র সমান্তরাল বেআইনী সংস্থা গঠন করে দক্ষিণ ছাতক এলাকায় হাইকোর্ট নিষিদ্ধ ব্যাটারিচালিত রিক্সা ও টমটম বা ইজিবাইকের রুট পারমিট প্রদানের নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাত, সালিশ-বিচারের নামে সাধারণ ও নিরিহ মানুষকে হয়রানী বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে জবরদস্তিমুলক অর্থ আদায় এরকম নানা অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে। এ চক্রের অব্যাহত অন্যায় জুলুম-নির্যাতনে অতীষ্ঠ জাউয়াবাজার এবং আশেপাশের ৫/৬টি ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ।

শুধু এলাকাবাসী-ই নয়, এ চক্রের হাত থেকে রেহাই পায়নি নিকটাত্মীয়রাও। বহুতল ভবন নির্মাণকালে চাচাতো ভাই মুক্তার মিয়া তালুকদারের কাছেও চাঁদা দাবি করেন হিরক মিয়া তালুকদার। এ ঘটনায় বিক্ষুব্দ মুক্তার তালুকদার বাদী হয়ে হিরকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন (মামলা নং-২৮, জিআর মামলা নং-২৯৯/১১)। এছাড়া এ চক্রের প্রধান রেজা মিয়াসহ প্রায় সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ছাতক থানাসহ সিলেট-সুনামগঞ্জের বিভিন্ন থানায় বেশ কয়েকটি মামলা চলমান রয়েছে। এরমধ্যে কিছু মামলা আদালতে শুনানী চলছে। আর কয়েকটি রায়ের জন্য অপেক্ষমান।

এরই মধ্যে জুলাই-আগস্টে দেশে সংঘটিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হত্যা, হত্যাচেষ্টা, বোমাবাজি, লুটপাট, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইত্যাদি অপকর্মে 'ভাড়া খাটতে গিয়ে' মামলায় ফেঁসে গেছেন চাচা-ভাতিজা চক্রের প্রধান রেজা তালুকদার, তার প্রধান সহযোগী হিরক তালুকদার, গোলাম মুক্তাদিরসহ অন্যরা। তাদের বিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকার এক থানায় দন্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারায় হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে। জনৈক সবুজ আলীর ছেলে রিক্সাচালক মোঃ আরিফ (২৮) কে গুলি করে হত্যার দায়ে নিহতের মা সূর্যবানু বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন। মামলায় চাচা-ভাতিজা চক্রের বেশ কয়েকজনকে আসামী করা হয়েছে। হত্যা মামলায় জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশী অভিযান চলছে। আর সরকার পরিবর্তন হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন চাচা-ভাতিজা চক্রের সদস্যরা। জানা গেছে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে চলে গেছেন তারা।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, চাচা-ভাতিজা চক্রের অর্থদাতা যুক্তরাজ্য প্রবাসী কবির আহমদ হলেও এদের বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন জাউয়া কোনাপাড়া গ্রামের আসদ আলীর ছেলে ছয়ফুল। ছয়ফুল সাবেক ছাত্রলীগ ক্যাডার, পুলিশের তালিকাভূক্ত অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অনেকগুলো মামলাও রয়েছে।

কথিত আছে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন প্রতিরোধ করতে অস্ত্রসহ নিজেরা ভাড়া খাটতে গিয়ে ঢাকাসহ সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এই বাহিনীর রেজা-হিরক-গোলাম মুক্তাদিরসহ অন্যরাও মামলার আসামি হয়েছেন। গত ১৬ অক্টোবর ছাতক থানায় এই চক্রের প্রধানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে পুলিশ এ্যাসল্ট মামলা। ছাতক থানার জাউয়াবাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মোঃ আব্দুস সালাম বাদী হয়ে এটি দায়ের করেছেন (মামলা নং-১০/২৪)।

এতোগুলো মামলার মুখোমুখি হয়ে দিশেহারা চক্রের সদস্যরা। এজন্য ৫ আগষ্টের পর আর তাদের জাউয়াবাজার এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। তারপরও জনমনে কিন্তু স্বস্তি নেই। জাউয়াবাজারসহ সংলগ্ন ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে আতংক। কখন জানি চাচা-ভাতিজা চক্র আবারও হামলা চালায় নিরীহ মানুষের উপর।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পতিত আ'লীগ সরকারের আমলে রেজা মিয়া নিজেকে জাউয়াবাজার ইউনিয়ন আ'লীগের সভাপতি দাবি করতেন। বাস্তবে এর সত্যতা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। আর পুরোনো দাপট দেখাতে গিয়ে রেজা-হিরক-মুক্তাদিররা ফেঁসে গেছেন পুলিশ এ্যাসল্ট মামলায়।

মামলা সুত্রে জানা যায়, ছাতকের সিংচাপইড় ইউনিয়নে গত ১৫ অক্টোবর ইন্সপেক্টর আব্দুস সালাম এক আসামী গ্রেফতার করেন। খবর পেয়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন এবং রেজা ও হিরকের নেতৃত্বে তাদের বাহিনীর সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে ধৃত ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে যান। এ ঘটনায় ইন্সপেক্টর আব্দুস সালাম বাদী হয়ে ছাতক থানায় পুলিশ এ্যাসল্ট মামলা দায়ের করেন। মামলার আইও এসআই আব্দুস ছাত্তার জানান, পুলিশ এ্যাসল্টে জড়িত থাকার দায়ে এ পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

পুলিশের একটি সুত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ ছাতক এলাকা হাইকোর্ট নিষিদ্ধ ব্যাটারিচালিত রিক্সা ও টমটমবা ইজিবাইকের রুট চলাচলে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। এ কারণে পুরো বাহিনী নিয়ে এসে প্রকাশ্যে জনসম্মক্ষে পুলিশ সার্জেন্ট হামিদুরকে অপদস্থ ও নাজেহাল করেন রেজা মিয়া তালুকদার। এ নিয়েও মামলা হয়েছিল বলে সুত্রটি জানিয়েছে। এ ঘটনার ব্যাপারে সে সময় জাতীয় ও স্থানীয় বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদও হয়েছিল।

স্থানীয় একটি সুত্র জানিয়েছে, এলাকায় অত্যন্ত সম্মানী এক দানশীল যুক্তরাজ্য প্রবাসীর দোকানকোটা জবরদখল, লুটপাট, মারপিট, চাঁদা দাবির অভিযোগে সুনামগঞ্জ জেলা জজ আদালতে চলমান এক মামলায় রেজা মিয়াসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ওই প্রবাসীসহ বেশ কয়েকজন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। মামলাটি শেষপর্যায়ে রয়েছে বলে বাদীপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেভাবে মামলার গতি-প্রকৃতি এগুচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে বিবাদীরা আইনের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রাপ্ত সুত্রে জানা গেছে, চাচা-ভাতিজা বাহিনীর অন্যতম কুশীলব এবং অর্থদাতা প্রবাসী কবির আহমদের বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জের ছাতক থানায় ২০০৮ সালের ২ মার্চ দায়েরি এফআইআর নং-৩, জিআর মামলা নং-৫৩/০৮-এর মাধ্যমে ৩২৩/১৪৩/৩০৭/৩৮০/৪২৭ ধারায় মামলা চলমান রয়েছে। এছাড়া সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)'র এয়ারপোর্ট থানায় ২০২৩ সালের ৪ মে দায়েরি এফআইআর নং-৮/২৩ (ধারা-১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৭৯/৫০৬/
১১৪ বাংলাদেশ দন্ডবিধি) মামলায় তিনি অভিযুক্ত।

বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিরক মিয়া তালুকদারের বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জের ছাতক থানায় ২০১১ সালের ৪ নভেম্বর দায়েরি এফআইআর নং-৭, জিআর মামলা নং-৩১৫/১১ বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারায়, ২০১১ সালের ২৫ অক্টোবর দায়েরি এফআইআর নং-২৮, জিআর মামলা নং-২৯৯/১১ মামলায় ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩৮৫/৫০৬ (২) ধারায় এবং ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর দায়েরি এফআইআর নং-১০, জিআর মামলা নং-৩০৪/০৭-এ বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩০৭/৩৭৯ ধারায় মামলা চলমান রয়েছে।

এছাড়া সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)'র এয়ারপোর্ট থানায় ২০২৩ সালের ৪ মে দায়েরি এফআইআর নং-৮/২৩ বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৭৯/৫০৬/১১৪ ধারায় রেকর্ডকৃত মামলায় তিনি আসামি। এই বাহিনীর আরেক প্রভাবশালী সদস্য গোলাম মুক্তাদিরের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের ২০ মে দায়েরি এফআইআর নং-২৪/১২২, জিআর মামলা নং-১২২/১৭ মামলায় বিভিন্ন ধারায় মামলা চলমান রয়েছে।

এসব মামলায় ওদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি আছে অথবা কোন কোন মামলায় প্রাথমিক পর্যায়ে কারাভোগ করে জামিনে বেরিয়ে এসেছে। এতো কিছুর পরও কিন্তু এই চক্রটি থেমে নেই। একের পর এক তাদের দৌরাত্ম ও জবরদস্তি চালিয়ে যাচ্ছে।

জাউয়াবাজার এলাকা এবং এর আশেপাশের ইউনিয়নসমুহের বাসিন্দারা মনে করেন রেজা মিয়া তালুকদারের নেতৃত্বাধীন চাচা-ভাতিজা চক্রের অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে জনগণকে রক্ষা করতে প্রশাসনকে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। যেহেতু ওদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা রয়েছে, সেহেতু দুস্কৃতিকারীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা প্রশাসনের পক্ষে অসম্ভব নয়।

# ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বেশি নাজেহাল সাংবাদিক ও রাজনীতিকরা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বাতিল হতে যাওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সবচেয়ে বেশি নাজেহাল হয়েছেন সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদরা। এ ছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো পোস্ট দিলে এই আইনে মামলা হওয়ার বিষয়টি ছিল অবধারিত। সারা দেশে এ ধরনের মামলা হয় অন্তত ১৯০টি। এ আইনকে বিরোধী মত দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

তাঁদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ প্রকাশ করা হলেও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক জামিন অযোগ্য মামলার আসামি হতেন। এ ধরনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ৯৭ জন সাংবাদিককে কারাবাস করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯৪ জনের জামিনে মুক্তি মিললেও তিনজন এখনো কারাগারে।

আইজি প্রিজনস ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন জানান, বর্তমানে ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনে ৪৬ জন এবং ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় বন্দি রয়েছেন ৫০ জন, যার মধ্যে তিনজন সাংবাদিক।

এক শিশুর ছবি নিয়ে অনলাইনে কার্ড প্রকাশ করার জেরে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই সময় বিষয়টি ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করে। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকার ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করে। ২০২৩ সালের ৭ আগস্ট ঘোষণা দেওয়া হয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি (ডিএসএ) এখন থেকে সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ) নামে নতুন একটি আইন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে। তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দিয়ে দায়ের করা মামলাগুলো অব্যাহত থাকবে। অভিযোগকারীদের মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে যুক্তদের সংখ্যাই বেশি। আইনটি হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ২০২১ সালে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আইনটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে।

২০২৩ সালের ৫ জুন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সংসদে জানান, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাসের পর ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এ আইনে সারা দেশে সাত হাজার একটি মামলা হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাস হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি একই বছরের ৮ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। এর তিন দিনের মাথায় ১১ অক্টোবর এই আইনের অধীনে প্রথম মামলা হয়।

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) একটি ওয়েবিনারে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৫ বছরের চিত্র নিয়ে কঠিন পরীক্ষা' নামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এক হাজার ৪৩৬টি মামলা করা হয়েছে। দেখা যায়, পাঁচ বছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় চার হাজার ৫২০ জন অভিযুক্ত এবং এক হাজার ৫৪৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এ সময় মাসে গড়ে মামলা হয়েছে প্রায় ২৪টি এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রায় ২৬ জন। অভিযুক্তদের মধ্যে রাজনীতিবিদ ৪৯৫ জন, সাংবাদিক ৪৫১ জন ছিলেন। এ ছাড়া অভিযোগকারীর প্রায় ৭৮ শতাংশই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদিকরা প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছেন। ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা বেশি অভিযুক্ত। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মানহানির অভিযোগে মামলা হয়েছে ১৯০টি। বেশির ভাগ মামলা করেছেন তাঁর সমর্থকরা। এর পরের অবস্থানে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। ফেসবুকে পোস্ট বা মন্তব্য করার দায়ে এ আইনে মামলা হয়েছে ৯০৮টি। বাকি ৫২৮টি মামলা হয়েছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এই আইনে মামলার ক্ষেত্রে দেশের কোনো জেলা বাদ যায়নি। সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে ঢাকায়। এ ছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় ২৮ শিশুকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ২২ শিশুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিযোগকারী ৮৫৯ জনের পেশা শনাক্ত করা গেছে। এর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য ১৮৯ জন, রাজনীতিবিদ ৩৩৮ জন (আওয়ামী লীগের ২৬৩ জন, যা মোট অভিযোগকারীর ৭৭.৮১ শতাংশ)। প্রধানমন্ত্রীর মানহানির জন্য বছরভিত্তিক মোট মামলার বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে একটি, ২০১৯ সালে ১৪টি, ২০২০ সালে ৬০টি, ২০২১ সালে ৬৪টি, ২০২২ সালে ৩৮টি এবং ২০২৩ সালে ১৩টি মামলা হয়েছে।

এ সময় মন্ত্রীদের মানহানির জন্য দায়ের করা মামলার সংখ্যা ৮০। এর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী করেছে আটটি, মন্ত্রীরা করেছেন ছয়টি, মন্ত্রীদের সমর্থনকারীরা করেছেন অবশিষ্ট ৬৬টি মামলা। এসব মামলায় মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ৩৩৭, আর গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬৮ জন। রাজনীতিবিদদের মানহানির দায়ে করা মামলার সংখ্যা ২১২। এর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী করেছে সাতটি, রাজনীতিবিদরা করেছেন ৯৩টি, রাজনীতিবিদদের সমর্থনকারীরা করেছেন অবশিষ্ট ১১২টি মামলা। এসব মামলায় মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ৭৩৯ আর গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৩৬ জন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য ২২টি ধারার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫ ধারা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৬৯টি মামলা হয়েছে ২৫ ধারায়। এতে মোট অভিযুক্ত ৯০৫ জন। গ্রেপ্তার ১৮৫ জন। ২৯ ধারায় মামলা ২৬৭টি, মোট অভিযুক্ত ৮৮৮ জন, গ্রেপ্তার ১৫১ জন। ৩১ ধারায় মামলা ১৬৭টি, মোট অভিযুক্ত ৫৩৯ জন, গ্রেপ্তার ১৩০ জন। ৩৫ ধারায় মামলা ১৭৩টি, মোট অভিযুক্ত ৯৬১ জন এবং গ্রেপ্তার ১৯৭ জন। এসব মামলার সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, স্বচ্ছতার অভাব, বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, বিচারপূর্ব বন্দি বা আটক, শিশু-কিশোরদের আইনের আওতায় আনা এবং আইনের স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার।

# ঢালাওভাবে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অন্তরায়: সম্পাদক পরিষদ

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** ঢালাওভাবে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের অন্তরায় বলে মনে করছে সম্পাদক পরিষদ। এতে সম্পাদক পরিষদ উদ্বিগ্ন।

মঙ্গলবার সম্পাদক পরিষদের সভাপতি মাহফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

এতে বলা হয়, তিন দফায় মোট ১৬৭ জন সাংবাদিকের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করেছে তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি)। এ তালিকায় অনেক পেশাদার ও সক্রিয় সাংবাদিক এবং সম্পাদকের নামও রয়েছে, যা সম্পাদক পরিষদ ও এর সদস্যদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

সম্পাদক পরিষদ মনে করে, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের কোনো অপব্যবহার হলে তা রিভিউ করার অধিকার তথ্য মন্ত্রণালয় রাখে। তবে এভাবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও অপরাধের প্রমাণ ছাড়াই ঢালাওভাবে প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিতের অন্তরায়। এর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমে সেন্সরশিপসহ নিয়ন্ত্রণবাদী পরিবেশ তৈরির ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, যা জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের মূল চেতনারও পরিপন্থী।

বিষয়টিকে বিগত অতিনিয়ন্ত্রণবাদী কাঠামোর অগণতান্ত্রিক চর্চারই পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখছে সম্পাদক পরিষদ।

এ অবস্থায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি সম্পাদক পরিষদের আহ্বান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও অপরাধের প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের ঢালাও পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের ওপর সব ধরনের আক্রমণ বন্ধ এবং স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতার নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

## মাকে হত্যা করে ফ্রিজে রাখলো পুত্র!

মাদ্রাসা ছাত্র সাদ। শ্বাসরোধে হত্যার পর ডাকাতি বলে চালানোর চেষ্টা করে। আটকের পর র‍্যাব কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে বিষয়টি স্বীকার করেছে সে। মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়ায় র‍্যাব-১২ এর ক্যাম্পে এক প্রেসব্রিফিংয়ে কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. এহতেশামুল হক খান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, হাতখরচের টাকা নিয়ে সাদের সঙ্গে তার মা উম্মে সালমা খাতুনের ঝগড়া বিবাদ চলে আসছিল। প্রায় প্রতিদিনই বাড়ি থেকে ৫০০-১০০০ টাকা হারিয়ে যেত। ঘটনার দিন টাকা চেয়ে না পাওয়ায় সাদ তার মাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে। জানা যায়, সাদ প্রেম করে এবং অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এজন্য টাকা চেয়ে না পেলে সে খুবই রাগান্বিত হয়ে পড়ত।

পরিবারের ছোট ছেলে মাদ্রাসা ছাত্র সাদ তার মাকে হত্যার পর ওড়না দিয়ে হাত-পা বেঁধে লাশ বাড়ির ডিপ ফ্রিজে রাখে। নিজেকে বাঁচাতে হত্যাকাণ্ডের দায় ডাকাতের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে। তাই কুড়াল দিয়ে ঘরের আলমারিতে আঘাত করে। র‍্যাব-১২ বগুড়া কোম্পানির সদস্যরা সোমবার মধ্য রাতে তাকে পার্শ্ববর্তী কাহালু উপজেলার পাঁচপীর আড়োবাড়ি এলাকায় তার দাদা রমজান মোল্লার বাড়ি থেকে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদে সে মাকে হত্যার কথা স্বীকার করেছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, দুপচাঁচিয়ার দারুস সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ও উপজেলা মসজিদের খতিব আজিজুর রহমান জয়পুরপাড়া এলাকায় আজিজিয়া মঞ্জিলের তৃতীয় তলায় বসবাস করেন। বড় ছেলে ও মেয়ে ঢাকায় এবং তার সঙ্গে স্ত্রী উম্মে সালমা খাতুন (৫০) ও ছোট ছেলে একই মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সাদ বিন আজিজুর থাকে। সাদ গত ১০ নভেম্বর সকালে মায়ের কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়। সে তার মাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। নাস্তা না করেই বাড়ির বাহিরে চলে যায়। মাদ্রাসায় না গিয়ে আশপাশে অবস্থান করার পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আবার বাড়িতে আসে। এ সময় মা বঁটি দিয়ে কুমড়া কাটছিলেন। সাদ পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে পেছন থেকে মায়ের নাক ও মুখ চেপে ধরে। এ সময় ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বঁটি দিয়ে সাদের একটি আঙুল কেটে যায়। এরপরও সে দুহাত দিয়ে নাক ও মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধে মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত করে। এ হত্যার ঘটনা ডাকাতি হিসাবে প্রচার করতে ওড়না দিয়ে মায়ের দুই হাত-পা বেঁধে লাশ ডিপ ফ্রিজে রাখে। ডাকাতির প্রমাণ দেখাতে কুড়াল দিয়ে আলমারিতে কয়েকটি কোপ দেয়। এরপর প্রধান ফটকে তালা দিয়ে বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর বাড়িতে ফিরে মা সালমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে বাবা আজিজুর রহমানকে ফোনে ডেকে আনে।

খবর পেয়ে দুপচাঁচিয়া থানা পুলিশ এসে সালমা খাতুনের লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

## ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ হিন্দুরা

কে শর্মা এর জন্য দায়ী করছেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরকেই। ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের কর্মকর্তাদের 'সংবেদনশীলতার অভাব' এবং আলোচনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। সমাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিওবার্তায় তিনি বলেছেন, 'গত প্রায় ১৪ বছরে ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে দীপাবলির অনুষ্ঠান মাংস ও সুরা ছাড়াই পালিত হয়েছে। এবারের অনুষ্ঠানে মাংস এবং সুরা যুক্ত হওয়ায় আমি হতাশ এবং বেশ স্তম্ভিত। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের উপদেষ্টাদের এতটা অসতর্কতা এবং অবহেলাপূর্ণ মনোভাব খুবই দুঃখজনক।" গত বছর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের দিওয়ালি পার্টিতে অবশ্য আমিষ খাবারের কোনও বালাই ছিল না। এড হ্যান্ডেলে বৃটিশ হিন্দু পণ্ডিত সতীশ কে শর্মা বলেছেন, 'যদি বিষয়টি ইচ্ছাকৃত ভুল না-ও হয়, তাহলেও প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ হিন্দু কমিউনিটির ভাবাবেগে আঘাত করেছে।' যদিও এখনও পর্যন্ত ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের পক্ষ থেকে এই মর্মে কোনও অফিসিয়াল বিবৃতি আসেনি। ব্রিটেনে বসবাসকারী হিন্দুদের একটি সংগঠন 'ইনসাইট ইউকে'-ও এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

## জামায়াতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে চায় না

গেছে এসব তথ্য।

গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ভার্চুয়ালি সভাপতিত্ব করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জানা গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগীয় শহরে সমাবেশ হবে। ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম দিয়ে বিভাগীয় সমাবেশ শুরু করার কথা ভাবছে বিএনপি।

বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল বলেন, 'ঐতিহাসিক সফল র‍্যালি করার মাধ্যমে ঢাকাসহ সারা দেশের নেতাকর্মীরা এখন অনেক উজ্জীবিত। এবার র‍্যালিতে ব্যাপক সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণের শহিদ জিয়াউর রহমানের প্রতি যে সম্মান ও ভালোবাসা তা প্রমাণ করেছে এবারের র‍্যালিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। আর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাংগঠনিক কাজগুলো আরও সুচারুরূপে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য। এক্ষেত্রে নতুন কিছু কর্মসূচি আসবে।'

অন্তর্বর্তী সরকার মেয়াদের তিন মাসেও নির্বাচনি রোডম্যাপের বিষয়টি স্পষ্ট না করায় চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে রোডম্যাপ ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। অন্যথায় আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে রাজপথে সোচ্চার হবে দলটি। গত ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বিএনপি নেতারা মনে করছেন, রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার এবং নির্বাচনি প্রক্রিয়া দুটিই সমান্তরালভাবে চলা উচিত। এজন্য সরকারকে অবিলম্বে একটি রোডম্যাপ দিয়ে সামনে এগোনো দরকার। যতদিন পর্যন্ত এই রোডম্যাপ দেওয়া না হবে, ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার যে শঙ্কা' রয়েছে, সেটা কাটবে না।

তারা বলছেন, একটি অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তবে সরকারের সব কার্যক্রমের ফোকাস হওয়া উচিত নির্বাচন। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী 'ফ্যাসিবাদী' সরকারের নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। তাই নির্বাচন নিয়ে জনমনে বিভিন্ন সময় যে শঙ্কা তৈরি হচ্ছে, সেটা কাটাতে এই সরকারকে দ্রুত রোডম্যাপ দিয়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢোকা দরকার।

স্থায়ী কমিটির বৈঠকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে গত শুক্রবার রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিএনপির বর্ণাঢ্য র‍্যালির মূল্যায়ন করেন নেতারা। তারা বলেন, ঢাকায় যে র‍্যালি হয়েছে, বিএনপির বিবেচনায় সেটা সর্বকালের সর্ববৃহৎ র‍্যালি। যেটা নয়াপল্টন থেকে শুরু হয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হয়। কয়েক লাখ লোকের অংশগ্রহণে এই র‍্যালির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, বিএনপি দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শক্তি। সুতরাং বিএনপিকে বাইরে রেখে কিংবা এড়িয়ে কোনো কিছু করা যাবে না। তাছাড়া বিএনপি এই অন্তর্বর্তী সরকারের বড় সহযোগী এবং সহায়ক শক্তি। তাই বিএনপির সঙ্গে আলোচনা করেই সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

বিএনপি মনে করছে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্র মোকাবিলা এবং নির্বাচনি রোডম্যাপ ঘোষণা-এই দুই ইস্যুতে মাঠের কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। সেই ভাবনা থেকেই এবার দশ সাংগঠনিক বিভাগে বড় সমাবেশ করার চিন্তাভাবনা করছে দলটি। এছাড়া মহান বিজয় দিবস ঘিরেও বড় শোডাউনের পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির। তাই আগামী ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আরেকটি বড় র‍্যালিও করবে দলটি।

বৈঠকে সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে সম্প্রতি তিনজনের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিএনপি নেতারা অভিমত দেন, এদের মধ্যে দুজনকে নিয়ে নানা মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে ছাত্র-জনতা এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং তারা আন্দোলন করছে। এই নিয়োগ নিয়ে তারাও (বিএনপি) বিস্মিত। যথেষ্ট যাচাই-বাছাই ও চিন্তাভাবনা করে এদের নিয়োগ দিলে এই বিতর্ক সৃষ্টি হতো না। তাই সরকারের উচিত যথাসম্ভব বিতর্ক এড়িয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া। বিতর্কিত কাউকে সরকারে না রাখা এবং ভালোভাবে খোঁজখবর করে দায়িত্বে নিয়ে আসা।

বৈঠকে দলের কেউ কেউ বিএনপি-জামায়াতের সম্পর্ক নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির বরাবরই তো কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের পতনে তারা একই সঙ্গে আন্দোলন করেছে। ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশের আগের দিন এক অনানুষ্ঠানিক সভায় শরিকদের ডেকে তৎকালীন ২০ দলীয় জোট ভেঙে দেওয়া হয়। জোট ভেঙে দেওয়ার পরও জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির যোগাযোগ ছিল।

১০ দফা দাবিতে ওই বছরের ডিসেম্বর থেকে বিএনপির নেতৃত্বে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়। শুরুতে জামায়াত দুটি কর্মসূচি যুগপৎভাবে পালন করলেও পরে দলটি নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী সরকার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে সক্রিয় ছিল। এখন ৫ আগস্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও মাঠ প্রশাসনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পদায়ন নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। যেটাতে দল দুটির মধ্যে এক ধরনের মতদ্বৈধতা তৈরি হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। এ ক্ষেত্রে জামায়াত বিএনপিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে কিনা, সে প্রশ্নও সামনে আসছে। এমন প্রেক্ষাপটে জামায়াতের সঙ্গে যাতে কোনো দূরত্ব তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত বলে বৈঠকে অভিমত দেন বিএনপির কয়েকজন নেতা।

তারা বলেন, বিশেষ করে নির্বাচন ইস্যু এবং জাতীয় ঐকমত্যের প্রশ্নে যাতে কোনো মনোমালিন্য কিংবা দূরত্ব তৈরি না হয়, সেদিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। এজন্য জামায়াতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার তাগিদ দেন নেতারা

## অভিবাসী তাড়ানোর মিশনে নামছেন ট্রাম্প

**পোস্ট ডেস্ক :** ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন দুই মাস পর। দায়িত্ব নেওয়ার দিনই তিনি বেশ কয়েকটি নির্বাহী আদেশ দেবেন। হোয়াইট হাউসে পা দেওয়ার প্রথম দিনেই অবৈধ অভিবাসীদের ওপর চড়াও হবেন তিনি। অভিবাসীদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোও বাতিল করবেন ট্রাম্প।

তিনটি সূত্রের বরাতে দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের ফলে অতীতে অপরাধের সঙ্গে জড়িত নেই, এমন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা বাড়বে মার্কিন কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্মকর্তাদের। একই সঙ্গে মেক্সিকো সীমান্তে মার্কিন সেনার সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং এই সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু হবে।

পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে সূত্রটি জানিয়েছে, গত কয়েক বছরে আমেরিকায় লাখ লাখ অভিবাসীকে বৈধভাবে প্রবেশের সুযোগ দিতে মানবিক প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন জো বাইডেন। নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সেই প্রকল্প বাতিল করতে পারেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যেসব অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তাদের স্বেচ্ছায় দেশটি ত্যাগ করতে উৎসাহ করবেন ট্রাম্প।

গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের হামলা বন্ধের দাবিতে চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যে অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীও ছিলেন। এসব ছাত্র-ছাত্রীসহ যেসব বিদেশি শিক্ষার্থী মার্কিন ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করেছেন, তাদের স্বদেশে ফেরানোর বিষয়টিও অগ্রাধিকার তালিকায় থাকতে পারে।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালেই দেশটিতে অবৈধভাবে এক কোটি ১০ লাখ অভিবাসী বসবাস করছিলেন। দুই বছর পর এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। নিউইয়র্ক, শিকাগো ও ডেনভারের মতো অনেক শহরে এসব অভিবাসীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাদের আবাসনের ব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা দিতে হিমশিম খাচ্ছে এসব শহরের কর্তৃপক্ষ।

এবারের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের বড় প্রতিশ্রুতি ছিল অবৈধ অভিবাসী তাড়ানো। তার অভিযোগ, বাইডেন সরকার বিপুলসংখ্যক অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দিয়েছে। যদিও বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী গ্রেফতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। আর সীমান্ত সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠোর করায় চলতি বছরে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের হারও নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

তবে এতেও সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ আরও কমাতে চান তিনি। গত রোববার মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বিভাগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরিচালক টম হোম্যানকে অবৈধ অভিবাসন ঠেকানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। একজন কট্টর অভিবাসীবিরোধী কর্মকর্তা হিসেবে হোম্যানের পরিচিত রয়েছে।

## বিয়ানীবাজারে ন্যাশনাল ব্যাংকে তালা

সিলেট অফিস : সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখায় টাকা না পেয়ে প্রধান ফটকে তালা দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। বুধবার পৌর শহরে ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখায় এ ঘটনা ঘটে। ব্যাংকের ইনচার্জ সুন্দর আলী ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, নগদ টাকার সংকট রয়েছে। আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তারা গ্রাহকদের ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন।

জানা গেছে, ন্যাশনাল ব্যাংকে টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা তালা ঝুলিয়ে দেন।

গ্রাহকদের অভিযোগ, প্রতিদিন একবার করে টাকার জন্য এসে ঘুরে গেলেও টাকা তুলতে পারছেন না।

নুর আহমেদ নামে এক গ্রাহক জানান, আমি বড়লেখা থেকে প্রতিদিন টাকার জন্য এসে ঘুরে গেলেও টাকা পাচ্ছি না। মাছুম আহমদ নামের অপর এক গ্রাহক জানান, তার বোনের ৭ লাখ টাকা তোলার জন্য কয়েকদিন থেকে ঘুরছেন কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। এর আগে ৩০ অক্টোবর টাকা না পেয়ে গ্রাহকরা ন্যাশনাল ব্যাংকের সিলেট মহানগরীর শিবগঞ্জ শাখায় তালা দিয়েছিলেন।


SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

# খালেদা জিয়ার ১০ বছরের সাজা স্থগিত

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের সাজার বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে খালেদা জিয়াকে দেয়া ১০ বছরের সাজা স্থগিত করেছেন সর্বোচ্চ আদালত। আপিল শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাজা স্থগিত থাকবে। পাশাপাশি খালেদা জিয়াকে আপিলের সার সংক্ষেপ দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সোমবার আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ রুল দেন হাইকোর্ট। এরপর সাজা বৃদ্ধিতে দুদকের আবেদনে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে ২০১৮ সালের ৩০শে অক্টোবর বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ খালেদা জিয়ার সাজা পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করেন। অন্যদিকে, ২০১৮ সালের ২৯শে অক্টোবর রাজধানীর পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের ৭ নম্বর কক্ষে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মো. আখতারুজ্জামান জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে তাকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। গত ৪ঠা নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাত বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। তার অংশ হিসেবে নিজের খরচে পেপারবুক (মামলা বৃত্তান্ত) তৈরির আবেদন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট।

এ আদেশ দেন। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র এডভোকেট জয়নুল আবেদীন। খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল, ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, এডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল ও এডভোকেট আমিনুল ইসলাম। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। দুদকের পক্ষে ছিলেন এডভোকেট আসিফ হোসাইন।

আদেশের পর খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা সংক্রান্ত রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। রায়ের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার আনা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে এই আদেশ দেয়া হয়। আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে আপিলের ওপর শুনানি হবে।

দুদকের আইনজীবী মো. আসিফ হাসান আদালতকে বলেন, এই ট্রাস্টের টাকা কিন্তু আত্মসাৎ হয়নি। জাস্ট ফান্ডটা মুভ হয়েছে। সুদে আসলে অ্যাকাউন্টেই টাকাটা জমা আছে, কোনো টাকা ব্যয় হয়নি।

২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি বকশীবাজারে কারা অধিদপ্তরের প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক ড. মো. আখতারুজ্জামান অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে খালেদার ছেলে ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মাগুরার সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হক কামাল, ব্যবসায়ী শরফুদ্দিন আহমেদ, ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ও মমিনুর রহমানকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেন আদালত। একই বছরের ২৮শে মার্চ খালেদা জিয়ার সাজা বৃদ্ধি চেয়ে দুদকের করা আবেদনে

# অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে বৈষম্য

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। ২৪ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের অন্তত ১৩ জনের জন্মস্থান চট্টগ্রাম বিভাগে। এই ১৩ উপদেষ্টার দপ্তর-উপ দপ্তরেও তাদের নিজস্ব এলাকার ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উপদেষ্টা পরিষদে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঢাকা বিভাগের রয়েছেন ৭ জন। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কেউ উপদেষ্টা পরিষদে নেই। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের একজন করে আছেন। একক জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা জেলা থেকে উপদেষ্টা হয়েছেন বেশি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকেই এই বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এমন বৈষম্য দূর করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে।

রাজনৈতিক সরকারের সময়েও মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভাগ ও অঞ্চল বিবেচনা করে নিয়োগ দেয়া হয় যাতে সব অঞ্চল ও এলাকার প্রতিনিধিত্ব থাকে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে এক্ষেত্রে বড় বৈষম্য তৈরি হয়েছে অঞ্চল বিবেচনায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে উপদেষ্টা পরিষদে এই অঞ্চল বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম। এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, 'শুধু ১টা বিভাগ থেকে ১৩ জন উপদেষ্টা; অথচ উত্তরবঙ্গের রংপুর, রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলা থেকে কোনো উপদেষ্টা নাই! তার উপর খুনি হাসিনার

তেলবাজরাও উপদেষ্টা হচ্ছে!'

ওদিকে রোববার রাতে তিন উপদেষ্টার শপথ নেয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঞ্চল বৈষম্য নিরসন দাবি করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন উত্তরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. নূরুল আমীন বেপারী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় কথা উঠেছে সরকার এক বিভাগ থেকেই বেশি উপদেষ্টা নিয়েছে। এ কারণে সরকার বেশি সফলতা পাচ্ছে না বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্মস্থান চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নে। শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের জন্মস্থানও চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলায়। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের পৈতৃক নিবাসও চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। যদিও তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঢাকায়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলও চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারও চট্টগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। একই জেলার যুব ও ক্রীড়া এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপের অধিবাসী। একই জেলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক। ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার চট্টগ্রামের চন্দনাইশের বাসিন্দা। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমের পৈতৃক বাড়িও চট্টগ্রামে। বিয়ে ও পরিবার সূত্রে তিনি ঢাকার ধামরাইয়ের বাসিন্দা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমার বাড়ি চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়িতে।

সর্বশেষ উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়া মো. মাহফুজ আলমের বাড়ি চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফের জন্ম কলকাতায়। কলকাতা কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করে পরে তিনি ঢাকায় আসেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ঢাকা বিভাগের নরসিংদী জেলার অধিবাসী। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ঢাকা বিভাগের মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বাসিন্দা। শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানও একই জেলার। বন ও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার অধিবাসী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ঢাকা জেলার বাসিন্দা। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী ঢাকার বাসিন্দা।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বরিশাল বিভাগের একমাত্র উপদেষ্টা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারের জন্মস্থান সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জে। যদিও তিনি কর্মসূত্রে ময়মনসিংহে স্থায়ী। তাকে বাদ দিলে সিলেট বিভাগের একমাত্র উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। আর গণশিক্ষা উপদেষ্টাকে সিলেটের বাসিন্দা ধরলে ময়মনসিংহ বিভাগেরও কোনো উপদেষ্টা নেই। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ঢাকার অধিবাসী। খুলনা বিভাগ থেকে একমাত্র উপদেষ্টা হয়েছেন সেখ বশির উদ্দীন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

# বিমানবন্দর-কমলাপুর মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** দেশে প্রথমবারের মতো বিমানবন্দর-কমলাপুর রুটে ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২৮ সালের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইউটিলিটি পরিষেবাগুলো স্থানান্তর করা হচ্ছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুর রউফ আজ বাসস'কে বলেছেন, রাজধানীর যানজট নিরসনে এবং পরিবেশবান্ধব যাত্রীসেবা উন্নত করতে যথাসময়ে এমআরটি লাইন-১ চালু করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-১-এর দুটি অংশ থাকবে। বিমানবন্দর এবং পূর্বাচল রুট।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো বলেন, ডিএমটিসিএল প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কর্তৃপক্ষ এমআরটি লাইন-১ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারদের নিয়োগ করেছে।

এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, ১৯.৮৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ বিমানবন্দর রুটে ১২টি স্টেশন এবং ১১.৩৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড পূর্বাচল রুটে ১টি ভূগর্ভস্থ স্টেশনসহ ৯টি স্টেশন থাকবে।

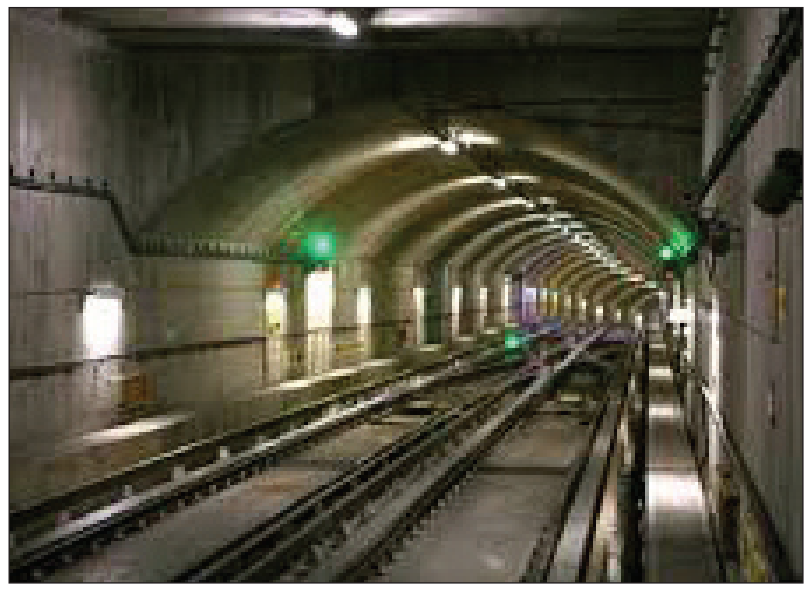

বিমানবন্দর-কমলাপুর রুটের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য পূর্বাচল রুটের ৯টি স্টেশনের মধ্যে ৭টি এলিভেটেড এবং দু'টি (নোদ্দা ও নাতুন বাজার) ভূগর্ভস্থ স্টেশন থাকবে।

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়েছে, মেট্রো রেল লাইনের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়েছিল। ২০১৬-২০১৮ সালে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছিল।

প্রকল্প পরিচালক মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া জানান, সম্পূর্ণ এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পটি ১২টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৫৩ হাজার ৯শ' ৭৭ কোটি। এরমধ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) প্রকল্প সহায়তা হিসেবে ৩৯ হাজার ৪শ'৫০ কোটি এবং বাংলাদেশ সরকার দিচ্ছে ১৪ হাজার ৫শ' ২৭ কোটি টাকা।

প্রকল্পের বিশদ বিবরণে বলা হয়েছে, প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মেট্রোরেল বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত প্রায় প্রতি ঘন্টায় ৭০ হাজার লোক যাতায়াত করতে পারবে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই মেট্রো রেল দিয়ে প্রতিদিন ১৩.৬৬ লক্ষ মানুষ চলাচল করতে পারে, যা বর্তমানে চলমান এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্পের তুলনায় প্রায় ২ দশমিক ৮৩ গুণ বেশি।

সরকার যানজট নিরসনে ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ১৪০ কিলোমিটার মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেগা পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে।

একবার যদি ৬ লাইনের সমন্বয়ে গঠিত পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়, তাহলে ৫০ লাখ মানুষ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে। শহরের ১২৯ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রায় ৬৮ কিলোমিটার এলিভেটেড এবং ১শ'টির ও বেশি স্টেশন থাকবে ৬১ কিলোমিটার ভূগর্ভে।

# পার্লামেন্টে ক্ষমা চাইলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

**পোস্ট ডেস্ক :** নিউজিল্যান্ডে সরকারি ও চার্চের আশ্রয়শিবিরে গত ৭০ বছর ধরে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কমিশনের এমন রিপোর্টের ভিত্তিতে ক্ষমা চেয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসন।

বিবিসি জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্ট কানায় কানায় ভর্তি ছিল। গ্যালারিতে বসেছিলেন অনেক সাধারণ মানুষ। যাদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করেছেন, আশ্রয়হীন হয়ে অথবা মানসিক সহায়তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা চার্চের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়ে তারা হেনস্তার শিকার হয়েছেন। তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের সরকার এই অভিযোগ নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেছিল। কমিশনের রিপোর্টে ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অত্যাচার বা হেনস্তার শিকার হয়েছেন। এরপরই পার্লামেন্টে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুকসন নিজের এবং সাবেক সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ক্রিস্টোফার লুকসন বলেন, এমন ঘটনা যাতে আর কখনো না ঘটে, সে দিকে নজর দেওয়া হবে। যে ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্ত হবে।

যারা নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই নিউজিল্যান্ডের জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

১৯৫০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করেছে কমিশন। তাতে বলা হয়েছে, অন্তত ৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষ অত্যাচার এবং হেনস্তার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে প্রচুর শিশু আছে। মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে তাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। বহু শিশু সরাসরি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, সরকারি ও চার্চের প্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটার ফলে তারা সরাসরি অভিযোগ জানাতেও পারেনি সব সময়।

# ইসলামে উঁচু-নিচু জাতিভেদ নেই

**পোস্ট ডেস্ক :** মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেন না বলে যখন প্রতিদিন অভিযোগ করছেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তখন ইসলামের প্রশংসা শোনা গেল তারই দলের রাজ্যসভার সংসদ সদস্যের মুখে।

সোমবার এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইসলামকে 'সৌভ্রাতৃত্বের ধর্ম' বলে উল্লেখ করলেন রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় জায়গা পাওয়া একমাত্র বিজেপি সংসদ সদস্য শমীক ভট্টাচার্য।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের কমিশনে অভিযোগ জানানো নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে একথা বলেন তিনি।

এদিন শমীক বলেন, যারা ইসলামের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিরোধী ও তাদের দাবির বিরোধী তাদের উদ্দেশে বলছিড়ইসলাম হল রিলিজিয়ন অফ ব্রাদারহুড। সেখানে সৌভ্রাতৃত্ব আছে।

উচ্চ নিচু নেই। সেখানে জাতিভেদ নেই। সেখানে যারা সংপক্ষণের রাজনীতি করেন সেটা কোন মেরুকরণের মধ্যে পড়ে।

# ইসরাইলকে সৌদি আরবের কড়া হুঁশিয়ারি

**পোস্ট ডেস্ক :** রাখঢাক না রেখে সোজাসাপ্টাভাবে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান জানিয়ে দিলেন গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরাইল। গাজায় ইসরাইলের নৃশংসতা, পাশবিকতা শুরুর পর থেকে এটাই সৌদি আরবের পক্ষ থেকে সবচেয়ে কড়া সমালোচনা। এই গণহত্যার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন মোহাম্মদ বিন সালমান। মুসলিম এবং আরব নেতাদের এক সামিটে বক্তব্যকালে ক্রাউন প্রিন্স লেবানন ও ইরানে চালানো ইসরাইলের হামলারও কড়া নিন্দা জানিয়েছেন। রিয়াদ ও তেহরানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হওয়ার এটা এক চমৎকার বহিঃপ্রকাশ। ইরানের তেল স্থাপনার বিরুদ্ধে ইসরাইলের হামলার বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তিনি। সম্মেলনে যোগ দেয়া অন্য নেতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এই নেতা ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীর ও গাজা থেকে ইসরাইলের সেনা পুরোপুরি প্রত্যাহার দাবি করেন। ওদিকে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সাউদ বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার কারণে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ

হয়নি। গাজার মানুষকে অনাহারে রাখার জন্য তিনি ইসরাইলকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শুরুতেই অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধে ব্যর্থ হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর ইসরাইলের রকেট হামলা করে হামাস। তাতে ইসরাইলে প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়। এরপর থেকে গাজা, পশ্চিমতীরে নির্মমভাবে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। তারা হামাসকে ধ্বংসের নামে পুরো একটি জনপদ, একটি জনগোষ্ঠীকে নির্মূলে নেমেছে। তাতে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৩,৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তার বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক অফিসের হিসাবে গত ৬ মাসে গাজায় যেসব মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই নারী ও শিশু। এমন প্রেক্ষাপটে গাজায় জাতিসংঘের স্টাফ এবং স্থাপনায় অব্যাহতভাবে ইসরাইলের হামলার নিন্দা জানিয়েছেন ওই সামিটে অংশ নেয়া নেতারা। গত মাসে ইসরাইলের পার্লামেন্ট নেসেট একটি বিল পাস করে। তাতে ফিলিস্তিন বিষয়ক জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থাকে ইসরাইল ও দখলিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে তাদের কর্মকাণ্ড চালানো থেকে নিষিদ্ধ করে। তাদের অভিযোগ এই সংস্থা হামাসকে সহযোগিতা করছে। ওদিকে গাজায় ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য এই সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন সহ কিছু দেশ। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় ফিরছেন ডনাল্ড ট্রাম্প। ইসরাইলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর নেতারা ভালোভাবেই জানেন। ট্রাম্পের সঙ্গে তাদেরও ভাল সম্পর্ক আছে। তারা চান ট্রাম্প যেন তার প্রভাব ব্যবহার করেন এবং এই যুদ্ধ বন্ধে ব্যবস্থা নেন। জো বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পকে বেশি পছন্দ বলে মনে করে সৌদি আরব। তবে মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পের রেকর্ড মিশ্র ধরনের। প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তর করে তিনি ইসরাইলকে খুশি করেছেন। জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে মুসলিম বিশ্ব।

# পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনালাপ, যুদ্ধ কি থামছে?

**পোস্ট ডেস্ক :** রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রোববার (১০ নভেম্বর) ওয়াশিংটনের পোস্টের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প পুতিনকে আহ্বান জানিয়েছেন যে তিনি যেন ইউক্রেন যুদ্ধ আর না বাড়ান। গত বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডার নিজ বাসভবন মার-এ-লাগো থেকে পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প।

তবে ওয়াশিংটন ও কিয়েভের পক্ষ থেকে এই রিপোর্ট নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প পুতিনকে ইউক্রেন যুদ্ধের মাত্রা কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

এই রিপোর্ট নিয়ে ট্রাম্পের প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাওয়া

হলে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি বলে জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

তবে পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনালাপ হয়েছে- বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে, ট্রাম্প পুতিনকে ইউরোপে আমেরিকার বিশাল সামরিক উপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

এ ছাড়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিগগিরই ইউক্রেনের যুদ্ধ সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আরও কথোপকথনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

এর আগে গত বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ট্রাম্প-জেলেনস্কির ফোনালাপের সময় সেইদিন যোগ দিয়েছিলেন মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক।

জেলেনস্কি সেইদিনের ফোনালাপকে চমৎকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি এবং ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ সংলাপ বজায় রাখতে এবং সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের ঘোষণা দেন পুতিন। এরপর আজ পর্যন্ত টানা ৯৮৯ দিন ধরে চলছে দেশ দুইটির সংঘাত। এতে দুইপক্ষের বহু হতাহতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে যুদ্ধ বন্ধে এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণ নেই। উল্টো পূর্ব ইউক্রেনে দেশ দুইটির মধ্যে সংঘাতের পরিমাণ অনেক বেড়েছে।

তবে নির্বাচনি প্রচারণার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে নিমিষেই ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করবেন তিনি। তারই প্রেক্ষিতে হয়তো পুতিনের সঙ্গে কথা বললেন ট্রাম্প। এখন দেখার বিষয় এই যুদ্ধ কবে থামছে।

# বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ: পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে ব্যাপক তল্লাশি

**পোস্ট ডেস্ক :** ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ঝাড়খণ্ডে আগামী ১৩ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এবারের এই নির্বাচনে রাজ্যটিতে আলোচনার অন্যতম প্রধান ইস্যু বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশিদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অর্থ পাচার রুখতে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)।

খবরে বলা হয়েছে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্ত সংস্থার ঝাড়খণ্ড অফিস মঙ্গলবার দুই প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৭টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে ঝাড়খণ্ডে কিছু বাংলাদেশি নারীর অনুপ্রবেশ এবং পাচারের ঘটনায় ইডি প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে একটি মামলা দায়ের করেছিল।

ওই মামলার প্রেক্ষিতেই ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় তল্লাশি শুরু করে ইডি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম, বনগাঁ, ব্যারাকপুরসহ আরও একাধিক জেলায় চলছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি।

এ ছাড়া বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের অভিযোগে মঙ্গলবার একাধিক জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

ঝাড়খণ্ডের ৮১ আসনের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ দুই দফায় আগামী ১৩ ও ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ভোট গণনা হবে ২৩ নভেম্বর। বিবিসি বলছে, ঝাড়খণ্ডের এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ' ইস্যু ক্রমাগত উত্থাপন করে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ডে এক নির্বাচনি জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বলতে শোনা গিয়েছিল, একবার ঝাড়খণ্ডের সরকার বদলে দিন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, ঝাড়খণ্ড থেকে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাড়ানোর কাজ ভারতীয় জনতা পার্টি করবে।

তারা (অনুপ্রবেশকারীরা) আমাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের সম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে।

এছাড়া ৩ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে প্রচারের সময় আরও একবার রাজ্যের হেমন্ত সোরেনের সরকারকে আক্রমণ করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এই সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ঝাড়খণ্ডের দরজা খুলে দিয়েছে। আমাদের সরকার রাজ্যে (ক্ষমতায়) এলে বেছে বেছে এই অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে।

## সরকারের কর্মকর্তা টাওয়ার

ম্যাকমোহন বলেছিলেন যে তিনি সন্তুষ্ট যে সমস্যাগুলি যথেষ্ট গুরুতর ছিল যে স্থানীয় সরকার আইনের অধীনে কমপক্ষে তিন বছরের জন্য একটি "সংবিধিবদ্ধ সহায়তা প্যাক" আরোপ করার জন্য তিনি ন্যায্য ছিলেন, মন্ত্রী দূতেরা নিয়মিত রিপোর্ট করছেন।

তিনি কাউন্সিলকে তার উপদেষ্টা বোর্ডে কমপক্ষে দুজন বিরোধী কাউন্সিলর নিয়োগের নির্দেশ দেবেন।

রহমান মূলত কাউন্সিলের লেবার লিডার ছিলেন, ২০১০ সালে সরাসরি নির্বাচিত মেয়র হওয়ার আগে, একটি গণভোটের পরে স্বতন্ত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে এই পদটি তৈরি করেছিলেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্ট নামে একটি নতুন দলের অধীনে ২০১৪ সালে তিনি পুনঃনির্বাচিত হন, কিন্তু ২০১৫ সালে একটি বিশেষজ্ঞ আদালত ভোট-কারচুপি, ভোট কেনা এবং ধর্মীয় ভীতি প্রদর্শনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

২০১৮ সালে, পুলিশ উপসংহারে পৌঁছেছে যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ ছিল না। রহমান তার অ্যাস্পায়ার পার্টির ব্যানারে ২০২২ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসেন, তার আগের বেশ কয়েকটি মিত্রকে ফিরিয়ে আনেন।

অনুদান প্রদান এবং সঠিক প্রক্রিয়া ছাড়াই কাউন্সিলের সম্পত্তি বিক্রির বিষয়ে উদ্বেগের পরে, কাউন্সিলকে ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনারদের আংশিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা হয়েছিল।

সম্প্রতি একাধিক কাউন্সিলর দল থেকে পদত্যাগ করার পর অ্যাস্পায়ার তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে।

একটি বিবৃতিতে, কাউন্সিল বলেছে: "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আমাদের উন্নতির ক্রমাগত যাত্রায় সরকারের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা কমিশনারদের পাঠানোর পরিবর্তে একজন দূত নিয়োগের সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই, একটি সহায়তা প্যাকেজে আমাদের সাথে একসাথে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়ে, কাউন্সিল তার সমস্ত ক্ষমতা ধরে রাখবে।"সরকারের বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন রিপোর্ট সম্পর্কে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "আমাদের উন্নয়নের ধারাবাহিক যাত্রায় সরকারের সঙ্গে কাজ করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সরকারের সঙ্গে একটি সহায়তা প্যাকেজে একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই, যেখানে কাউন্সিল তার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।"

উল্লেখ্য, সরকার টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের উন্নতিগুলোর প্রশংসা করেছে। মন্ত্রণালয়ের দূত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিতে কাউন্সিলের সাথে কাজ করবেন এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট করবেন। মেয়র ও কাউন্সিলের সকল ক্ষমতা যথারীতি বজায় থাকবে। উন্নতির জন্য বিদ্যমান যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে, সেটি হলো ট্রান্সফরমেশন অ্যাডভাইসরি বোর্ড, যার সভাপতিত্ব করছেন মেয়র লুৎফর রহমান।

কাউন্সিলের পক্ষে দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা এলজিএ (লকাল গভর্নমেন্ট এসোসিয়েশন) থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক সমকক্ষ পর্যালোচনা (পিয়ার রিভিউ) এবং ইনভেস্টরস ইন পিপল পরিদর্শনের উন্নত সিলভার রেটিংকে আরও এগিয়ে নিতে মন্ত্রী পর্যায়ের দূতের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

"কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমাদের অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রতিবেদনে (বেস্ট ভেল্যু ইন্সপেকশন রিপোর্ট) যে বিষয়গুলির জন্য কাউন্সিলের প্রশংসা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠা; আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন; বেশিরভাগ সার্ভিসে সন্তোষজনক এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্নত কর্মদক্ষতা প্রদর্শন এবং যেখানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে সেখানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, ট্রান্সফর্মেশন এডভাইজরি বোর্ডের মাধ্যমে বাইরের চ্যালেঞ্জ ও সহায়তা ব্যবস্থা স্থাপন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা।

"আমরা একাধিক উদ্ভাবনী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছি, যার মধ্যে রয়েছেঃ দেশব্যাপী একমাত্র কাউন্সিল হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বজনীন বিনামূল্যে স্কুল খাবার প্রদান করা; মহিলাদের ও মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান প্রদান; এবং আমরা লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে নতুন আবাসন সরবরাহ করার পথে রয়েছি। আমাদের এই কমিউনিটি-কেন্দ্রিক কাজের ইতিবাচক ফলাফল আমাদের বার্ষিক সমীক্ষায় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

"আমরা আমাদের ৫,০০০ শক্তিশালী কর্মীবাহিনী, এবং আমাদের স্থায়ী কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট টিমের জন্য গর্বিত, যারা সকলেই প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। আমরা সিনিয়র অফিসার লেভেলে (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে) আমাদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পেরে আনন্দিত, জাতিগত সংখ্যালঘু পটভূমির আটজন এখন ডিরেক্টর পর্যায়ে বা তার উপরে কাজ করছেন। আমরা অন্যান্য কাউন্সিল থেকে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে এসেছি। কেবল দুই জন স্থায়ী সিনিয়র কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, যারা আগে টাওয়ার হ্যামলেটসে কাজ করেছিলেন, যা এই সেক্টরের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।

"এই প্রতিবেদনে সংস্কৃতি (পলিটিক্যাল কালচার) সম্পর্কিত মন্তব্যে কাউন্সিলের মধ্যে সকল দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ের উল্লেখ রয়েছে। এর সমাধান করার দায়িত্ব সব দলের কাউন্সিলরদের।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "কাউন্সিল হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, বাহ্যিক পর্যালোচনা আমাদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, আমরা আগের সরকারের দেওয়া বেস্ট ভ্যালু পরিদর্শনের যৌক্তিকতার সাথে একমত হতে পারিনি। বেস্ট ভ্যালু ইন্সপেকশনের পরে যখন আমাদের জানানো হয় যে এটি বারায় উগ্রপন্থা অনুসন্ধানের একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা ছিলো হতাশাজনক। এটি প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে ছিল না। ২০২৪ সালের মে মাসে হোম অফিস প্রিভেন্ট ডিউটি অ্যাসুরেন্স রিপোর্টের প্রতিটি বিভাগে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি অর্জন করেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে পরিদর্শকরা তাদের রিপোর্টে কোনও উগ্রপন্থার সংযোগের উল্লেখ করেননি।

"তবে, আমরা স্বীকার করি যে এটা ছিল গত সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা স্থানীয় সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান করি। আমরা আগ্রহের সাথে নতুন সরকার এবং তার দূতের সাথে সমান অংশীদারিত্বে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। পাশাপাশি আমরা আমাদের বাসিন্দা ও ব্যবসার উন্নয়নে অবিরাম কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে দ্রুত উন্নয়নশীল এবং ঘনবসতিপূর্ণ স্থান এবং লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরুণ বয়সী জনগোষ্টির বাস এখানে। দেশের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক উৎপাদন অঞ্চল টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর একটি এবং দেশের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে।

## শাহজালাল বিমান বন্দরের তৃতীয়

পর্যটন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই বছরে বিমান তাদের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হলে এ দুটি হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্বও যাবে বিদেশিদের হাতে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ লক্ষ্যে শিগ্গিরই একাধিক চুক্তি সম্পন্ন হবে। থার্ড টার্মিনাল অপারেশনে প্রাথমিক বিনিয়োগ করবে জাপানের ওই কনসোর্টিয়াম। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে এজন্য নগদ ২ হাজার কোটি টাকা দেবে সংস্থাটি। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, জাপানের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি সুমিতমো ও নিপ্পন কোয়ে যুগ্মভাবে পাচ্ছে থার্ড টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব। থার্ড টার্মিনাল অপারেশনে যে লাভ হবে, এর ৫০ শতাংশ বেবিচক এবং ৫০ শতাংশ পাবে পরিচালনাকারী কনসোর্টিয়াম। তবে লাভের একটি অংশ থার্ড টার্মিনালের মেইনটেন্যান্সের জন্য ব্যয় করবে কনসোর্টিয়াম। টার্মিনালের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করবে জাপানি কোম্পানি। জনবলের ৮০ শতাংশ স্থানীয় এবং ২০ শতাংশ থাকবে জাপানি। এছাড়া থার্ড টার্মিনালের অভ্যন্তরে সব ধরনের দোকানপাট, ব্যসায়িক প্রতিষ্ঠান, লাউঞ্জ, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাড়া দেওয়ার দায়িত্বে থাকবেন জাপানিরা। এক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে বিদেশি উন্নতমানের ব্র্যান্ডশপ। বিমানের গ্রাউন্ড ও কার্গো হ্যান্ডলিং পরিচালনার দায়িত্বও থাকবে জাপানি কনসোর্টিয়ামের তত্ত্বাবধানে। বিমানকে এজন্য আরও আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, গাড়ি ও ইকুইপমেন্ট আমদানি করতে হবে।

সূত্র জানায়, শাহজালালের থার্ড টার্মিনাল পরিচালনার জন্য নিরাপত্তার দায়িত্বে ৩ হাজার ৪৯২ জন লোক নিয়োগ দিতে হবে। এছাড়া সব মিলিয়ে ৬ হাজারের অধিক লোকবল লাগবে। তাদের প্রশিক্ষণসহ তাদের পদায়নের জন্য লাগবে ৩ বছর। এজন্য লোকবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর পাশাপাশি বেবিচকের প্রশিক্ষিত লোকবল দিয়ে থার্ড টার্মিনালের কাজ চালানো হবে।

বিমানকে এ দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানিয়ে ইস্যু করা চিঠিতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ইনভেস্টমেন্ট প্রোমোশন) মো. আলী আজম আল আজাদ বলেন, কনসেশন অ্যাগ্রিমেন্ট ফর টার্মিনাল-৩-এর আওতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড মূলত থার্ড টার্মিনালের যাত্রী ও কার্গো উভয়ের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সার্ভিস দেবে। এজন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ও প্রাইভেট সেক্টর পার্টনারের (পিএসপি) মধ্যে একটি সার্ভিস লেভেল অ্যাগ্রিমেন্ট (এসএলএ) সম্পাদিত হবে।

২৪ অক্টোবর ইস্যু করা চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বিমান এ দুই বছরে পিএসপি (প্রাইভেট সেক্টর পার্টনার) নির্ধারিত কেপিআই পূরণ করতে পারলে তারা গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের চুক্তি নবায়নের সুযোগ পাবে। তবে বিমান যদি কেপিআই পূরণ করতে না পারে, তাহলে পিএসপি বিদেশি স্বনামধন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিমানের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে হ্যান্ডলিংয়ের দায়িত্ব দিতে পারবে। চিঠিতে বলা হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত পিপিপি প্রকল্পের আওতায় অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অব থার্ড টার্মিনাল অ্যাট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এইচএসআইএ) শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. সফিকুর রহমান বলেন, ২০২৩ সালে ৫৭ হাজারের বেশি ফ্লাইট হ্যান্ডলিংয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিমানের জিএসই বিভাগ তৃতীয় টার্মিনালের চাহিদা পূরণে ৬০০ কর্মী এবং ৩৭৬টি মোটরচালিত ও ৪ হাজারটি মোটরবিহীন যন্ত্রপাতি নিয়ে সেবা দিতে প্রস্তুত। এছাড়া ১০৫টি নতুন যন্ত্র ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে এসব যন্ত্র চলে আসবে। এতে তাদের সেবার মান আরও উন্নত করবে।

২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর একনেকে অনুমোদন পায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প ফেজ-১। ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয় ২১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি রোহানি বাহারিনের করা নকশায় তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ হয়েছে।

## দুই উপদেষ্টাকে নিয়ে আলোচনার ঝড়

মাধ্যমে পোস্ট করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তৈরি করা ফিল্মে শেখ হাসিনার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন তিশা। অন্যদিকে শেখ বশির উদ্দীন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি শেখ আফিল উদ্দীনের ভাই ও একটি মামলার আসামি এমন তথ্যও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। তার নাম সম্বলিত মামলার কাগজের ছবি ব্যাপকভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা হচ্ছে।

এদিকে ফ্যাসিবাদের দোসর নন বলে দাবি করেছেন নবনিযুক্ত দুই উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন ও মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ফারুকী দাবি করেন, তিনি ছাত্র আন্দোলনে ছিলেন ফেসবুক দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সোহান শাহ নামের (৩০) এক যুবককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় আসামির তালিকায় নাম রয়েছে 'শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া' নামের এক ব্যক্তির নামটি আংশিকভাবে মিলে যায় অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা হওয়া ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিনের সঙ্গে। এমনকি সেখ বশিরের বাবার নামের সঙ্গে আসামি তালিকায় থাকা 'শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া'র বাবার নামের আংশিক মিল রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, 'শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া' নাম দিয়ে সেখ বশির উদ্দিনকে আসামি করা হয়েছে কিনা।

বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন তিনি বলেন, নামের আংশিক সংগতি ও অসংগতি থাকলেও তিনি নিশ্চিত নন, মামলাটি তার নামে হয়েছে কিনা। অন্যদিকে পুলিশ বলছে, শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া ও সেখ বশির উদ্দিন একই ব্যক্তি কি না, তারা খতিয়ে দেখছেন তারা মামলার বাদী নিহত সোহান শাহর মা সুফিয়া বেগম বলেন, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশ তার ছেলে হত্যার জন্য দায়ী। তিনি তার ছেলে হত্যার ন্যায়বিচার চান।

দুই উপদেষ্টার অপসারণ দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ ভাস্কর্যের সামনে, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে, রংপুর ও যশোরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। গত সোমবার রাজধানীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, যশোরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতন হয়েছে। তবে এখনো তাদের দোসরদের নানাভাবে পনর্বাসন করা হচ্ছে এমন অভিযোগ এনে 'যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি' বলছেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ সমন্বয়ক-শিক্ষার্থী ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টরা।

এমনকি প্রতিবাদ স্বরূপ আবারও নিজেদের ফেসবুক প্রোফাইলের ছবি লাল করেছেন তারা। এ ঘটনার পর সর্বপ্রথম আবারো ফেসবুক প্রোফাইল লাল করার আহ্বান জানান সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক পিনাকী ভট্টাচার্য। এরপরই শুরু হয় প্রোফাইল লাল করার হিড়িক। এরপর নিজের ফেতৃক প্রোফাইলের ছবি লাল করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদল্লাহ। মঙ্গলবার রাত ১০টা ৫২ মিনিটে হাসনাত আব্দল্লাহ লিখেন, 'সাঈদ ওয়াসিম মঞ্জু, শেষ হয়নি যুদ্ধ। ১৩৪ শে জুলাই, ২০২৪।' এর আগে রবিবার 'খুনি হাসিনার তেলবাজরাও উপদেষ্টা হচ্ছে'- বলে অভিযোগ করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম।

গত মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে হাসনাত আদুল্লাহ বলেন, 'রাজনীতিবিদেরা হাত মেলাচ্ছে, আরা আর বিপ্লবীদের ফাঁসির দড়ি এগিয়ে আসছে' এর আগে আরেকটি পোষ্টে হাসনাত লিখেন 'বশিল্প-ফারুকীকে উপদেষ্টা করার প্রতিবাদ সভা থেকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা চরম ফাইজলামি এগুলা ভন্ডামি। আপনেরা হাসিনা হয়ে ওঠার চেষ্টা কইরেন না। হাসিনারেই থোরাই কেয়ার করছি, উৎখাত করছি। আপনেরা কোন হন্য হইছেন?

প্রসঙ্গত, আকিজ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেখ বশির উদ্দিন ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা করার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে 'তাওহিদি ছাত্র জনতা'-র ব্যানারে আয়োজিত এক সভা পণ্ড হয়ে যায়। সোমবার এই সভা থেকে পাঁচ জনকে আটক করে পুলিশ। আটকদের মধ্যে চার জনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন শিবলী নোমান, ওসামা, মবিন ও তাওকীর।

এদিকে প্রতিবাদস্বরূপ ফেসবুক প্রোফাইল লাল করেছেন কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরও। সেইসঙ্গে উপদেষ্টা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ১১টি প্রশ্নের উত্তরও চেয়েছেন তিনি। জানা গেছে, শেখ হাসিনার লেখা 'শেখ ফজিলাতুন নেছা-আমার মা' শিরোনামে লেখার প্রশংসা করে একটি রিভিউ পোস্ট করেছিলেন ফারুকী সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, 'পড়তে পড়তে অনেক জায়গায় আমার নিজের মাকে দেখতে পেয়েছি, নানাকে দেখতে পেয়েছি, মায়ের সংগ্রাম দেখতে পেয়েছি, বাবাকে দেখতে পেয়েছি।' এছাড়া গত ৭ আগস্ট নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে উপদেষ্টা ফারুকী লিখেছিলেন, 'আমি মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর একটা জরুরি কাজ হবে ৩২ নম্বরের বাড়ির সংস্কারকাজ শুরু করা। এই বাড়িকে আপের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং এ বাড়ি সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, স্মৃতিস্মারক যা যা পাওয়া যায় তা দিয়ে যাদুঘর আবার চালু করা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রফেসর ইউনূসের উচিত হবে। নিজেই বাড়িটা ভিজিট করা।' ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া এসব লেখার স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

এদিকে সমালোচনা থেকে বাদ যাননি ব্যবসায়ী শেখ বশির উদ্দিনও। তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আফিল উদ্দিনের ভাই হিসেবে শিক্ষার্থীদের কাছে সমালোচিত হয়েছেন। আফিল উদ্দিন ২০০৯ সাল থেকে টানা চারবার আওয়ামী লীগের এমপি হিসেবে জয়ী হয়েছেন। এছাড়া উত্তরবঙ্গ তথা রংপুর ও রাজশাহীর ১৬ জেলা থেকে কোনো উপদেষ্টাদের নিয়োগ না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গের শিক্ষার্থীরা। বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও শেখ বশির উদ্দীন ও মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

## মার্কিন নির্বাচনে জয়ী ৫ বাংলাদেশি

আবুল বি খান (রিপাবলিকান), নিউ জার্সি প্লেইন্সবরো টাউনশিপের কাউন্সিলম্যান ড. নুরান নবী, কানেকটিকাট স্টেট সিনেটর মাসুদুর রহমান, জর্জিয়া ডিস্ট্রিক্ট ফাইভে স্টেট সিনেটর পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী শেখ মুজাহিদুর রহমান চন্দন ও একই স্টেটের অন্য একটি ডিস্ট্রিক্টের সিনেটর নাবিলা ইসলাম।

এদের মধ্যে কাউন্সিলম্যান ড. নুরান নবী পঞ্চমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ২০০৭ সাল থেকে টানা ১৪ বছর এ পদে আছেন। তার টাউনশিপে একজন মেয়র এবং ৫ জন কাউন্সিলম্যান রয়েছেন। তিনি কাউন্সিলম্যান হিসাবে কালচারাল এবং হেরিটেজ বিষয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়া নিউ হ্যাম্পশায়ারের আবুল বি খান এ নিয়ে ছয়বার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আবুল খান বলেন, 'আমি খুবই আপ্লুত। মানুষ আমাকে ছয়বারের মতো সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত করেছে। আমি রিপাবলিকান থেকে পাশ করলেও এখন আমি সর্বস্তরের, সব দলের মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করব। আমাদের সরকার সব সময়ই কর না বাড়ানোর পক্ষে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করব।

কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ মুজাহিদুর রহমান চন্দন টানা চতুর্থবারের মতো জর্জিয়ার ডিস্ট্রিক্ট-ফাইভ থেকে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী লিসা ব্যাবেজের চেয়ে তিনি ৭০ শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন। তিনিই হচ্ছেন সেখানকার প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান ও জর্জিয়ার প্রথম মুসলিম আইনপ্রণেতা।

সরারচরের বীর মুক্তিযোদ্ধা নজিবুর রহমানের ছেলে চন্দন ১৯৮১ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি বিবিএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ৬৩ বছর বয়সি চন্দন টানা চতুর্থবারের মতো জয়ের মালা পরে প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সবার ভালোবাসা ও সহযোগিতায় বহুজাতিক সেতুবন্ধের একটি সমাজে সিনেটর হওয়ায় তিনি আবেগাপ্লুত।

নির্বাচিত বাংলাদেশি আমেরিকানরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট অর্থাৎ অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার প্রতিনিধি। এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি-আমেরিকান ফেডারেল পর্যায়ে অর্থাৎ সিনেট বা কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেননি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচিত পাঁচজন ছাড়াও পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, নিউ জার্সিসহ অন্য অঙ্গরাজ্যের বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি-আমেরিকান কাউন্টি ও অন্যান্য পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। তবে তাদের ফলাফল এখনো জানা যায়নি।

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাশাপাশি ভোটাররা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসন ও সিনেটের ৩৪টি আসনের সিনেটর নির্বাচনেও ভোট দিয়েছেন।

এপি জানিয়েছে, সিনেটের যেসব আসনের ফলাফল এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে রিপাবলিকানরা এরই মধ্যে ৫২টি আসন নিশ্চিত করেছেন এবং ডেমোক্র্যাটরা ৪৪টি আসন পেয়েছেন। আর প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা পেয়েছেন ২০৯টি এবং ডেমোক্র্যাটরা পেয়েছেন ১৮৭টি আসন।

## জলবায়ু সংকটে হুমকির মুখে মানব

উন্নত হবে। এটি যুবকদের জন্য উদ্যোক্তা হওয়ার পথ সহজতর করবে। উদ্যোক্তা হওয়ার নতুন শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা প্রস্তুত হবে। চাকরিপ্রার্থী তৈরির শিক্ষা উদ্যোক্তা-কেন্দ্রিক শিক্ষা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।'

পরিবেশের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন জীবনধারার প্রয়োজন উল্লেখ করে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ড. ইউনূস বলেন, নতুন জীবনধারা চাপিয়ে দেয়া হবে না, এটি হবে পছন্দ বেছে নেয়া।

তিনি বলেন, তরুণরা সেই জীবনধারাকে পছন্দ হিসেবে বেছে নেবে। প্রতিটি যুবক তিন শূন্য ভিত্তিক ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠবে। এগুলো হচ্ছে-শূন্য নেট কার্বন নির্গমন, শুধুমাত্র সামাজিক ব্যবসা গড়ে তোলার মাধ্যমে শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীকরণ ও নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত করার মাধ্যমে শূন্য বেকারত্ব।

তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মানুষ তিন শূন্য ভিত্তিক ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠবে এবং সারাজীবন তিন শূন্য ভিত্তিক ব্যক্তি হিসেবে থাকবে। এটি নতুন সভ্যতা গড়ে তুলবে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এটা করা যেতে পারে আমাদের যা করতে হবে তা হল এ গ্রহের নিরাপত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন জীবনধারা গ্রহণ করা যেখানে সকলেই বসবাস করে। আজকের তরুণ প্রজন্ম বাকিটা করবে। তারা তাদের আমাদের গ্রহকে ভালোবাসে।'

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'আমি আশা করি আপনারা এই স্বপ্ন দেখায় আমার সাথে যোগ দেবেন। আমরা যদি একসাথে স্বপ্ন দেখি তবে তা সম্ভব হবে।'

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জলবায়ু সংকট তীব্রতর হচ্ছে এবং সে কারণে মানব সভ্যতা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মানুষ আত্ম-বিধ্বংসী মূল্যবোধের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থিক ও যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আত্ম-রক্ষাত্মক ও আত্ম-শক্তিবর্ধক একটি নতুন সভ্যতার গোড়া পত্তন করতে হবে।'

দএই গ্রহের মানব বাসিন্দারা এই গ্রহের ধ্বংসের কারউল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এটি করছে এবং তারা এমন একটি জীবনধারা বেছে নিয়েছে যা পরিবেশের প্রতিকূলে কাজ করে। তারা এটিকে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো দিয়ে ন্যায্যতা দিচ্ছে, যাকে এই সৌরজগতের মতই প্রাকৃতিক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, 'এই অর্থনৈতিক কাঠামোটি সীমাহীন ভোগের ওপর ভিত্তি করে চলছে। যত বেশি ভোগ, তত বেশি প্রবৃদ্ধি। আর যত বেশি প্রবৃদ্ধি, তত বেশি অর্থ। মুনাফা সর্বাধিকীকরণকে সিস্টেমের সবকিছুকে আমাদের ইচ্ছামাফিক কাজ করানোর কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।'

## ৪ মন্ত্রণালয় থেকেও সরানো হলো শেখ

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়টির দপ্তর থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি সরানো হয়। সম্প্রতি বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয় বলে অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্ট দেন। সেই পোস্টে একটি ছবি যুক্ত করেন। ছবিটি আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তুলেছেন বলে উল্লেখ (ক্রেডিট) আছে। ছবিতে মাহফুজ আলমকে দরবার হলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবিটি তুলেছেন, সেখানকার দেয়ালে আগে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল। সেই সঙ্গে যে ছবি পোস্ট করেন, সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যায়নি।

## রেমিটেন্স যোদ্ধাদের পক্ষে সংবাদ

সম্মেলনে প্রবাসী মীর নাসির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যারিষ্টার মির্জা জিল্লুর বলেন, আমরা যারা বিদেশে থাকি সেই প্রবাসীদের কোন রকম প্রতিনিধিত্ব আজ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন পর্যায়ের পরিলক্ষিত হয়নি। আমরা এই ব্যাপারে খুবই মর্মাহত। আমাদের কষ্টার্জিত অর্থ পাঠিয়ে আমাদের মাতৃভুমির নাজুক অর্থনীতিকে সচল করতে আপ্রান চেষ্টা করেছি। এর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি অবহেলা ও অবমাননা। তিনি বলেন, আমাদের ভোটাধীকার নিয়ে বিগত কোনও সরকারই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। আমরা আমাদের ভোটাধীকার ফিরে পেতে চাই, আমরা এই দেশের নাগরীক।

ব্যারিষ্টার মির্জা জিল্লুর রহমান আরো বলেন, বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীকে আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে আরব আমিরাত, ইউরোপ আমেরিকা, যুক্তরাজ্যে আগামী ৫ বছরে আরো ২০ লাখ লোক পাঠানোর জন্য একটি দৃঢ় পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নিতে হবে। যে বিষয়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আমাদের কোটাসহ দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠাচ্ছে, এই ব্যাপারে প্রবাসী মন্ত্রনালয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তিনি বলেন, আজকের এইসময়ে এই মুহুর্তে দেশের অর্থনীতিকে বাচানোর জন্য ফরেন কারেন্সি বা বৈদেশীক মুর্দ্রা আহরণ বা রেমিটেন্স ২৫% থেকে ৫০% বাড়াতে হবে। আমরা কথাদিচ্ছি এটা অবশ্যই সম্ভব। সরকারের সহযোগীতা পেলে বিদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে দ্রুত এই ব্যাপারে রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্য পজেটিভ কেম্পেইন শুরু করা যেতে পারে।

চেয়ারম্যান ও কো-অর্ডিনেটর বলেন, আমরা আজকে দ্ব্যর্থ ভাষায় ঘোষনা করতে চাই, দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ন সংস্কার কমিশন, পার্লামেন্ট, বিদেশ মিশন, সামরিক বেসামরিক প্রতিটি সেক্টরে বৈষম্যহীন ভাবে নাগরিক আনুপাতিকহারে প্রতিনিধিত্ব আমরা চাই। মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা যেন শতভাগ বাস্তবায়ন হয়। আমরা প্রবাসীরা এই সরকারের কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশা করছি।

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে বসবাসরত সকল বাংলাদেশীদের হাই কমিশনের মাধ্যমে দ্রুত জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি কার্ড) প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এনআইডি কার্ড প্রদান না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশী পাসপোর্ট বা বিদেশী পাসপোর্টকে বাংলাদেশে আইডি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ বিমানের লণ্ডন-সিলেট রুটে বিমানের ভাড়া কমাতে হবে এবং ঢাকা ও সিলেটের মধ্যে ভাড়ার বৈষম্য দূর করতে হবে । প্রবাসী বাংলাদেশীদের জায়গা সম্পত্তি বেদখল হয়ে যায়, এটার সমাধান ও সব মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে।

## সেনাবাহিনী কতদিন মাঠে থাকবে

খান। তার মতে, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সরকারের সিদ্ধান্তে। সরকার নির্ধারণ করবে, সেনাবাহিনী কত দিন মাঠে থাকবে।

সেনাবাহিনী মাঠে থাকা অবস্থায় মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে কিনা, ঘটলে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে এই সেনা কর্মকর্তা বলেন, 'মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা বিচারবহির্ভূত হত্যা প্রতিরোধের বিষয়ে সেনাবাহিনী অত্যন্ত সচেতন রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আদেশ রয়েছে। যেকোনও ধরনের পরিস্থিতিতে যেন আমরা বিচারবহির্ভূত হত্যা সংঘটিত হতে না দেই, আমাদের সেই চেষ্টা রয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেন না ঘটে এ ক্ষেত্রেও আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা রয়েছে।'

৫ আগস্টের পর সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সড়কেও কাজ করছে সেনাবাহিনী। আর সড়কে ট্রাফিক পুলিশ সক্রিয় থাকলেও ট্রাফিক ব্যবস্থা এখনও নিয়ন্ত্রণহীন।

ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কর্নেল ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়ে অনেক কাজ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে ট্রাফিকিংয়ের বিষয়টি সামনে আসেনি। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্বটা পুলিশের। স্থায়ী সমাধানের চিন্তা করলে সেখানে সরকারের অনেকগুলো সংস্থার সংশ্লিষ্টতা আছে। যদি এমন কোনও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যেখানে আমাদের সহায়তার প্রয়োজন, আমরা সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি। আমরাও মনে করি এটার স্থায়ী একটা সমাধান দরকার।'

বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলনে গার্মেন্টস শিল্পে সংকট চলছে। প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা।

এ বিষয়ে কর্ণেল ইন্তেখাব হায়দার খান জানান, সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ৬০০-এর বেশি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে সেনাবাহিনী। পাশাপাশি কারখানাগুলোকে চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলে দেশের ২০৮৯টি গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে প্রায় সবগুলোই এ মুহূর্তে চালু রয়েছে। এর পাশাপাশি ৭০০-এর বেশি বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

'জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার' অভিযোগে চাকরিচ্যুত মেজর জিয়াউল হক জিয়া সম্প্রতি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে সামাজিকমাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছেন। এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে ইন্তেখাব হায়দার খান বলেন, 'এ বিষয়ে এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর কাছে কোনও তথ্য নেই। তথ্য পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এ ছাড়া প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, গত তিন মাসে ছয় হাজারের বেশি অবৈধ অস্ত্র এবং প্রায় ২ লাখ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আড়াই হাজার জনকে।

## ঢাকায় যাচ্ছেন ব্রিটিশ আন্ডার

সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক চাওয়া হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, আগামী সপ্তাহে ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি ঢাকায় আসবেন। তবে তার সফরের এজেন্ডা নিয়ে কোনো বার্তা দেননি সংশ্লিষ্টরা। তারা জানান, আন্ডার সেক্রেটারির সফর নিয়ে উভয়পক্ষ এখনও কাজ করছে।

এদিকে কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৭-১৮ নভেম্বর ঢাকা সফর করবেন ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি। তার সফরে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক চাওয়া হয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো ধারণা করছে, অন্তর্বর্তী সরকারের মনোভাব বুঝতে ব্রিটিশ সরকার আন্ডার সেক্রেটারিকে ঢাকায় পাঠাচ্ছে। তিনি ঢাকায় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে অবধারিতভাবে আলোচনা করবেন। তবে সব ছাপিয়ে হয়তো অন্তর্বর্তী সরকারের পালস বোঝার চেষ্টা থাকবে ক্যাথরিনের। আর সেই বার্তা ব্রিটেন গিয়ে পৌঁছে দেবেন তিনি।

ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারির কাজের মূল বিষয় আইপিএস। সেক্ষেত্রে আইপিএসে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাওয়ায় গুরুত্ব দেবেন ক্যাথরিন। কেননা, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আইপিএসের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। আর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে আইপিএসকে বেশ গুরত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আইপিএসের বাইরে ক্যাথরিনের সফরের ব্যবসা-বাণিজ্য, রোহিঙ্গা ইস্যু, জলবায়ু, অভিবাসনের মতো বিষয়গুলো আলোচনায় আসতে পারে।

ঢাকার এক কূটনীতিক বলেন, ক্যাথরিনের সফরে ঢাকার পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হতে পারে। সরকার যেসব সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়ে সেগুলোর অগ্রগতি তুলে ধরা হতে পারে। আর ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি হয়তো সংস্কারে কীভাবে যুক্ত হতে পারে সেই বার্তা দিতে পারে।

চলতি বছরের জুলাইয়ে ব্রিটিশ ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভলমমেন্ট (এফসিও) অফিস ক্যাথরিন ওয়েস্টকে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (আইপিএস) বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেন। ক্যাথরিন ব্রিটিশ সরকারের হয়ে চীন, উত্তর-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দীপপুঞ্জের দেখভাল করেন।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসে ঢাকা সফর করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটেনের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (আইপিএস) বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অ্যান-মারি ট্রিভেলিয়ান। এক বছরের ব্যবধানে তিনি দুই দফায় ঢাকা সফর করেন।

## বঙ্গবন্ধু জাতির অবিসংবাদিত নেতা :

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে গণভোটের বিধান ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের এই বিধান তুলে দেওয়া হয়েছিল। যারা নিশিরাতে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে এমপি হয়েছিলেন, তাদের ভোটে এই বিধান বাতিল হয়। আমরা গণভোটের বিধানটি বহাল চাই।

২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এছাড়াও জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়।

টানা সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর গত ১৯ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের হাইকোর্ট বেঞ্চ। সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারের রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে আদালত এ রুল জারি করেন।

## ব্রিটিশ-বাংলাদেশী হুজহু'র প্রকাশনা ও অ্যাওয়ার্ডের ১৫তম আসর

কমিউনিটির সাথে ব্রিটেনের মূলধারায় সেতুবন্ধন তৈরী করতে এবং পেয়েছে সফলতাও। এই প্রকাশনা তরুণ প্রজন্মদের মাঝে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করবে।

গত ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার লন্ডনের অভিজাত ভেন্যু মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড হলে 'ব্রিটিশ বাংলাদেশী হুজহু'র প্রকাশনা ও এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের ১৫তম আসরের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ব্র্যাকনেল কনজাভেটিভ পার্টির সাবেক এমপি কর্ণেল জেমস সান্ডার্লেন্ড।

তিনি বলেন, নিজ নিজ পেশায় অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে এগিয়ে চলছেন, এমন আটজন ব্রিটিশ-বাংলাদেশিকে এওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করেছে ব্রিটিশ-বাংলাদেশী হুজহু। এর আগে এবারের প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন কর্ণেল জেমস সান্ডার্লেন্ড, চ্যানেল এস'র প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল, হুজহু'র প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল করিম গণি, পার্ল এডভারটাইজিংয়ের ডাইরেক্টর আহাদ আহমেদ ও হুজহু'র নির্বাহী সম্পাদক সোহানা আহমেদ।

বাংলা মিরর গ্রুপের এই প্রকাশনায় এবার সংযুক্ত হয়েছে ২৭৩ জন ব্রিটিশ-বাংলাদেশীর সাফল্যগাঁথার কথা। এবারের প্রকাশনায় সংযুক্ত হয়েছে নতুন নতুন প্রতিভার অবদানের কথা।

নতুনত্ব সমৃদ্ধ করেছে এ প্রকাশনাকে। ব্রিটিশ-বাংলাদেশী তৃতীয় প্রজন্মকে যুক্ত করে হুজহু কলেবরে বৃদ্ধি পেয়েছে, আঙ্গিকেও শোভিত হয়েছে নতুনদের অবদানে।

এবারের এওয়ার্ডপ্রাপ্তরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, হুজহু'র এওয়ার্ডপ্রাপ্তি সত্যিই সম্মানের ও গর্বের। এটি আমাদের কাজের স্বীকৃতি। যাত্রালগ্ন থেকে ব্রিটিশ-বাংলাদেশী হুজহু কমিউনিটির গুণিজনদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা লিপিবদ্ধ করে তাদের স্মরণীয় করে রাখছে - যা আগামী প্রজন্ম আমাদের সম্পর্কে জানতে পারবে। ব্রিটিশ-বাংলাদেশী হুজহু এর প্রধান সম্পাদক আব্দুল করিম গণি বলেন, ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রবীণ ও নবীনরা ব্রিটিশ কমিউনিটিতে অনন্য ভূমিকা রেখে আসছে। আমাদের এই প্রকাশনা থেকে সহজেই কমিউনিটির অবদানের বিষয়টি জানতে পারে সবাই।

মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড ও ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সহযোগিতায় আয়োজিত এবারের আসরের সঞ্চালনা করেন জনপ্রিয় উপস্থাপিকা ব্যারিস্টার নাদিয়া আলি ও ব্যারিস্টার আনোয়ার মিয়া।

এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকাশনার নির্বাহী সম্পাদক সোহানা আহমেদ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ মূলধারা ও কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ।

এবারের এওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন- জালাল রাজন উদ্দিন (রাজনীতি ও সমাজসেবা), আব্দুল হক (প্রযুক্তি ও মিডিয়া), সাব্বির জামি (ব্যবসা ও সমাজসেবা), ইয়াসমিন হারুন বিইএম (স্পোর্টস ও চ্যারিটি), আলাউর রহমান (সঙ্গীত), আশিকুর রহমান (ট্যুরিজম), করিম মিয়া শামীম ( ক্যাটারিং ও প্রপার্টি) ও শামস উদ্দিন খান (শিক্ষা)।

জমকালো এই আয়োজনে অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হ্যারো কাউন্সিলের মেয়র সেলিম চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পীকার সাইফ উদ্দিন খালেদ, নিউহ্যামের মেয়র রহিমা রহমান, ক্যামডেনের মেয়র সমতা খাতুন, লয়েস্টটফ্ট টাউন কাউন্সিলের মেয়র নাসিমা বেগম, বারকিং এন্ড ডেগেনহ্যামের মেয়র মইন কাদেরী, বার্ণলীর মেয়র শাহ হোসেন, স্টেপলফোর্ডের মেয়র রাহি আলী, চ্যানেল এস'র প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিলসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে জালাল রাজন উদ্দিনের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন মেরিডিয়ান গ্র্যান্ড'র ডিরেক্টর নিকিতা মুলচান্দানি, ইমাম উদ্দিন আহমেদ ও হুজহু'র প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল করিম গণি, আব্দুল হকের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন ব্র্যাকনেল কনজার্ভেটিভ পার্টির সাবেক এমপি কর্ণেল জেমস সান্ডার্লেন্ড, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড'র প্রধান ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান ও এপেক্স একাউন্টেসীর ডাইরেক্টর তারেক মাহমুদ, সাব্বির জামির হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন হ্যারো কাউন্সিলের মেয়র সেলিম চৌধুরী, রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানির ডাইরেক্টর প্রভু সারমেন্ডার ও আল মোস্তফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ম্যানেজি ডাইরেক্টর এম এস সাদাফ জাবিদ, ইয়াসমিন হারুন বিইএম-এর হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন চ্যানেল এস'র প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল, টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পীকার সাইফ উদ্দিন খালেদ, নিউহ্যামের মেয়র রহিমা রহমান ও ইউরো ফুডস গ্রুপের সাইমা হোসেন, আলাউর রহমানের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন ক্যামডেনের মেয়র সমতা খাতুন, স্কয়ার মাইল ইন্সুরেন্সের জান নাইট ও এসিসি ট্যাক্সের ডাইরেক্টর তপন সাহা, আশিকুর রহমানের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন লয়েস্টটফ্ট টাউন কাউন্সিলের মেয়র নাসিমা বেগম, ইমপ্রেস মিডিয়ার ডাইরেক্টর কয়েস উদ্দিন ও জি-টেন প্রিন্টার্সের ডাইরেক্টর জরিদ মিয়া, করিম মিয়া শামীমের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন বারকিং এন্ড ডেগেনহ্যামের মেয়র মইন কাদেরী, ড্রিম স্পা'র ডাইরেক্টর মোহাম্মদ কুদ্দুছ ও এমকিউ হাসান সলিসিটরসের ফাউন্ডার ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং শামস উদ্দিন খানের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন বার্ণলীর মেয়র শাহ হোসেন, স্টেপলফোর্ডের মেয়র রাহি আলী, জেএমজি এয়ার কার্গোর ডাইরেক্টর মনির আহমদ ও সাঈদ আলতাফ।

এ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে স্মৃতিকথা ও গল্পে অতিথি-দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন নান্দনিক উপস্থাপনায়। দর্শকদের গানে গানে মাতিয়ে রাখেন- বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী তানজিনা রুপা এবং বিলেতের শিল্পী শিবলু রহমান, জয়িতা চৌধুরী।

হুজহু'র প্রকাশনা ও এওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের ১৫তম আসরের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে রয়েছে চ্যানেল এস, জি টেন ডিজাইন এন্ড প্রিন্টার্স, ইমপ্রেস মিডিয়া। পুরো অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগীতায় মেরিডিয়ান গ্রান্ড, ইভেন্ট পরিচালনায় পার্ল এডভারটাইজিং এবং একমাত্র চ্যারিটি পার্টনার হিসেবে রয়েছে- আল মোস্তফা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। সহযোগি পার্টনার হিসেবে রয়েছে ওয়ার্কপারমিট ক্লাউড (ডব্লিউপিসি)।

স্পন্সরে রয়েছে, রেক ইউ.কে এনার্জি, ইউরো ফুড গ্রুপ, স্কয়ার মাইল ইনস্যুরেন্স, এমকিউ হাসান সলিসিটার, এসিসি ট্যাক্স কনসালটেনসি, ড্রিম স্পা, জেএমজি এয়ারকার্গো, এপেক্স একাউন্টেন্সী, ইউরোশিয়া ফুড সার্ভিস। এছাড়াও বিজ্ঞাপন সহযোগিরা হচ্ছে- ভ্যানটেজ এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্ট আর্ট ফর ইউ, কুশিয়ারা ট্রেভেলস, ডিজিকম, কারপ্ল্যানেট, জেড কোচেজ লন্ডন, মিডনাইট গার্ডেন, বাংলা টাউন ক্যাশ অ্যান্ড কারি, এক্সপ্লোর ওয়ার্ল্ড ট্রেড, ওল্ডহ্যাম জিটিএ লিমিটেড।

# যুগসন্ধিক্ষণে ইসলাম ও বর্তমান বিশ্ব

আহমাদ আরিফুল ইসলাম

যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক গঠন ও ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী সভ্যতার ওপর। ইসলামী সভ্যতার রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোই ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হয় আজকের বিশ্বে। যেমনড্যায়বিচার, সামাজিক কল্যাণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, রাজনৈতিক নীতি, অর্থনৈতিক নীতিমালা ইত্যাদি। কিন্তু সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগে ইসলামী সভ্যতা যেই আদর্শিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তা আজকের একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বেও যেন সুদূরপরাহত।

প্রগতিশীলতার নামে জাহেলিয়াতের দিকে ক্রম ধাবমান বর্তমান বিশ্ব। পশ্চিমা বিশ্ব আজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, যা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করছে। বস্তুবাদী দর্শন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ভোগবাদী জীবনধারা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও মানবতাবাদের ফাঁকা বুলিতে আজ নুব্জ পৃথিবী। সর্বত্র অবক্ষয় আর ঘোর অমানিশা।

নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো

১. IMF-এর ২০২০ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বৈশ্বিক সম্পদের ৫০ শতাংশ সম্পদের মালিকানা ২ শতাংশ জনসংখ্যার কাছে কেন্দ্রীভূত। (IMF : 'World Economic Outlook 2000)

অথচ প্রায় ২.৩ বিলিয়ন মানুষ- অর্থাৎ বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ পুষ্টিহীনতার শিকার। (WHO : 'Nutrition' 2023)

২. ২০২১ সালে, UNODC রিপোর্ট করেছে যে প্রায় ২৮০ মিলিয়ন মানুষ বিশ্বব্যাপী মাদক ব্যবহার করছে এবং প্রায় ৭০ হাজার মানুষ মাদক ব্যবহারের কারণে মারা গেছে, যা ২০২০ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি। (UNOD : World Drug Repor t 2021)

৩. শুধু পুঁজিবাদী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মুনাফা পৌছে দিতে পৃথিবীর কোনায় কোনায় হচ্ছে গৃহযুদ্ধ, শরণার্থী হিসেবে দেশের বাইরে পশুর মত জীবন যাপন করছে প্রায় ৩২০ মিলিয়ন শরণার্থী। (UNHCR : Global Trends Report 2022)

অধুনা ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধে নিহত হয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার গাজাবাসী, আহত হয়েছে লক্ষাধিক।

৪. বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে গড়ে একজন এবং বছরে ৭০ লাখ মানুষ শুধু হতাশায় আত্মহত্যা করে। (WHO)

**যেটি বস্তাপচা পশ্চিমা সভ্যতার অচলায়তন ভেঙে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। আর সেই সঞ্জীবনী শক্তি-সামর্থ্য ও স্পৃহা আছে একমাত্র ইসলামী সভ্যতায়**

৫. প্রতি মাসেই ডিপ ওয়েব, ডার্ক ওয়েবে আপলোড দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার জিবি চাইল্ড পর্ন, রেপ ভিডিও, কিলিং-টর্চার ভিডিও' এমনকি হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টের ভিডিওসমূহ। প্রতিবছর ৩৭ মিলিয়ন ডলারের বিজনেস এই পর্ন ইন্ডাস্ট্রি। (Statista, 2021)

৬. ভারতে গড়ে প্রতিবছর হিন্দুত্ববাদীদের হাতে প্রায় ১৫.৬ মিলিয়ন মেয়ে শিশুর ভ্রূণ দুনিয়ার আলো না দেখেই চলে যায়।

বিশ্বে প্রায় ৩.৫ থেকে ৪.৫ শতাংশ। 'Abortion in India : A Global Perspective)'

৭. মাদকাসক্তি, পরকীয়া, পর্নাসক্তি, মিলনে অক্ষমতা'- এ রকম অসংখ্য-অজানা ফ্যাক্টর' এর কারণে প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে গড়ে ৩৫-৫০ শতাংশ পরিবার, বাড়ছে সংসারে-অশান্তি। ধ্বংসের মুখে আজ আমাদের সমাজব্যবস্থা। (Divorce Rates Around the World)

৮. যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০ মিলিয়ন পুরুষ Erectile Dzsfunction-এ আক্রান্ত। এর বাণিজ্য পৌছেছে প্রতিবছর ৪২৫ কোটি ডলারে। (AUA : Erectile Dzsfunction guideline)

৯. গোবালভাবে নারীদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ (প্রায় প্রতি তিনজনে একজন) কোনো একসময় যৌন সহিংসতার শিকার হন। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এক লাখ ১০ হাজারেরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। (WHO: Violence against women prevalence estimates 2021)

**বর্তমান বিশ্বের অবক্ষয়ের কারণ**

ইসলামী সভ্যতার মডেলের ওপর দাঁড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেও আজকের বিশ্বে এই পরিমাণ অবক্ষয়ের কারণ হলো, এনলাইটেনমেন্ট থেকে উৎসারিত হিউমেনিজম ধর্ম, বস্তুবাদী দর্শন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ভোগবাদী জীবনধারা, সেক্যুলার সমাজ-রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত পাশ্চাত্য সভ্যতা। যার অন্যতম ভিত্তি ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

মানুষের লক্ষ্য যখন নিরেট বস্তুগত স্বার্থে হয় এবং কোনো উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা বর্তমান না থাকে, তখন মানুষ নিরেট বস্তুগত স্বার্থও লাভ করতে পারে না। অর্নল্ড টয়েনবি সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেন, এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে যদি শুধু পার্থিব সুখ-আনন্দকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানানো হয় তবে তাতে ব্যক্তির বস্তুগত সুখ এবং পার্থিব শান্তি লাভও অসম্ভব। (Arnold j. Toznbee, Christianitz amonz the religions of the world)

**ইসলাম ও বর্তমান বিশ্ব**

স্যামুয়েল হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স জার্নালে 'ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশনস' নামক নিবন্ধ প্রকাশ করে বলেন, আগামী পৃথিবীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বা অর্থনৈতিক কারণে হবে না; বরং এর কারণ হবে সংস্কৃতি ও ধর্ম। তিনি বর্তমান পৃথিবীকে আটটি সভ্যতায় বিভক্ত করে দেখিয়েছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আমূল বিনাশী প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলাম।

কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব বর্তমান পৃথিবীর নেতৃত্ব, নব্য সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের সবচেয়ে বেশি আয় করা ট্রিলিয়ন ডলারের বিজনেসগুলো ইসলামের হাতে এত সহজেই ধ্বংস হয়ে যেতে দেবে? কখনোই নয়। তাই নিজেদের রক্ষায় ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে অন্তত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে পশ্চিমারা। ছড়িয়ে দিচ্ছে ইসলামোফোবিয়া এবং উসকে দিচ্ছে মুসলিমদের জাতিগত দ্বন্দ্ব।

**ইসলামী নেতৃত্বের যুগ সন্ধিক্ষণ**

ক্রমে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছুটে যাচ্ছে বুড়ো পশ্চিমা সভ্যতা। খসে পড়ছে তার প্রগতিশীলতার খোলস। বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার ও নারী অধিকার ইত্যাদি স্বার্থবাদী প্রচারণা। সম্প্রতি গাজা-যুদ্ধ বিশ্ববাসীকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই নিদারুণ বাস্তবতার সম্মুখীন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা চাতক পাখির ন্যায় উন্মুখ হয়ে আছে একটি নতুন সভ্যতার। যেটি বস্তাপচা পশ্চিমা সভ্যতার অচলায়তন ভেঙে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। আর সেই সঞ্জীবনী শক্তি-সামর্থ্য ও স্পৃহা আছে একমাত্র ইসলামী সভ্যতায়।

মুসলিম বিশ্বের সার্বিক উন্নয়ন ও শক্তি নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী বিধান কার্যকর করার কোনো বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে গোটা মুসলিম বিশ্ব এক বিরাট উম্মায় পরিণত হবে। ফলে একটি যৌথ কৌশলের আওতায় পাশ্চাত্য জগৎসহ অন্যান্য শক্তির যাবতীয় ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

# মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম

**পোস্ট ডেস্ক :** মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ফরজে কিফায়া। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। যারা গোসল দিতে পারদর্শী তারাই মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে হবে।

মৃত ব্যক্তিকে সঠিকভাবে গোসল দেয়ার পদ্ধতি তুলে ধরা হলো-

১. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার সময় গোসলের খাটে শোয়াতে হয়। তারপর পরনের কাপড় সরিয়ে পুরুষ হলে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা কাপড় রাখতে হয়।

২. প্রায় বসার মত করে মৃত ব্যক্তির মাথাকে উঁচু করে আলতোভাবে মৃত ব্যক্তির পেটকে চাপ দিয়ে বেশি করে পানি ঢেলে ময়লা বের করা।

৩. গোসলদাতার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে বা হাত মোজা পরিধান করে নেওয়া।

৪. অতপর গোসলের নিয়ত করে প্রথমে নামাজের অজুর ন্যায় মৃত ব্যক্তিকে অজু করানো। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করানো যাবে না। বরং ভিজা আঙ্গুলদ্বয় নাকে ও মুখে প্রবেশ করানো।

৫. গোসল ফরজ অবস্থায় এবং ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসব করার পর মারা গেলে মুখ ও নাকে পানি পৌছানো জরুরি।

৬. তুলা দিয়ে দাঁতের মাড়ি পরিষ্কার করে দেওয়া।

৭. অতপর কুল (বড়ই) পাতা ও সাবান মিশ্রিত হালকা গরম পানি দ্বারা প্রথমে মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাড়ি ধৌত করা।

৮. তারপর ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত ডান পার্শ্ব ধৌত করে বাম পার্শ্বের উপর রেখে পিঠের ডান অংশ ধৌত করা।

৯. অনুরুপভাবে ডান পাশের নেয় বাম পাশও ধৌত করা।

১০. এভাবে তিনবার ধৌত করা। তারপরও যদি ময়লা থাকে তবে ময়লা পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত বেজোড় করে ধৌত করা।

১১. গোসলের শেষ বারের পানির সঙ্গে কার্ফুর, আতর মিশিয়ে সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দেওয়া।

১২. মৃত ব্যক্তির মোচ বা নখ বেশি লম্বা হয় তবে কেটে ফেলা। (তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে)

১৩. একটি পরিষ্কার কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরের পানি মুছে দেওয়া।

১৪. মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে চুলকে তিনটি বেণী করে পিছনের দিকে রাখা।

১৫. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর দেহ থেকে ময়লা বের হলে, বের হওয়ার স্থান ধৌত করে তুলা দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে কেউ বলেছেন, অজু ও গোসল পুনরায় করানো লাগবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, অজু করাতে হবে। তবে অজু করানোই উত্তম।

এগুলো হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর উত্তম পদ্ধতি। যারা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন

# মসজিদে পরে এসে সামনের কাতারে যাওয়া যাবে?

মো. আব্দুল ওহাব

মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। এখানে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, রাজা-বাদশাহ, আলেম-গাইরে আলেম সবারই আল্লাহর ইবাদত করার সমান অধিকার। যারা আগে উপস্থিত হবেন তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তারা প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে বেশি সওয়াব লুফে নেওয়ারও চেষ্টা করবেনড় এটাই স্বাভাবিক।

কেননা প্রথম কাতারের মর্যাদা অন্যান্য কাতারের চেয়ে অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, যদি মানুষ জানতে পারত- আজান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ আদায়ে কী ফজিলত রয়েছে, আর লটারি ছাড়া সেটি পাওয়া সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তার জন্য লটারির ব্যবস্থা করত এবং যদি জানতে পারত মসজিদে আগে আসার মধ্যে কী ফজিলত রয়েছে, তাহলে তার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আগে আসত। (বুখারি: ৫৯০)

কেউ যদি প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ফজিলত অর্জন করতে চায়, তার উচিত আগে আগে মসজিদে চলে আসা। কারণ নামাজের জন্য অপেক্ষা করাও অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত।

যেমন হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার নামাজের স্থানে থাকে তার অজু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতাগণ এই বলে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন; হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর রহম করুন। আর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তির নামাজই তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাজে রত আছে বলে পরিগণিত হবে। (বুখারি, হাদিস: ৬৫৯)

তবে মসজিদে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ইচ্ছা থাকলে আগে মসজিদে চলে আসা উচিত। পরে এসে সুবিধামতো জায়গায় বসার জন্য মুসল্লির ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আগানো মসজিদের আদব ও ইসলামি শিষ্টাচারের পরিপন্থি কাজ।

একবার আল্লাহর রাসুল (স.) জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। এক লোক সবার ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আসছিল। আল্লাহর রাসুল (স.) বললেন, বসো! তুমি মানুষকে কষ্ট দিলে। (আবু দাউদ: ১১১৮)

এছাড়াও ফেকাহবিদ আলেমরা বলেন, মসজিদে শুধু ইমামের স্থান নির্ধারিত। এছাড়া মুয়াজ্জিন বা অন্য কারও স্থান নির্ধারিত নয়।

আমাদের সমাজে এই কাজটি বেশি দেখা যায়।

## সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

| তারিখ | ফজর | সুর্যদ্বয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫.১১.২৪ শুক্রবার | 5:45 | 7:04 | 01:00 | 2:33 | 4:31 | 7:30 |
| ১৬.১১.২৪ শনিবার | 5:47 | 7:06 | 12:45 | 2:31 | 4:29 | 7:30 |
| ১৭.১১.২৪ রবিবার | 5:48 | 7:08 | 12:45 | 2:30 | 4:28 | 7:30 |
| ১৮.১১.২৪ সোমবার | 5:49 | 7:09 | 12:45 | 2:29 | 4:26 | 7:30 |
| ১৯.১১.২৪ মঙ্গলবার | 5:51 | 7:11 | 12:45 | 2:27 | 4:25 | 7:30 |
| ২০.১১.২৪ বুধবার | 5:52 | 7:13 | 12:45 | 2:26 | 4:23 | 7:30 |
| ২১.১১.২৪ বৃহস্পতিবার | 5:54 | 7:15 | 12:45 | 2:25 | 4:22 | 7:30 |

*নামায শুদ্ধর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

# পন্টিংকে ধুয়ে দিলেন গম্ভীর

**পোস্ট ডেস্ক :** দুই সপ্তাহ পর বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। দুই দেশের দুই কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান অ্যালান বোর্ডার ও সুনীল গাভাস্কারের নামে নামকরণ করার পর এবারই প্রথম ৫ ম্যাচের সিরিজ হতে যাচ্ছে। সিরিজ শুরুর আগে বিরাট কোহলির সমালোচনা করায় অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের ওপর ক্ষেপেছেন ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর।

সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি, দুজনেই রান খরায় ভুগেছেন। টেস্টে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে রোহিতের রান ১৩৩, কোহলির ১৯২। দুজনেরই ফিফটি মাত্র একটি করে। ফলে এই দুজনের অফফর্ম এখন ভারতের জন্য অন্যতম চিন্তার কারণ।

রোহিত-কোহলির রানখরা রিকি পন্টিংয়েরও নজর এড়ায়নি। বিশেষ করে কোহলির ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন আইসিসির সাপ্তাহিক আয়োজন 'আইসিসি রিভিউ'-এর সর্বশেষ পর্বে পন্টিং বলেন, 'সেদিন বিরাটের (কোহলির) একটি পরিসংখ্যান দেখলাম। এটা বলছে, সে গত পাঁচ বছরে টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছে। এটা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। কিন্তু এটা যদি সঠিক হয়, তাহলে তা উদ্বেগজনক।আমার মনে হয় (কোহলির জায়গায়) অন্য কেউ হলে এমন পরিসংখ্যান নিয়ে একজন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে যেতে পারত না।'

২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। দুটিই গত বছর। একটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। কিন্তু কোহলিকে নিয়ে এ ধরনের কথাতেই কিছুটা চটেছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের এত মাথাব্যথা কেন? তাঁর উচিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট নিয়ে ভাবা। সবচেয়ে বড় কথা, রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই।'

গম্ভীর বলেন, 'আমি মনে করি ওরা মানুষ হিসেবে খুব শক্তিশালী। ওরা ভারতের ক্রিকেটের জন্য অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ওরা এখনো কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে, নিবেদন দেখিয়ে চলেছে এবং আরও সাফল্য পেতে ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। ড্রেসিংরুমের সবাই ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী। আমার মনে হয়েছে পুরো দলই ক্ষুধার্ত। বিশেষ করে সর্বশেষ সিরিজে যা হয়েছে, এরপর সবার মধ্যে ভালো করার তাড়না আরও বেড়েছে।'

# বার্সেলোনার পরাজয়ে গোল নিয়ে বিতর্ক

**পোস্ট ডেস্ক :** রিয়াল সোসিয়েদোদের কাছে হার দেখলো বার্সেলোনা। রোববার স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে সোসিয়েদাদের মাঠে ১-০ গোলে পরাজিত হয় কাতালান জায়ান্টরা। আর ম্যাচ শেষে আলোচনায় বার্সেলোনার বাতিল হওয়া গোল। কোনো অজুহাত নেই, দায় নিজেদেরই- বেশ ক'বারই এমনটি বললেন হান্সি ফ্লিক। তবে রেফারির দিকেও বারবার আঙুল তুললেন বার্সেলোনা কোচ। তার মতে, রবার্ট লেভানদোভস্কির গোল বাতিল করে বিশাল ভুল করে ফেলেছেন রেফারি। ওই গোলটি হলে ম্যাচের চিত্র অন্যরকম হতে পারতো বলে বিশ্বাস তার।

আনোয়েতা স্টেডিয়ামে ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে জালে বল পাঠান বার্সেলোনার লেভানদোভস্কি। ভিএআর দেখেও শুরুতে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। তবে গভীরভাবে দেখায় ফুটে ওঠে, লেভানদোভস্কির বুটের সামনের সামান্য অংশ অফসাইডে ছিল। স্রেফ মিলিমিটারের ব্যাপার সেটি। গোলটি আর দেয়া হয়নি। পরে প্রথমার্ধেই গোল করে এগিয়ে যায় সোসিয়েদাদ। শেষ পর্যন্ত সেই গোলই তাদেরকে এনে দেয় দারুণ এক জয়।

ম্যাচের পর রেফারির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় ফ্লিককে। রেফারি তখন স্রেফ হাসি দিয়ে জবাব দেন। রেফারির সঙ্গে কী কথা হলো, সেটি পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান বার্সেলোনা কোচ। ফ্লিক বলেন, 'তার সঙ্গে কথা বলেছি লেভানদোভস্কির বাতিল হওয়া গোলটি নিয়ে। গোলটি না দিয়ে তারা ভুল করেছেন। ছবি দেখেছি আমি এবং গোলটি বৈধ ছিল। এই গোল না দেয়া মানে স্রেফ পাগলামো। পরিষ্কার গোল এটি এবং গোলটি যদি ধরা হতো, আমাদের জন্য ম্যাচটি ভিন্ন হতে পারতো। তবে আমাদের এটি মেনে নিতেই হবে। কারণ আমরা সবাই মানুষ এবং ভুল সবাই করি। আজকেরটি ছিল বড় ভুল।'

রেফারির ভুল দেখলেও প্রতিপক্ষ যে শ্রেয়তর ছিল তা মানছেন ফ্লিক। বলেন, 'আজকে দিনটি আমাদের ছিল না। ফলাফল আমাদের মেনে নিতেই হবে, কারণ তারা কার্যকর ফুটবল খেলেছে। এটা পরিষ্কার, এখানে কোনো ভুল নেই। আমরা যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারিনি।'

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচ জয়ের পর এই ম্যাচে হারের স্বাদ পেল বার্সেলোনা। এর চেয়েও বড় ব্যাপার ছিল তাদের গোল করতে না পারা। রোববারের আগে চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৬ ম্যাচে ৫৫ গোর করেছে বার্সা। মৌসুমে এই প্রথমবার গোল করতে পারলো না তারা। বিস্ময়করভাবে গোটা ম্যাচে একটি শটও তারা রাখতে পারেনি লক্ষ্যে!

বিভিন্ন খেলার তথ্য-পরিসংখ্যানের হিসাব রাখা সংস্থা অপ্টার মতে, ১০ মৌসুমের মধ্যে প্রথমবার লা লিগায় কোনো ম্যাচে একটি শটও লক্ষ্যে রাখতে পারলো না বার্সেলোনা। চোটের কারণে লামিন ইয়ামালকে এ দিন পায়নি বার্সেলোনা। খেলায় সেটির প্রভাব ফুটে উঠেছে স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক বিরতির পর ইয়ামালকে পাওয়া যাবে কিনা নিশ্চিত নন বার্সা কোচ। তিনি বলেন, 'ইয়ামালের মতো একজনের অভাব যে কোনো দলই অনুভব করবে। এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না, আন্তর্জাতিক বিরতির পরপরই তাকে পাবো কি না। অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।'

# মায়ামির বিদায়

**পোস্ট ডেস্ক :** প্রথম ম্যাচে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে হারের মুখ দেখে ইন্টার মায়ামি। এমএলএস কাপের প্লে-অফ পর্ব পেরোতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প ছিল না দু'দলের সামনেই। এমন ম্যাচে গোলের দেখা পান মায়ামির সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি। তবে বিফলে গেছে তার গোল। আটলান্টা ইউনাইটেডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে মায়ামি।

রোববার (১০ নভেম্বর) ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় মায়ামি। ১৭ মিনিটে রোহাসের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ডিয়োগো গোমেজের পাস থেকে বক্সের ভেতর শট নিয়েছিলেন মেসি। সেই শট আটলান্টা গোলরক্ষক ফিরিয়ে দিলে কাছেই থাকা রোহাস বল পাঠিয়ে দেন জালে।

# আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিতে আইসিসি

পোস্ট ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আসর যত সামনে এগোচ্ছে। আসরটির আয়োজন নিয়ে শঙ্কা ততোই বাড়ছে। আসরটির আয়োজক পাকিস্তান হওয়ায় সেখানে যেতে রাজি নয় পাকিস্তান। তাদের চাওয়া হাইব্রিড মডেল। ভারতের এমন আবদার মানতে নারাজ পাকিস্তান। নিজেদের মাটিতেই আসরটির আয়োজন করতে বদ্ধ পরিকর দেশটি। এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে চলমান উত্তেজনায় আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকিতে আছে আইসিসি।

ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। বিশ্বের সকল ক্রিকেট প্রেমীরা অপেক্ষায় থাকে এই ম্যাচটি দেখার জন্য। টিকিট বিক্রি থেকে শুরু করে এ ম্যাচকে কেন্দ্র করে বেড়ে যায় সব কিছুর দাম। টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দাতারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাতে ম্যাচটির সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে লাভ হয় আইসিসিরও। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আর্থিক লাভের কথা বিবেচনা করে, বৈশ্বিক ইভেন্টে দুটি করে এই দু'দলের ম্যাচ রাখার চেষ্টা করে আইসিসি। রাখা হয় একই গ্রুপে। যাতে করে গ্রুপ পর্ব শেষ হলেও নকআউট পর্বে দেখা হতে পারে এ দু'দল। যাতে লাভের অংকটা আরও বাড়ে আইসিসির। আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও যেটা করা হয়েছে। একই গ্রুপে রাখা হয়েছে ভারত-পাকিস্তানকে।

তবে এবার আসরটির আয়োজক পাকিস্তান হওয়ায় সেখানে যেতে আগ্রহী নয় ভারত। যা এরইমধ্যে আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে ভারত। এদিকে পাকিস্তানও তাদের সিদ্ধান্তে অটল। হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন করবে না তারা। বরং কোনো কারণে ভারত পাকিস্তানে না এলে তারা আর কখনো ভারতের বিপক্ষে খেলবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে পিসিবি। এই অবস্থায় দু'দেশের ঝামেলা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আইসিসিকে।

পাকিস্তানের এই ভারত বয়কট নীতি ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আইসিসির জন্য। কেননা, যার প্রভাব পড়তে পারে আইসিসির রাজস্বে। তাছাড়া আইসিসির সূচি অনুযায়ী, আগামী ২০২৫ সালে নারী বিশ্বকাপ, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৯ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও ২০৩১ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। যেখানে অংশগ্রহণ নাও করতে পারে পাকিস্তান। যা টুর্নামেন্টের দর্শক ও সম্প্রচার স্বত্বে ধস নামাতে পারে আইসিসির।

কেননা, আইসিসি ইতোমধ্যেই আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছে। যার পরিমাণ ৩.২ বিলিয়ন ডলার। আর সেই চুক্তিতে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচের কথাও উল্লেখ আছে। কাজেই কোনো কারণে এই দু'দেশ টুর্নামেন্টে একে অন্যের বিপক্ষে না খেললে তখন সম্প্রসারকরাও আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। সব মিলিয়ে জটিল সমস্যায় পড়েছে আইসিসি। কোন দিকে আইসিসি হাঁটবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

# ড. ইউনূসের আমন্ত্রণে জানুয়ারিতে যুব উৎসবে যোগ দেবেন ফিফা প্রেসিডেন্ট

**পোস্ট ডেস্ক :** ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ফিফা) প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো আসন্ন জানুয়ারিতে বাংলাদেশে যুব উৎসবে যোগদানের জন্য প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ-২৯ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা আসন্ন যুব উৎসবে যোগদানের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান এবং বিশ্বজুড়ে স্বনামধন্য কয়েকটি নারী ফুটবল দলকে বাংলাদেশে আনার বিষয়ে তার সহযোগিতা চান।

# রাজনৈতিক মতৈক্যের বিকল্প নেই

মোহাম্মদ হোসেন

পাল বংশের উদ্ভবকালে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল, সে সময়ের বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা ও পরিপক্বতার তুলনায় আমরা সমসাময়িক বাংলাদেশে কিছু উন্নতি করতে পেরেছি কিনা, তা একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমাদের রাজনৈতিক মেধা ও পরিমণ্ডল কি ওই ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের সমমানের বা নিম্নমানের? এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন প্রখ্যাত অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ কর্তৃক রচিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'তারনাথ গোপালের উত্থান সম্বন্ধে একটি রূপকথার কাহিনির অবতারণা করেছেন। তার কাহিনির সারমর্ম এই যে, দেশে বহুদিন ধরে অরাজকতার ফলে জনগণের দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। কিন্তু নির্বাচিত রাজা রাত্রিতে এক কুৎসিত নাগরাক্ষসী কর্তৃক নিহত হন। এরপর প্রতি রাত্রিতে একজন করে নির্বাচিত রাজা নিহত হতে থাকেন। এভাবে বেশ কয়েক বছর গত হয়ে যায়। অবশেষে একদিন চুন্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়িতে আসে। সেই বাড়ির সবাই খুব বিষণ্ন। কারণ ওইদিন নির্বাচিত রাজা হওয়ার ভার পড়েছে ওই বাড়িরই এক ছেলের ওপর। আগন্তুক ওই ছেলের স্থানে রাজা হতে রাজি হন এবং সকালবেলা তিনি রাজা নির্বাচিত হন। সেই রাত্রিতে নাগরাক্ষসী এলে তিনি চুন্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত এক লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। রাক্ষসী মরে যায়। পরের দিন তাকে জীবিত দেখে সবাই আশ্চর্য হয়। পরপর সাত দিন তিনি এভাবে রাজা নির্বাচিত হন। অতঃপর তার অদ্ভুত যোগ্যতার জন্য জনগণ তাকে স্থায়ী রাজারূপে নির্বাচিত করে এবং তাকে গোপাল নাম দেওয়া হয়।'

এ রূপকথার উপরে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার অনেক আবেগঘন আতিশয্য ব্যক্ত করেছেন, যার সঙ্গে ওই চার অধ্যাপক একমত নন। যা হোক, বাংলার ইতিহাস বিনির্মাণে খালিমপুর লিপির শ্লোকটি গুরুত্বপূর্ণ মর্মে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকরা মনে করেন। এ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থার অবসানের জন্য 'প্রকৃতিগণ' গোপালকে রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। 'মাৎস্যন্যায়' শব্দের স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা অর্থ থাকলেও 'প্রকৃতি' শব্দের তাৎপর্য বা রূপক বা আক্ষরিক কোনো অর্থই নির্ণয় করা যায়নি। তবে অনুমান করা হয়, 'প্রকৃতিগণ' বলতে উচ্চ শ্রেণির রাজকর্মচারী বা সমাজের উচ্চবর্গীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা সমাজপতিরা। অধ্যাপকরা বিশ্লেষণ শেষে যে নির্ণয়ে উপনীত হয়েছেন, তা হলো, 'গোপাল একজন সমর নেতা হিসাবে কিছুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় অরাজকতার অশুভ শক্তিগুলোকে পরাস্ত করে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। সাফল্যই তার জন্য বিপুল সমর্থন জুগিয়েছিল।' বঙ্গে বা এর বাইরেও ছোট ছোট রাজ্য বা জমিদারি নিয়ে এরূপ উপকথাও প্রচলিত আছে, জমিদার বা রাজা নিরুদ্দেশ বা কোনো যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তার উত্তরাধিকারী বা আমত্যজনদের মধ্যে এমন বিষম কোন্দল, কে রাজা হবে তা নির্ণয় করা যাচ্ছে না। পরে রাজার হাতিকে ছেড়ে দেওয়া হলো রাজা খুঁজে আনার জন্য। রাজহাতি সারা দিন অথবা ৭ দিন ভ্রমণ করে দীনহীন একজন রাখাল বা ফকির বা সাধুকে পিঠে করে নিয়ে এসে রাজবাড়ির সিংহ দরজায় দাঁড়াল আর রাজবাড়ির সবাই এবং পার্শ্ববর্তী প্রজা সবাই হইহই করে তাকে রাজা রূপে অভিষেক করে আবার স্বাভাবিক রাজ্যপাঠ শুরু করল। এরূপ রাজার শাসনে সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকল।

আমরা এ বঙ্গীয় 'ব'দ্বীপের বাসিন্দারা এভাবে বা পাল বংশের উদ্ভবের যে পদ্ধতি, তার চেয়ে উন্নত কোনো পদ্ধতিতে শাসক বাছাইয়ের জন্য উপযুক্ত বা পরিপক্ব হয়েছি কিনা, তার হিসাব মেলানো যাচ্ছে না। ৯০-এ এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকে 'গোপাল' হিসাবে নিয়োগ করা হলো। তিনি একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দিয়ে আবার বিচার কাজে চলে গেলেন। 'মাৎস্যন্যায়' চলতেই থাকল। পরে '৯৬-এ আবার সংবিধান সংশোধন করে একজন 'প্রধান গোপাল' ও আরও কিছু গোপালের সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা হলো। এরূপ গোপালেরা ৯৬ ও ২০০১-এর দুটো মীমাংসা ঠিকঠাকই করেছিলেন। এতে কারও কারও পোষাল না। তারা 'গোপাল' বাছাইয়ের নয়া ফন্দিফিকির করাতে 'গোল' বেঁধে গেল। অরাজকতার একদম চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল। এবার দিশেহারা রাজহাতি নিজেই ছুটে বেরিয়ে গেল। অতঃপর একজন রাখাল আর একজন লাঠিয়াল খুঁজে নিয়ে এলো। তারা দুজন মিলে আরও কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির নিয়ে আপাত একটা জনস্বস্তির ব্যবস্থা করলেন। সাময়িক কিছুদিন ডান্ডা মেরে অরাজকতা ঠান্ডা করলেন। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলেন না। দেশ আবার হিংস্র সরীসৃপের শাসনে ছেড়ে দিয়ে কেঁদে বাঁচলেন। এ হলো ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারাপাত বা বিবর্তন।

২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণকারী এক দঙ্গল হিংস্র সরীসৃপের মধ্যে থেকে বের হয়ে এলো এক ভয়ানক 'নাগরাক্ষসী', যার বিষাক্ত ছোবলে গোটা জাতি জর্জরিত হয়ে পড়ল। তার আগ্রাসী দংশনে জাতির প্রাণ যায় যায় অবস্থায় উপনীত হলো। বিধাতার অপার করুণায় জুলাই বিপ্লব আর আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ফলে ওই 'নাগরাক্ষসী' বিতাড়িত হলো। আমাদের প্রয়োজন হলো আবার একজন 'গোপাল'র। ২০২৪ সালে এসে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের সমর নেতা, বিচক্ষণ 'গোপাল'র স্থলাভিষিক্ত হলেন একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইউনূস। তাহলে যদি আমার মতো একজন সাধারণ বুদ্ধির মানুষ এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের সমসাময়িক যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা ও পরিস্থিতি এবং তার ১২৭৫ বছর পরে ২০২৪ সালের বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা, পরিস্থিতির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? তা কি খুবই ভুল হবে? শুধু সময়, মানুষের সংখ্যা, দেহগত মানুষেরই হয়তো পার্থক্য আছে! আমার দৃষ্টি এর চেয়ে আর বেশি কিছু দেখতে পায় না। বাংলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'গোপাল' যেমন ছিলেন দক্ষ সমর নেতা, তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ শাসক। আমরা ২০২৪ সালেও একজন কাঙ্ক্ষিত মানের শাসক পেয়েছি; কিন্তু তাকে ঘিরে ধরছে হাজারটা সমস্যা। তিনি এবং তার সহযোগীরা সংবিধান ও রাষ্ট্র সংস্কার করতে চান, যা একটি জনআকাঙ্ক্ষাও বটে। কিন্তু কীভাবে করবেন? রাজা গোপালের সময়ে 'প্রকৃতিগণ' তাকে প্রবলভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ের 'প্রকৃতিগণ' বোধের অসাধ্য, বিরূপ, বিষম। তারা কী চায় বোঝা ভীষণ দায়! তারা হয়তো ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে 'সাক্ষী গোপাল' বানাতে চায়।

প্রথমত, আমরা সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন নিয়ে কথা বলতে চাই। আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যদি ওই পালযুগীয় হয়, তাহলে এ সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা বা উদ্দেশ্য কী? 'প্রকৃতিগণ' বলছেন, সংবিধান সংশোধনের ম্যান্ডেট ড. ইউনূসের নেই। সংবিধান আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অতি সাধারণ একটি অনুষঙ্গ মাত্র। এ সংবিধান কি গত ৫৩ বছরে গণতন্ত্র দিতে পেরেছে, না ভবিষ্যতে পারবে? সংবিধান ও আইনের নাম করে সরকারি কর্তৃত্বের হুকুমে রাষ্ট্রীয় বাহিনী সরাসরি নাগরিকের বুক লক্ষ করে গুলি ছুড়েছে। সংবিধানে অধিকারের ভালো ভালো বাণী লেখা থাকলেও ওই সংবিধান কি উড়ে গিয়ে বর্ম হয়ে নাগরিকের বুকে গুলিবিদ্ধ হওয়া আটকাতে পেরেছিল? স্বৈরশাসক যেমন সংবিধান সংবিধান জিকির তুলে যাচ্ছেতাই করেছে, তেমনি এখনো নাগরিক সমাজ সংবিধান নিয়ে বিভক্ত হয়ে সাংবিধানিক দড়ি টানাটানি করছে! ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ-পরবর্তী রাজা 'গোপাল'র কি কোনো সংবিধান ছিল? নাগরিকদের প্রয়োজন ন্যায়বিচার, উন্নত জীবন, সংবিধান নয়।

দ্বিতীয় বিষয় রাষ্ট্র সংস্কার : এ রাষ্ট্রের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এটি সংস্কার বা মেরামত করেও চালানো যাবে কিনা এ বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্দিহান। মানুষের রাজনৈতিক বোধবুদ্ধির যদি উন্নতি না হয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির যদি মান উচ্চ না হয়, তাহলে সংস্কার করে কী হবে? সে সংস্কার তো টেকসই হবে না। সময়, শ্রম বৃথা যাবে। যে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যে যে ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, তা কি যথেষ্ট? যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা কি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দৃশ্যায়ন করতে পারবেন? কমিশনের কর্তাদের নিয়েও তো বিতর্কের অভাব নেই। এ রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পূর্ববর্তী অপশাসনের জঞ্জাল পুঞ্জীভূত রয়েছে। আইনি কাঠামোর দুর্বলতার কারণে যে কায়েমি স্বার্থবাদ জারি আছে, তা চিহ্নিত করা এবং অপনয়ন এ সরকারের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব? জনপ্রশাসন, বিশেষ করে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার যেভাবে এতদিন অন্যান্য ক্যাডারকে বঞ্চিত করে নিজেরা দলবেঁধে পদ না থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি নিয়ে আমলাতন্ত্রের স্বাভাবিক সব সূত্র তছনছ করে দিয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কমিশন কোনো সুপারিশ করতে পারবে বা সাহস দেখাবে? যদি এরূপ ব্যবস্থা হয়, বিসিএস ক্যাডারগুলোর ব্যবস্থাপনা, পদোন্নতি, পদায়ন পক্ষপাতহীন করার জন্য নিরপেক্ষ জনপ্রশাসন কমিশন গঠন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ বাধায় এরূপ সংস্কার কি এ সরকার কার্যকর করতে পারবে? তা কি পরবর্তী কোনো সরকার মানবে? আর কোথায় সংস্কার করবেন? নির্বাচন ব্যবস্থায়? কী সংস্কার করবেন? স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় পরিষদ সব নির্বাচনে বয়স ১৮ বছর হলেই ভোট দিতে পারে। এরা কি স্বাধীন চিন্তা থেকে, জাতীয় উন্নয়নের চিন্তা বা জাতীয় চরিত্র গঠনের চিন্তা থেকে ভোটদান করে? ভোটাররা কি হুজুগে, কালো টাকার প্রভাবে, টাকা নিয়ে ভোট দেয় না? টাকা দিয়ে স্থানীয় মাস্তান ভাড়া করে হিসাব-নিকাশ করে কয়েকটা ভোটকেন্দ্রে ভোট কাটতে পারলেই পাশ, অতঃপর এমপি-মন্ত্রী। এসব অপকৌশলের প্রয়োগ কীভাবে সংস্কার হবে বা রোধ করা যাবে? দুর্নীতি দমন কমিশন কি সংস্কার করা হবে? দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগে নিয়োগের সময়ে কি এরূপ কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয়, যার দ্বারা নিয়োগ প্রার্থীর নৈতিক মানদণ্ড নির্ণয় করা হবে? ভবিষ্যতে তারা ক্ষমতা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করবে না, এরূপ কোনো ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা সম্ভব হবে? স্বাস্থ্য খাতে বিশেষত পেরিফেরিতে সরকারি হাসপাতালে কোনো ডাক্তার, এমনকি পেরিফেরি মেডিকেল কলেজে পড়ানোর জন্য সহযোগী অধ্যাপক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি সব নষ্ট থাকবে, কী করবেন? কোথায় সংস্কার করবেন? একটি স্বাধীন জাতি গত ৫৩ বছরের ঠিক করতে পারেনি তার শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? শিক্ষার্থীরা কী শিখবে? কীভাবে শিখবে? কে শেখাবে? শিক্ষা লাভ করে কী কাজ করবে? মাধ্যমিক শিক্ষায় এমপিওনামক এক অরাজকতা চলছেই। কী সংস্কার করবেন এখানে? বাস্তব অর্থে এসব সংস্কার আদৌ করা সম্ভব? সম্ভব হলে কীভাবে? জাতির মধ্যে কি সংলাপ হয়ে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে?

বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইতোমধ্যে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে অন্তত ৭০টি আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে নির্বাচনপ্রত্যাশী রাজনৈতিক দলগুলো নিশ্চুপ। তাহলে সংস্কার কেমনে হবে? আর রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত বা পুনর্নির্মাণই বা কীভাবে হবে?

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম একটি মৌলিক নীতি হলো, ছোট ছোট সংস্কার করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এমন একটা ভারসাম্যের মধ্যে রাখা, যাতে কেউ বিপ্লব/বিদ্রোহ ঘটাতে না পারে। গত ৩৪ বছর ধরে তথাকথিত গণতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র এ সংস্কার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ক্রমান্বয়ে ব্যবস্থাটিকে এমন এক খাদের কিনারে নিয়ে গেছে, রাষ্ট্র রক্ষার জন্য ঘটনাক্রমে একটা অভ্যুত্থান হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিপ্লব ঘটেনি। কাজেই বিপ্লব ঘটাতে এবং বিপ্লবকে সংহত করে রাষ্ট্র সংস্কার করা গোপালের জন্য 'নাগরাক্ষসী' মোকাবিলা করার চেয়েও চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। এ রাষ্ট্রটির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, বহু ক্ষেত্রে আর সংস্কারযোগ্য নেই। ক্যানসারের চিকিৎসার মতো আগে কেটে ক্ষত অপসারণ করে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা দরকার। এক্ষেত্রে রয়েছে গভীর সংকট। এ বিষয়ে যেমন জাতির ঐকমত্য গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। আর তাই ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব বা কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর মতো কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে বা অনর্থক বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের কঠোর হস্তে প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না।

যা হোক, আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের জন্য এখনই রাজনৈতিক ঐক্যের সংস্কৃতির উদ্বোধন প্রয়োজন। আশা করি, ২০২৪ সালে 'প্রকৃতিগণ' তা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমর্থনে ঐকমত্য গড়ে তুলবেন। নইলে এ বঙ্গবাসীকে শশাঙ্ক-পরবর্তী মাৎস্যন্যায় যুগেই বসবাস করতে হবে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

# Government officials to oversee Tower Hamlets council

**Post Desk :** Inspectors have uncovered a "toxic" and secretive culture at an east London council, with decision-making dominated by the inner circle of the local mayor, Lutfur Rahman, according to an official report.Reports Guardian

Ministers will now send central government officials to help oversee the running of Tower Hamlets council, led by Rahman, who was previously banned from public office for involvement in vote-rigging, buying votes and religious intimidation.

The report into the governance of Tower Hamlets, where Rahman became the directly elected mayor again in 2022 after his five-year ban expired, sets out a series of concerns, including a lack of trust between the different political parties, and a subsequent churn of top officials.

The findings, detailed in a written statement by Jim McMahon, the local government minister, included a perception among many staff that "many good managers had left the organisation as a result of 'speaking truth to power'".

While the inspectors found the council was trying to improve in some areas, it suffered from a "weak and confused" culture of scrutiny, where "due process is often treated as an obstacle to priorities rather than as a necessary check and balance".

Central to many of the problems was a "suspicious and defensive" internal culture, heavily based around Rahman and a small group of allies, described to the inspectors as "toxic".

This culture went beyond the mayor and his team, the report said, citing "a lack of respect and cooperation between political parties, which is having a negative effect on good governance".

The statement said: "A culture of patronage, even if not at play in every appointment, is perceived as pervasive enough to undermine trust between members, staff and leadership, as well as with external stakeholders."

The council often seemed more focused on pushing back against criticism than responding to it, it went on, adding: "On some issues, the inspectors are sceptical of the council's capability to self-improve."

McMahon said he was satisfied the problems were sufficiently serious that he was justified under the Local Government Act to impose a "statutory support pack" for at least three years, with ministerial envoys regularly reporting back.

He will also instruct the council to appoint at least two opposition councillors to its advisory board.

Rahman was originally the Labour leader of the council, before becoming its directly elected mayor in 2010, after a referendum created the post, standing as an independent.

He was re-elected in 2014 under a new party called Tower Hamlets First, but was removed from office in 2015 after a specialist court concluded that he was guilty of vote-rigging, buying votes and religious intimidation.

In 2018, police concluded that there was insufficient evidence to prosecute any individual. Rahman returned to power in 2022 under the banner of his Aspire party, bringing back several of his previous allies.

The council was previously placed under the part-control of commissioners appointed by central government, from 2014 to 2018, after concerns about the awarding of grants and the sale of council property without correct process.

Aspire recently lost its majority after several councillors resigned from the party.

In a statement, the council said: "Tower Hamlets council is committed to working with the government on our continuous journey of improvement. We welcome the government's decision to appoint an envoy rather than send in commissioners, with a plan to work together with us on a support package, with the council retaining all its powers."

# Sadiq Khan wants to charge £2-per-mile to drive in London

**Post Desk :** Sadiq Khan considered charging motorists up to £2 per mile to drive in London, leaked documents show.

The flagship pay-per-mile road charging scheme was expected to be introduced in September 2026 as part of the Labour mayor's drive to meet ambitious net zero targets.

The plans would have seen the cost of road journeys from outer London into the centre of the capital almost trebling.

It comes after Mr Khan spent £150m of taxpayers' money on "secret technology" to deliver pay-per-mile road pricing, as previously revealed by The Telegraph.

Such road pricing schemes have been branded "inevitable" because the Treasury faces a £30bn loss in tax revenues thanks to net zero policies enforcing the switch to electric vehicles in coming years.Plans leaked on Tuesday showed how the London mayor plotted to charge motorists up to £2 per mile to drive inside the current congestion charge zone, on top of a £5 daily tax.

Mr Khan has since made clear he has "ruled out" the pay-per-mile policy. However, internal modelling by Transport for London (TfL) – seen by the London Centric blog – shows the proposals would have added tens of pounds to road journeys in the capital.

Under the Labour mayor's plans, the cost of driving from Upminster to Oxford Circus and back again would have almost trebled, rising from £15 – for the congestion charge – to around £40.

Similarly, at present somebody driving a Ulez-compliant car on a 30-mile return trip across "inner London" from Highgate to Fulham would have incurred no cost other than petrol.

Under the TfL modelling, the journey would have cost an extra £18 in pay-per-mile charges, according to the London Centric blog.

Codenamed Project Gladys inside TfL, the scheme was formally known as Next Generation Charging.

Those in "inner London" – the original Ultra Low Emission Zone (Ulez) – would have been charged 60p per mile, with a 40p per mile fee applying across the rest of Greater London. It is understood that no final decision on pricing was made.

The London mayor expanded the Ulez in August 2023 to include all 32 of the capital's boroughs. Most non-compliant vehicles are charged £12.50 daily under the rules.

The Project Gladys modelling also suggests that 600,000 fewer car trips would have been made under the policy, replaced by 170,000 extra bus journeys and 210,000 trips made on foot.

Officials expected that the remaining 220,000 road journeys would "simply evaporate", London Centric claimed.The documents set out a roadmap for implementing the pay-per-mile scheme. Following an initial trial, public consultations would have taken place throughout 2024, and London signage would have been replaced in 2025 – with drivers charged by the mile from September 2026.

It is understood that Mr Khan backed away from the proposals after the Uxbridge and South Ruislip by-election in July 2023 was won by the Conservatives who ran an anti-Ulez campaign.

The Telegraph revealed in April that Mr Khan had already spent £3m of taxpayers' money planning a future pay-per-mile charging system called Future RUC.

Nine Labour-run London councils have voiced support for pay-per-mile or road user charging in recent years.

Sir John Armitt, the Government's infrastructure tsar, said last month that motorists will "inevitably" end up paying per mile to drive on Britain's roads as the switch towards electric cars drains away fuel taxes.

# Developed Countries Burn the Planet Yunus' Call for Compensation at COP29

By Shofi Ahmed

As the world's attention turned to the critical COP29 Climate Summit in Baku, Azerbaijan, one of the most powerful and unequivocal voices emerged from Bangladesh – a nation on the frontlines of the climate crisis. Dr. Muhammad Yunus, the renowned Bangladeshi social entrepreneur and Nobel Peace Prize laureate, delivered a stirring message that cut through the political posturing and placed the onus firmly on the developed nations responsible for the world's environmental devastation.

"The developed countries have burned up the planet, and now they must compensate the victims," Yunus declared, his words resonating with a sense of moral authority and righteous indignation. As the leader of a country that contributes a mere 0.47% to global greenhouse gas emissions, yet stands to lose up to 17% of its land to rising sea levels, Yunus' perspective carried the weight of lived experience.

As one of the world's most climate-vulnerable nations, Bangladesh is bearing the brunt of the developed world's carbon emissions. Rising sea levels have already submerged large swathes of the country's low-lying coastal regions, displacing millions of people and destroying vital infrastructure. Devastating cyclones, fueled by warmer ocean temperatures, have also become more frequent and intense, causing widespread destruction and loss of life. Meanwhile, erratic rainfall patterns and prolonged droughts have disrupted agricultural productivity, threatening food security for Bangladesh's 160 million inhabitants. The compounding effects of these climate-related disasters have pushed many Bangladeshi communities to the brink, underscoring the grave injustice of a crisis not of their making.

Yunus' call for climate justice was a forceful rebuke of the historical imbalances that have shaped the global response to the climate crisis. He argued that the wealthy nations, through their relentless pursuit of industrialization and unchecked carbon emissions, have created a crisis that disproportionately impacts the Global South – nations that are ill-equipped to bear the immense social, economic, and environmental costs.

Yunus pointed to the stark disparities in carbon footprints, noting that while Bangladesh contributes a mere 0.47% to global greenhouse gas emissions, it stands to lose up to 17% of its land to rising sea levels. This devastating asymmetry lies at the heart of the climate justice movement, which demands that the developed world take responsibility for the harm it has inflicted upon vulnerable nations.

Moreover, Yunus underscored the existential threat faced by Bangladesh and other climate-vulnerable countries. The prospect of mass displacement, infrastructure collapse, and humanitarian crises looms large, jeopardising the very survival of these nations. Yunus argued that this was not merely an environmental issue, but a matter of fundamental human rights and global solidarity.

By placing the onus firmly on the developed world, Yunus' message at COP29 challenged the complacency and political posturing that has too often characterized global climate negotiations. His unwavering call for compensation and restorative action served as a moral rallying cry, amplifying the voices of those on the frontlines of the climate crisis.

The statistics Yunus cited were indeed sobering. Bangladesh, a country of over 160 million people, faces the looming prospect of mass displacement, disruption to its fragile economy, and the potential for widespread humanitarian crises as a result of the climate emergency. Yet, the country's contribution to the problem pales in comparison to the outsized role played by the developed world.

Yunus' message was not one of mere lament, but a clarion call for accountability and restorative action. He demanded that the wealthy nations provide financial compensation to the vulnerable countries that bear the brunt of their actions, recognizing the moral imperative to address the historical inequities that have shaped the climate crisis.

This stance echoed the long-standing principle of "climate justice," which calls for a reckoning with the disproportionate burdens faced by the Global South and the need for equitable solutions. Yunus' voice added powerful momentum to this movement, amplifying the calls of those who have historically been marginalised in the climate discourse.

Importantly, Yunus' appeal transcended the realm of politics, appealing to the shared humanity that should underpin global cooperation. He argued that the climate crisis is not a matter of "us versus them," but a universal challenge that requires collective action and a willingness to address historical imbalances.

As the world grapples with the escalating climate emergency, Yunus' message served as a clarion call for a new era of climate diplomacy – one that prioritises empathy, accountability, and a genuine commitment to supporting the nations and communities most vulnerable to the ravages of a warming planet.

By elevating the voices of those on the frontlines of the climate crisis, Dr Muhammad Yunus has reminded the world that the path to a sustainable future must be paved with a deep understanding of the unequal burdens borne by the Global South. His impassioned plea at COP29 was not just a call to action, but a moral imperative for the developed world to make amends and safeguard the future of all humanity.

22 Years of KEEPING YOU POSTED!
BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট -২২ বছর আপনাদের সাথে!
To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

# The Influence of Bangladeshi-Owned Indian Restaurants on the UK Culinary Scene

Imran A. Chowdhury

Bangladeshi-owned Indian restaurants and takeaways have a rich, unique history in the United Kingdom, shaped by immigration waves, entrepreneurial spirit, and the dynamic fusion of cultural identity with British society. Originating from humble beginnings, Bangladeshi entrepreneurs transformed what was once an exotic and niche offering into a staple of British dining culture. The legacy of these businesses stretches across England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, with their achievements rooted in community, resilience, family values, and a deep-seated love for food.

## Early Beginnings and Expansion (1950s–1970s)

**Inception and Early Days**

The first Bangladeshi-owned restaurants in the UK began appearing in the 1950s, during a time when the nation was experiencing an influx of immigrants from South Asia, particularly from the Sylhet region in Bangladesh. Many Sylheti immigrants initially worked in the British merchant navy, before eventually settling in the UK. In a quest to make a living, many immigrants saw an opportunity in the restaurant industry. The concept of "Indian food" began as a novelty, providing a taste of "home" for Indian, Pakistani, and Bangladeshi communities and curious British patrons.

## Building a Foundation and Growth

By the 1970s, these small eateries grew into bustling "Indian" restaurants and takeaways, with Bangladeshi immigrants comprising over 80% of the workforce in the “Indian” restaurant industry. Their growth was propelled by hard work and a keen sense of what local customers enjoyed. They adapted classic Indian dishes, modifying spice levels and flavors to cater to British palates. The result was the creation of "Anglo-Indian" cuisine, including iconic dishes like chicken tikka masala, balti, and vindaloo, which are still popular today.

## Achievements and Contributions

**Culinary Innovation**

Bangladeshi restaurateurs' creativity helped form a new identity for "Indian" cuisine in the UK, adding unique touches to curries, breads, and sauces. The evolution of the balti and chicken tikka masala exemplifies their ability to adapt and innovate. Many of these restaurateurs became pioneers, shaping British tastes and creating a demand for Indian food that outlasted trends and generations.

**Beacon of the High Street**

Bangladeshi-owned restaurants became pillars of the British high street, bringing vibrancy to communities across the UK. They provided not only food but also jobs, supporting thousands of families and fostering a cultural exchange between South Asian and British cultures.

## Management Style and Family Values

**Business and Management Style**

Bangladeshi restaurants often exemplify a family-centered management style. Owners, typically patriarchs, run these establishments with the help of family members, from cooking and managing finances to waiting tables. This model fostered loyalty and trust, creating a strong internal support system. Many businesses were passed from one generation to the next, continuing traditions and honing business acumen.

Family Values and Community Bonds

Family is central to the Bangladeshi restaurant business ethos, with younger generations joining the family business from an early age. The communal sense of support and collaboration strengthened bonds within families and extended into the wider community. This sense of solidarity led to charitable initiatives, with restaurants raising funds for causes in Bangladesh and the UK.

## Cuisine and Marketing: The Anglo-Indian Fusion

**Culinary Adaptations and Popular Dishes**

To accommodate the British palate, many Bangladeshi chefs adjusted spice levels and balanced ingredients. Dishes like korma, tikka masala, and jalfrezi became mainstays, appealing to the mild tastes of many British customers. Chefs used fresh produce and British-sourced meats, which ensured flavors appealed to both South Asian and British patrons.

**Marketing and Branding Techniques**

Initially, Bangladeshi restaurants relied on word-of-mouth marketing, building a reputation for excellent service, flavorful food, and warm hospitality. In time, they adopted modern marketing strategies, investing in promotions, newspaper ads, and collaborations with food critics. Today, many restaurants maintain social media pages, participate in online delivery services, and partner with culinary influencers to keep their brands relevant.

## Economic Impact: Making a Living and Employment

**Economic Contribution**

Bangladeshi-owned restaurants have played a significant role in the UK economy, providing employment and driving local economies. They became major employers within the South Asian community, providing jobs to newly arrived immigrants and serving as stepping stones for financial independence.

## Challenges and Pitfalls

Despite their successes, Bangladeshi restaurateurs have faced numerous challenges. The long hours, rising operating costs, and fierce competition required immense resilience. The industry has also struggled with labor shortages, as younger generations often pursue different career paths. These hurdles have forced restaurateurs to adapt and innovate continually.

## Charitable Work and Community Involvement

**Charitable Contributions and Fundraising**

Charitable giving is a prominent part of the Bangladeshi restaurant industry, stemming from a commitment to both local and international causes. Restaurateurs often raise funds for disaster relief, education, and healthcare in Bangladesh, contributing to local schools and hospitals. In the UK, they have supported food banks, local hospitals, and sports teams, cementing their role as community anchors.

## Social Initiatives and Cultural Festivals

Many Bangladeshi-owned restaurants host events during cultural festivals, celebrating Eid, Diwali, and Christmas, which fosters cultural understanding and inclusivity. These events have become an integral part of the local communities they serve, connecting cultures through shared celebrations and traditions.

## Workers and Workforce Challenges

**Employment and Skills Development**

Bangladeshi restaurants have historically employed both local and immigrant workers, providing skills training and experience in the hospitality industry. However, as the industry has evolved, the need for skilled chefs has grown, creating a demand for culinary talent. Some establishments have initiated training programs, ensuring the next generation of chefs is equipped with the skills to continue the legacy.

## Generational Transition and Future Challenges

The next generation of Bangladeshi-British youth is often reluctant to work in the restaurant industry, seeking careers outside the traditional family business. This shift has led some restaurant owners to seek skilled workers abroad or explore automation in kitchen operations to offset the shortage of family members in the business.

## The Role of Bangladeshi Restaurants on British High Streets

**Community Landmarks and Identity**

Bangladeshi-owned Indian restaurants have established themselves as fixtures of the British high street, adding diversity to towns and cities across the UK. They often serve as gathering spots, venues for celebrations, and places of cultural exchange. These restaurants have become symbolic of the multicultural tapestry of the UK, bridging cultures and promoting understanding.

## Adaptation and Resilience During Modern Times

The COVID-19 pandemic posed unprecedented challenges, with restrictions on dine-in services affecting revenue. Bangladeshi restaurateurs swiftly adapted by emphasizing takeaways, home deliveries, and digital ordering platforms. Their adaptability demonstrated resilience and a deep commitment to serving their communities, even in times of hardship.

## Philanthropy and Legacy

**Promotion and Fundraising**

Bangladeshi-owned restaurants have been at the forefront of fundraising for international causes, raising awareness and resources for crises worldwide. From supporting flood victims in Bangladesh to helping underprivileged children in the UK, their philanthropic contributions reflect a longstanding tradition of giving back.

Building a Legacy of Cultural Exchange and Family Values

These restaurants are a testament to the power of family, tradition, and cultural pride. Many businesses have celebrated anniversaries of 30, 40, or even 50 years, passing on values and business knowledge through generations. Today, Bangladeshi-owned restaurants are recognised as more than just dining establishments—they are cultural landmarks, beacons of community strength, and symbols of a shared British-Bangladeshi identity. ***— To be continued***

Year: 22 ◆ Issue: 1036 ◆ Friday 15 November - Thursday 21 November 2024

# BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

# জলবায়ু সংকটে হুমকির মুখে মানব সভ্যতা : ড. ইউনূস

**পোস্ট ডেস্ক :** বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, জলবায়ু সংকট তীব্রতর হচ্ছে এবং সে কারণে মানব সভ্যতা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মানুষ আত্ম-বিধ্বংসী মূল্যবোধের প্রচার করে যাচ্ছে।

তিনি নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে বিশ্বকে বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থিক ও তারুণ্যের শক্তিকে সমন্বয় করার পরামর্শ দিয়েছেন। একইসঙ্গে পৃথিবীকে জলবায়ু বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য 'শূন্য বর্জ্য ও শূন্য কার্বন'-এর ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন জীবনধারা গড়ে তোলারও পরামর্শ দিয়েছেন, যা একটি নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে তিনটি শূন্যভিত্তিক তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন উপস্থাপন করে।

বুধবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ২৯-এর ওয়ার্ল্ড লিডারস ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটের উদ্বোধনী

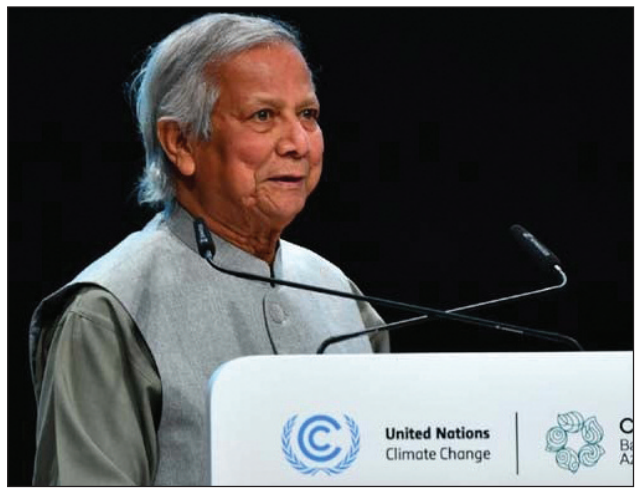


অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেছেন, 'বেঁচে থাকার জন্য, আমাদের আরেকটি সংস্কৃতি গঠন করতে হবে। একটি ভিন্ন জীবনধারার ওপর ভিত্তি করে আরেকটি পাল্টা সংস্কৃতি গড়তে হবে। এটি হবে শূন্য বর্জ্যের ওপর ভিত্তি করে। এ সংস্কৃতি নিত্য পণ্যের ব্যবহারকে সীমিত করবে, কোন বর্জ্য অবশিষ্ট রাখবে না।'

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এই জীবনযাত্রাও হবে শূন্য কার্বনের ওপর ভিত্তি করে যেখানে কোন জীবাশ্ম জ্বালানি থাকবে না, শুধুমাত্র পুনঃনবায়নযোগ্য শক্তি থাকবে। এতে এমন একটি অর্থনীতি হবে যা প্রাথমিকভাবে সামাজিক ব্যবসার মতো ব্যক্তিগত পর্যায়ে শূন্য মুনাফার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে।

সামাজিক ব্যবসাকে সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নন-ডিভিডেন্ড ব্যবসা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে তিনি বলেন, সামাজিক ব্যবসার একটি বিশাল অংশ পরিবেশ ও মানবজাতির সুরক্ষায় মনোযোগ দেবে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জীবন কেবল সুরক্ষিতই হবে না, গুণগতভাবে --১৭ পৃষ্ঠায়

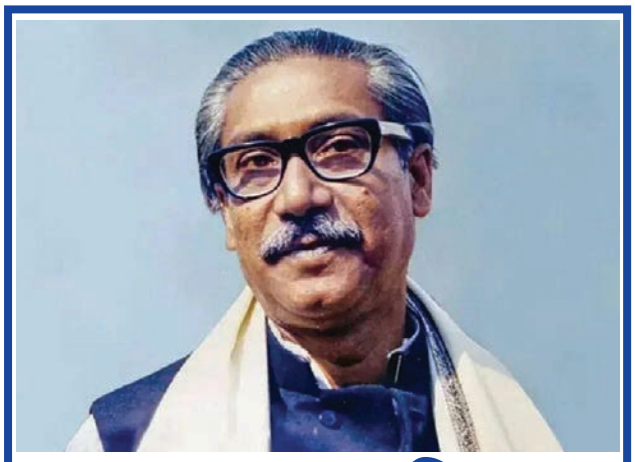

# বঙ্গবন্ধু জাতির অবিসংবাদিত নেতা : অ্যাটর্নি জেনারেল

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কেন অবৈধ হবে না, এই মর্মে জারি করা রুলের শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান হাইকোর্টকে বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদিত জাতীয় নেতা, এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। কিন্তু তাকে একটি দল দলীয়করণের চেষ্টা করেছিল।

বুধবার (১৩ নভেম্বর) বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে তিনি এ বক্তব্য তুলে ধরেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, --১৭ পৃষ্ঠায়

# রেমিটেন্স যোদ্ধাদের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন

## ভোটাধিকার দেয়াসহ সব সমস্যা সমাধানের আহবান

**বিশেষ প্রতিনিধি :** সারা বিশ্বে দেড় কোটির বেশি রেমিটেন্স যোদ্ধারা দেশের নির্বাচনে অংশগ্রহনের তাদের ভোটাধিকার, এনআইডি কার্ড দেয়াসহ প্রবাসের নানা সমস্য সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। গতকাল রোববার (১১ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচাস্থ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নসরুল হামিদ মিলনায়তনে বিশ্বের বাংলাদেশী প্রবাসীদের সম্মিলিত ফোরাম 'ইউনাইটেড এগেপাট্রেট এ্যারাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড' আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ও কো-অর্ডিনেটর ব্যারিষ্টার মির্জা জিল্লুর রহমান। সংবাদ --১৭ পৃষ্ঠায়

# ব্রিটিশ-বাংলাদেশী হুজহু'র প্রকাশনা ও অ্যাওয়ার্ডের ১৫তম আসর

**স্টাফ রিপোর্টার:** ব্রিটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটির সাফল্যগাঁথা ও অগ্রযাত্রার চিত্র ব্রিটিশ-বাংলাদেশীদের হুজহু প্রকাশনায় ফুটে উঠে। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এই প্রকাশনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশী --১৭ পৃষ্ঠায়

# ঢাকায় যাচ্ছেন ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি

**পোস্ট ডেস্ক :** দুই দিনের সফরে ঢাকায় যাচ্ছেন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (আইপিএস) বিষয়ক ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি ক্যাথরিন ওয়েস্ট। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এটি ব্রিটিশ কোনো কর্মকর্তার প্রথম সফর হবে। ক্যাথরিনকে অন্তর্বর্তী সরকারের মনোভাব বুঝতে ব্রিটিশ সরকার ঢাকায় পাঠাচ্ছে বলে ইঙ্গিত রয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, আগামী সপ্তাহে ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি ঢাকায় আসবেন। তবে তার সফরের এজেন্ডা নিয়ে কোনো বার্তা দেননি সংশ্লিষ্টরা। তারা জানান, আন্ডার সেক্রেটারির সফর নিয়ে উভয়পক্ষ এখনও কাজ করছে।

এদিকে কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৭-১৮ নভেম্বর ঢাকা সফর করবেন ব্রিটিশ আন্ডার সেক্রেটারি। তার সফরে অন্তর্বর্তী --১৭ পৃষ্ঠায়

# ৪ মন্ত্রণালয় থেকেও সরানো হলো শেখ মুজিবের ছবি

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় তার দপ্তরে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যায়নি। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দপ্তর থেকেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা ব্যবসায়ী শেখ বশির উদ্দিন শপথ নেওয়ার পর সচিবালয়ে যান। তার দপ্তরেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল না। সর্বশেষ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সরানো হয়েছে শেখ মুজিবের ছবি। চলচ্চিত্র পরিচালক --১৭ পৃষ্ঠায়

# সেনাবাহিনী কতদিন মাঠে থাকবে জানাগেল

**বিশেষ সংবাদদাতা :** বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় সেনাবাহিনীর মাঠে কতদিন থাকবে এই সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকারের। বুধবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সেনাসদরের কর্নেল স্টাফ কর্নেল ইন্তেখাব হায়দার --১৭ পৃষ্ঠায়

22 Years of KEEPING YOU POSTED!

BANGLA POST- 22 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২২ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk